রাজসিংহ

শ্রীঅমৃতলাল বসু

নাট্য-সিরিজ

রাজসিংহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক
নাট্যাকারে গ্রথিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
* * বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে * *
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশিত

কলিকাতা,
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী
বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিন যন্ত্রে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত
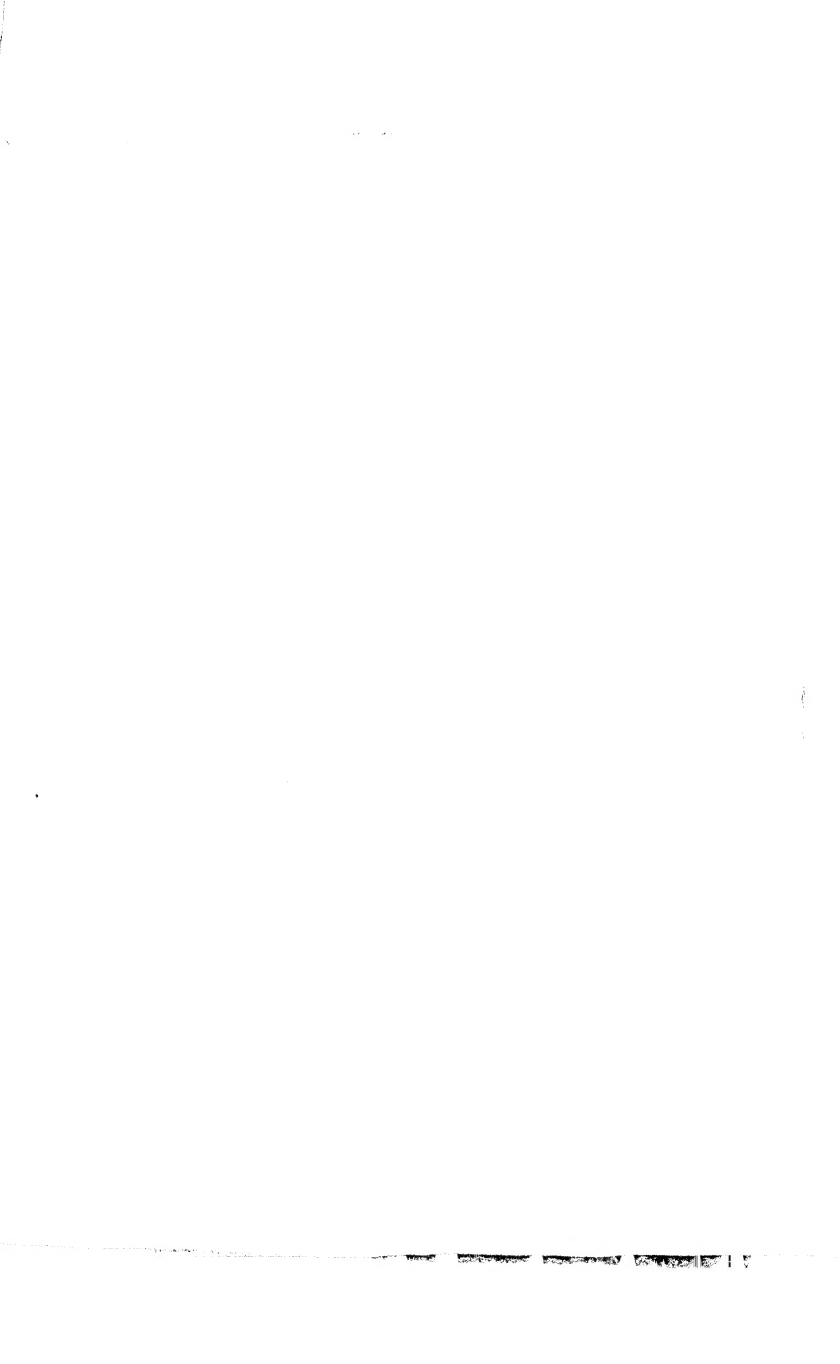
মূল্য ১৲ এক টাকা

কপালকুণ্ডলা

মূল উপন্যাস : 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬ খ্রিঃ)
রচয়িতা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
নাট্যকার : অমৃতলাল বসু (১৮৯৬ খ্রিঃ)
প্রকাশকের নাম জানা নেই - ১৯২৬ খ্রিঃ

এই নাটকে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬৮, নাট্যকাহিনীর ক্ষেত্রে অমৃতলাল উপন্যাসের কাহিনীকে অনুসরণ করেননি। নাটকের সূচনা হয়েছে উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের দৃশ্য - মোবারকের কথোপকথন দিয়ে।
সংলাপের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিয়েছিলেন অমৃতলাল।
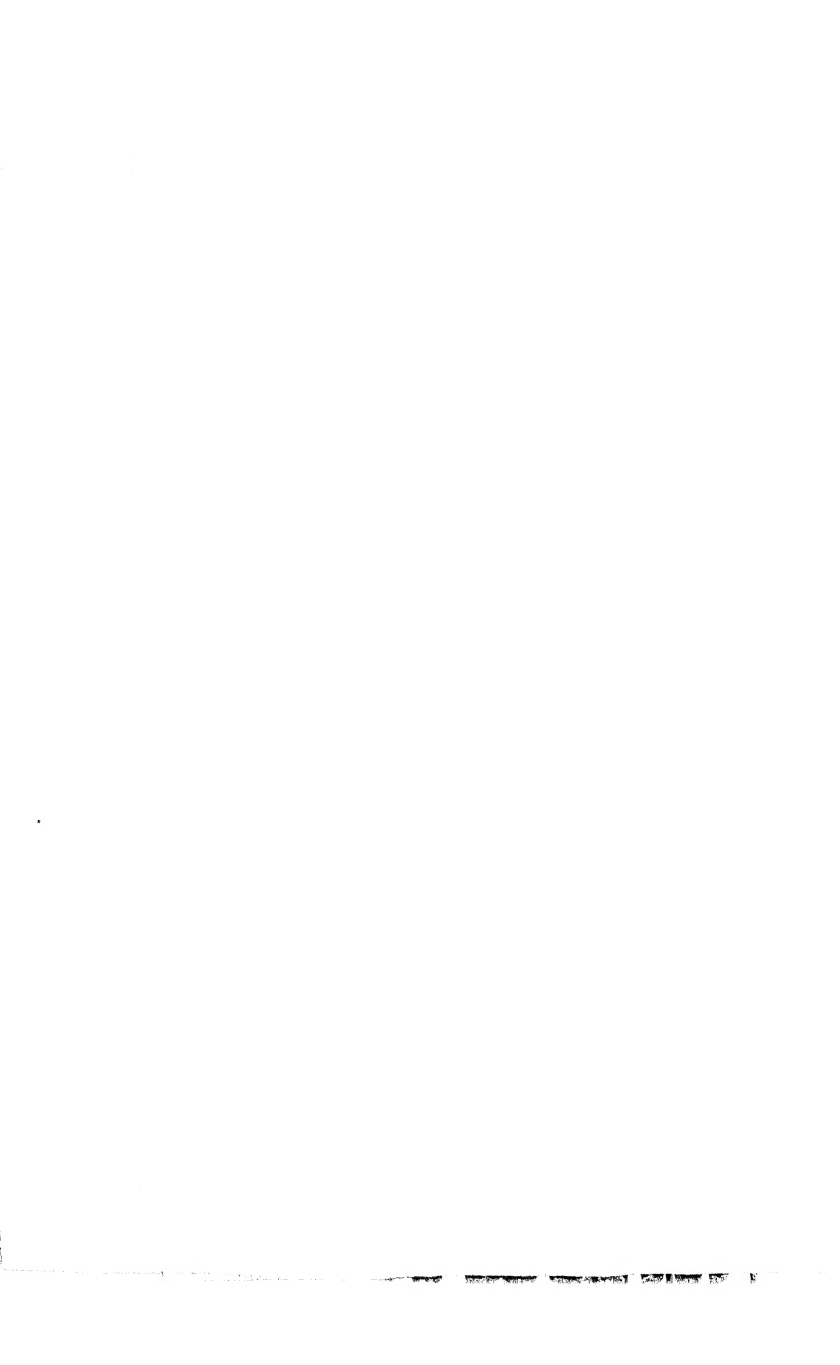
চরিত্র

পুরুষ

ঔরঙ্গজেব	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
মোবারক	...	...	ঐ মনসবদার।
বখ্‌ত খাঁ সরফরাজ খাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি।
বনাসী	...	...	ঐ খোজা।
রাজসিংহ	...	...	উদয়পুরের রাণা।
করমসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
মাণিকলাল	...	...	দস্যু (পরে রাণার সামন্ত)।
অনন্ত মিশ্র	...	...	রূপনগরের রাজপুরোহিত।
ভজনরাম	...	...	ঐ ঐ ভৃত্য।

রাজপুতসৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ, মুসলমানসৈন্যগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী

যোধপুরী	...	...	সম্রাটের বেগম।
উদিপুরী	...	...	ঐ
জেবউন্নিসা	...	...	সাহাজাদী (ঔরঙ্গজেবের কন্যা)
দরিয়া	...	...	মোবারকের স্ত্রী।
দেবী	...	...	যোধপুরী বেগমের পরিচারিকা।
চঞ্চলকুমারী	...	...	রূপনগরের রাজকন্যা।
নির্ম্মলকুমারী	...	...	ঐ ঐ সখী।
ব্রাহ্মণী	...	...	অনন্ত মিশ্রের স্ত্রী।

পানওয়ালী, বসন্তী, প্রহরিণী, সখিগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

রাজসিংহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—দরিয়ার বাটীর সম্মুখ

মবারক ও দরিয়া

দরিয়া। কি, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির করতে যাচ্ছ না কি?

মবা। তুই কে?

দরিয়া। সেই দরিয়া।

মবা। দুষমন্! সয়তানী! তুই এখানে কেন?

দরি। জান না, আমি সংবাদ বেচি! রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হবে?

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরি। শাজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবা। শাজাদী কি রাজপুত্রী নয়?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করবো।

দরি। তবে আমি হল্লা করি?

জেব। কিসে ?

দরি। আমার সঙ্গে সাদী হয়েছে।

জেব। নিকাল হিঁয়াসে।

দরি। তুর্কীস্থানের মোল্লা গাওয়া সব জীবিত আছে, না হয়, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠান।

জেব। আমার হুকুমে তারা শূলে যাবে।

দরি। (স্বগত) যাবনী তা পারে। (প্রকাশ্যে) শাহাজাদী! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচতে এসেছি, আমার সে সব কথায় কাজ কি ?

জেব। কি খবর বল্।

দরি। দুটো খবর আছে, একটা এই মবারক খাঁ সম্বন্ধে,—আজ্ঞা না পেলে বল্‌তে সাহস হয় না।

জেব। বল্।

দরি। ইনি আজ এসে চকে গণেশ জ্যোতিষীর কাছে আপনার কিস্‌মত গোণাতে গেছলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বল্লে ?

দরি। শাজাদী বিবাহ কর, তা হলে তোমার তরক্কি হবে।

জেব। মিছে কথা, মন্‌সবদার কখন্ জ্যোতিষীর কাছে গেল ?

দরি। এখানে আসবার আগেই।

জেব। কে এখানে এসেছিল ?

দরি। মন্‌সবদার মবারক আলি খাঁ সাহেব।

জেব। তুই কেমন ক'রে জানলি ?

দরি। আমি আসতে দেখেছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাকে শূলে দিই।

দরি। বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।

জেব। আনলে জল্লাদের হাতে তোর জিব কাটিয়ে ফেলবো। তোর দোস্‌রা খবর কি বল্‌?

দরি। দোস্‌রা খবর রূপনগরের। এই সহরের এক তস্‌বীরওয়ালার মা রূপনগরের রাজার বাড়ী তস্‌বীর বেচতে গিয়েছিল। রূপনগরের রাজকুমারী বড় খুপসুরত। সে কতকগুলো হিন্দুবীরের তস্‌বীর নিলে, শেষে সাহানশাহ বাদশা দিল্লীশ্বর আলমগীরের নিলে —কিন্তু তার পর যা ঘটেছে, তা বলতে বাঁদী বড় ভয় পাচ্ছে।

জেব। কি বল্‌।

দরি। রাজকুমারী সেই তস্‌বীর সামনে রেখে আগে সব বাঁদীকে বল্লে, এই তস্‌বীর বাঁ পা'য় লাথি মেরে ভেঙ্গে দে। বাঁদীরা এগুলো না, শেষে কুমারীজী নিজের বাঁ পায়ে দেবে বাদশাহী তস্‌বীর ভেঙ্গেছে ; এই খবর এখন আমার বেয়াদবি মাফ হয়।

জেব। বাঁদী! তোর মরবার ইচ্ছা হয়েছে?

দরি। হজরতের হুকুম মোতাবেক যে জরুরী খবর পৌঁছায়, সাঁচ্চা কথা বলে, বাঁদীর এই তস্‌বীর।

জেব। কেমন ক'রে জানলি?

দরি। যে বুড়ী রূপনগরওয়ালীকে তস্বীর বেচতে গিয়েছিল, তার ছেলের কাছে শুনেছি যে, বাদশা আলমগীরের তস্বীর কিনে তার উপর বাঁয়ে কদম্‌সে সাত লাথ মেরেছে; আমার বহিন্ আর আমি যে বাড়ীতে আতরের কারবার করি, বুড়িয়ার ছেলে খিজির শেখ সেই বাড়ীতেই থাকে।

জেব। ভাল, কিছু বক্‌সিস্ পাবি।

দরি। পরওয়ানা—

জেব। একটা গান গা না। তুই শরাব খাস্? না, খাস্ নে। গরীব আদমী, মগজ বিগড় যাগি। গান গা,—বখ্‌সিস্ পাবি।

(দরিয়ার গীত)

যমুনারি জলে ডারো কুসুমক হার।
বিফল বিফল সখি কেশক শিঙ্গার।
বিফলে ভামিনী, জাগল যামিনী,
বিফল মধুপান গজবরগামিনী;
কামিনী কামনা বিফল তুহার।
নাগর নটবর না আওল আর।

জেব। বাঃ!—তুই মবারকের কাছে কখনও গান গেয়েছিলি?

দরি। আমার গান শুনেই তিনি আমাকে সাদী করেছিলেন।

জেব। তুম্ জাহান্নমে যা।

(পুষ্পনিক্ষেপ)

জেব। চোখে জল কেন? চোট লেগেছে,—এই আশরফী নে, যা—
আর আসিস্‌নে।

দরি। (স্বগত) আসবো না? আবার আসবো, আবার জ্বালাব, আবার মার খাব, আবার টাকা নেব, তোমার সর্ব্বনাশ করব। (প্রকাশ্যে) তস্‌লিম্‌।

[প্রস্থান।

জেব। (গীত)

মধু যামিনী জাগি জাগি আজি করব গরবে খেলা।
বসন্ত-পবন অশান্ত যৌবন দুরন্ত মদন-মেলা॥
মোহিত পরশন ঘন অঙ্গে অঙ্গে,
চকিত চাহনি ক্ষণ ক্ষণ রঙ্গে,
অনঙ্গ-মোহে তরঙ্গে দোঁহে সুরঙ্গে ভাসাব ভেলা।
ছিটাওয়ে গুলাব আতর তাজি,
পিয়ালা পিয়ালা পিয়াব সিরাজি,
নলকে ঝলকে দল-দল দোলাব গোলাবকি মালা॥

পিপীলিকার পালক উঠেছে, ভূঁইয়ার মেয়ে মরবার সাধ করেছে। উদীপুরীকে দিয়ে এই খবর বাদশার কাণে তুলতে হবে, খৃষ্টানী বাহানা করুক যে, রূপনগরওয়ালীন এসে ওর তামাকু সাজবে; এখনই তার মহালে যেতে হচ্ছে, রাত বাড়ছে, এর পর বেশী মদ খেলে একেবারে বেচইন হয়ে পড়বে, কোন কথা হবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপনগর—চঞ্চলকুমারীর কক্ষ

চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারী

চঞ্চল। আচ্ছা নির্ম্মল, কা'ল এই যে ছবিগুলি আমি বুড়ীর কাছে কিনেছি, এর মধ্যে কাকেও তোমার বিবাহ করতে ইচ্ছা করে?

নি। যাকে আমার বিবাহ করতে ইচ্ছা করে, তার চিত্র ত তুমি পা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছ।

চ। ঔরঙ্গজেবকে?

নি। আশ্চর্য্য হ'লে যে?

চ। নষ্টামীর অবতার যে! অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মায়নি। ভণ্ড, মুসল্‌মান-কুলের কলঙ্ক।

নি। বুনোকে বশ করতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষতুম! আমি এক দিন না এক দিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করব ইচ্ছা আছে।

চ। মুসলমান যে!

নি। আমার হাতে পড়লে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।

চ। তুমি মর।

নি। বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই; কিন্তু ঐ কার একখানা ছবি তুমি পাঁচবার ক'রে দেখছিলে, সেই খবরটা নিয়ে তবে মরবো।

চ। (অন্য ছবির মধ্যে হস্তস্থিত ছবি লুকাইয়া) কোন্ ছবি আবার পাঁচবার ক'রে দেখছিলুম? মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক

দিতে পারলেই কি হয়! কোন্ ছবিখানা পাঁচবার ক'রে দেখছিলুম ?

নি। একখানা তস্‌বীর দেখছিলে, তার আর কলঙ্ক কি ? রাজকুমারি, তুমি রাগ করলে ব'লে আমার কাছে ধরা পড়লে। কার এমন কপাল প্রসন্ন, তস্‌বীরগুলো দেখলে আমি খুঁজে বা'র করতে পারি।

চ। আকব্বর শাহের।

নি। আকব্বরের নামে রাজপুতনীর গায়ে বিষ ছড়ায়; তা তো নয়, দেখি,—(তস্‌বীরগুলি লইয়া) তুমি যেখানি দেখছিলে, সেখানি ছোট, তার উল্টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে—হ্যাঁ, এইখানি।

চ। (ছবি ফেলিয়া) তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জ্বালাতন করতে আরম্ভ করেছিস। তুই দূর হ।

নি। দূর হব না। তা রাজকুমারি, এ বুড়োর ছবিতে দেখবার তুমি এত কি পেয়েছ ?

চ। বুড়ো ! তোর কি চোখ গেছে না কি ?

নি। তা ছবিতে বুড়ো না দেখাক,—লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়েস অনেক হয়েছে, তাঁর দুই পুত্র উপযুক্ত হয়েছে।

চ। ও কি রাজসিংহের ছবি ? তা অত কে জানে সখি ?

নি। কা'ল কিনেছ, আজ কিছু জান না সখি ? তা মানুষটার বয়সও হয়েছে; এমন যে খুব সুপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখছিলে কি ?

চ। গোরী সমঝে ভসম ভার,
পিয়ারী সমঝে কালা।

শচী সমঝে সহস্রলোচন,
বীর সমঝে বীরবালা ॥
গঙ্গা গৰ্জ্জন শম্ভুজটাপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকিফণমে ।
পবন হোয়ত আগুন সখা,
বীর ভজত যুবতী মনমে ॥

নি। এখন তুমি দেখ্‌ছি আপনি মরবার জন্য ফাঁদ পাতলে। রাজসিংহকে ভজলে?—রাজসিংহকে কি কখন পেতে পারবে?

চ। পাবার জন্যে কি ভজে? তুমি কি পাবার জন্যে ঔরঙ্গজেব বাদশাকে ভজেছ?

নি। আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজেছি, যেমন বেরালে ইঁদুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই—তা নয় আমার বেরাল খেলাটা এ জন্মের মত রয়ে গেল; তোমারও কি তাই?

চ। আমারও না হয় সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত রয়ে গেল।

নি। বল কি রাজকুমারি! ছবি দেখে কি এত হয়?

চ। কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি? কি হয়েছে, তাই কি জানি?

নি। তা এখন কি তুমি জানাজানি কানাকানি করবে—না বাগানটায় বেড়াতে যাবে?

চ। তুই আমার জন্যে আজ গোটাকতক ফুল তুলে আন্‌গে; আমি আর নামব না, আমার মাথা ধরেছে।

নি। এখন কত কি ধরবে, মোদ্দাং মাথাই ধরুক, আর পাই-ই ধরুক, বুকে যেন কিছু না ধরে। এইটে সামলে থেকো।

চ। তুই যা!

নি। ছবি দেখেই ঘর থেকে তাড়াচ্ছ, মানুষ দেখলে দেখছি আর দেশে ঠাঁই দেবে না।

চ। ভারি জ্বালালে।

নি। তা ছবিগুলি এইখানে প'ড়ে নষ্ট হয় কেন, দাও না, তুলে রেখে যাই।

চ। ভারি দুষ্ট, এক কীল মারব—দূর হ।

নি। হ্যাঁ, এখন বুক কচ্ছে গুরগুর—তাই আমায় দূর দূর।

[প্রস্থান।

চ। ছবি দেখে প্রাণ পাগল। নির্ম্মল কেন,—গল্পের এই পুরাতন কথা যে শুনবে, সেই হাসবে। তারা ত জানে না, যে দেবমূর্ত্তির ছায়া বাল্যকালে আমার প্রাণে উঁকিঝুঁকি মেরেছে, তা যৌবন সমাগমে হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়েছে, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্যের আধার যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত জড়িত মিলিত একীভূত হয়ে প্রাণের স্থান অধিকার ক'রে বসেছে, সেই ছায়া—সেই মূর্ত্তি আজ আমি চিত্রফলকে প্রতিফলিত দেখেছি। এই মূর্ত্তি আমার রমণী-জীবনের আরাধনার ধন। এ মূর্ত্তি যদি রাজসিংহের হয়, তবে তিনিই আমার প্রণয়-যোগ-সাধনের ইষ্ট-দেবতা। হে বীর! আমি হৃদয়-কাননের প্রীতি-কুসুম দিয়ে তোমার পূজা করবো, তুমি তা গ্রহণ ক'রো। হে রাজপুতকুলশেখর!

চঞ্চলকুমারী আজ থেকে তোমার দাসী হ'ল, তুমি ভিন্ন তার চঞ্চল হৃদয় আর কেউ শান্ত করতে পার্বে না। পার্ব্বতী-লতাটিকে যদি কেউ চম্পকবৃক্ষে তুলে দেয়, তা হ'লে সে সুকুমার তরুকে তাপিত ক'রে ধূলায় লুটিয়ে প'ড়ে শুকিয়ে যাবে; ক্রোশ-ব্যাপী ছায়াদায়ী দেবোপম বটবৃক্ষই ইহার অবলম্বন। ছি ছি, নির্ম্মল এ চিত্র সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখতে চাচ্ছিল কেন?—চঞ্চলের বক্ষ কি এত অপকৃষ্ট স্থান!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ

ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা

ঔর। কি লিখলে, পড়।

জেব। জাঁহাপনা, শুনতে মর্জ্জি হয়; (পত্র পাঠ) "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাও সাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন—

ঔ। হা হা! (হাস্য) পড়—পড়।

জেব। "অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন—

ঔ। ওয়াঃ! ওয়াঃ!

জেব। "রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন, শীঘ্র রাজসৈন্য যাইয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া আসিবে।"

ঔ। ওয়াঃ—ওয়াঃ—এইবার ঠিক লেখা হয়েছে; জেব, তোমার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তুমি যথার্থ আমার কন্যা বটে; আচ্ছা, এ পত্র রূপনগরের রাজা পেয়ে কি করবে তোমার মনে হয়?

জেব। জাঁহাপনা, যখন যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুতগণ মোগল বাদশাহকে কন্যাদান করা গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন, তখন দুনিয়ার বাদশা শাহানশা আলমগীর এক জন সামান্য ভূঁইয়ার কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছেন, বিক্রমসিং এ সংবাদ পেলে, তার আর আনন্দের সীমা থাকবে না।

ঔ। তাদের রাজার মেয়ে দিল্লীশ্বরী হ'তে আসছে,—এ কথা শুনলে বোধ হয় রূপনগরের প্রজারাও মহোৎসব কত্তে থাকবে! হা হা হা! তুমি কড়া পরওয়ানা পাঠাতে বলছিলে, তাতে কি মজা হ'ত? জেব! রাজনীতির প্রথম সূত্র হচ্ছে—কাকেও বিশ্বাস করবে না; দ্বিতীয় সূত্র—কোন কাজ সোজাপথে করবে না; কেবল চক্রান্ত—চক্রান্ত—চক্রান্ত! সাধারণ লোকের ভাষায় যা মিথ্যা বা কুটিলতা, আমাদের ভাষায় তা রাজনৈতিক চক্রান্ত! সুন্দরীর বড় অহঙ্কার, না? আমার তস্বীরে পা ছোঁয়ায়! কোন্ খোজা হাজির?

(বনাসী খোজার প্রবেশ)

বনা। জাঁহাপনা—

ঔ। এই ইয়াদ্‌দস্ত লে যাও, খাস মুন্সীকে বল যে, এই দেখে ভাল ক'রে মজমুন ক'রে এক রুবকারী লিখে ফওরন রূপনগরে পাঠায়, বারো জন উটের সওয়ার তৈয়ারী হয়।

[তস্‌লীম করিয়া বনাসীর প্রস্থান

ঔ। জেব! বেগম উদীপুরীকে বলো যে, একটা নতুন পান্নার ছিলিম প্রস্তুত করিয়ে রাখে, জায়গীরদারের মেয়ের হাতের তামাক পুরানো কলকেয় মিষ্ট লাগ্‌বে না।

জেব। হুজুরের যেমন অনুমতি।

[প্রস্থান

ঔ। সয়তানী! কার তস্‌বীরে লাথি মেরেছিলে? আমার তামাক সাজা ত সম্মানের কাজ, রংমহালের বাঁদীদের খিজমতে তোমায় বাহাল করবো, খোজাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য ভিন্ন অন্য আহার্য্য তোমার প্রাপ্য হবে না। দাম্ভিকা ললনা, জান না, কাফের নাম লোপ কর্‌তে ঔরঙ্গজেবের জন্ম। প্রপিতামহ আকব্বর শা এই কাফের হিন্দুদের প্রশ্রয় দিয়ে যে দুষ্কর্ম্ম ক'রে গেছেন, ঔরঙ্গজেব হ'তে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রূপনগর—প্রাসাদ-কক্ষ

চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারী

নি। এখন উপায় ?

চ। উপায় যাই হোক, আমি মোগলের দাসী কখনই হব না।

নি। তোমার অমত, তা তো জানি। আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার সাধ্য কি যে অন্যথা করেন। উপায় নেই সখি, সুতরাং তোমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে; আর স্বীকার করা তো সৌভাগ্যের বিষয়; যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশা, ওমরাহ, নবাবসুবা যা বল, পৃথিবীতে এত বড়লোক কে আছে যে, তার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসতে কামনা করে না; পৃথিবীশ্বরী হ'তে তোমার এত অসাধ কেন ?

চ। তুই এখান থেকে বেরো।

নি। আচ্ছা, আমি যেন উঠে গেলুম, কিন্তু যাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছি, তাঁর হিত তো খুঁজতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হবে, তা কি একবার ভেবেছ ?

চ। ভেবেছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকবে না, রূপনগর গড়ের একখানা পাথরও থাকবে না,—তা ভেবেছি। আমি পিতৃহত্যা করবো না, বাদশার ফৌজ এলেই আমি তাদের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করব, এ স্থির করেছি।

নি। আমিও সেই পরামর্শ দিচ্ছিলুম।

চ। তুই কি মনে করিস্ যে, আমি দিল্লী গিয়ে মুসলমানদের শয্যায় শয়ন করব? হংসী কি বকের সেবা করে?

নি। তবে কি কর্‌বে?

চ। (অঙ্গুরী দেখাইয়া) দিল্লীর পথে বিষ খাব।

নি। আর কি কোন উপায় নেই?

চ। আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমার উদ্ধার ক'রে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌বে? রাজপুতানার কুলাঙ্গাররা সকলেই মোগলের দাস, আর কি সংগ্রাম আছে—না, প্রতাপ আছে!

নি। কি বল রাজকুমারি, সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাক্‌তেন, তবে তাঁরাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ কর্‌বেন কেন? প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই—রাজসিংহ ত আছেন। কিন্তু রাজসিংহই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করবেন কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চ। সে কি? বাহুতে বল থাক্‌লে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করেনি? আমি তাই ভাবছিলুম নির্ম্মল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম-প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ নেব। তিনি কি আমায় রক্ষা কর্‌বেন না? দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখে তোমার কি মনে হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি এঁর শরণ নি, ইনি কি রক্ষা কর্‌বেন না?

নি। রাজকুমারি! যে বীর তোমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর্‌বেন, তাঁকে তুমি কি দেবে?

চ। কি দেব সখি! আমার কি আর দেবার আছে? আমি যে অবলা।

নি। তোমার তুমিই আছ।

চ। দূর হ।

নি। তা রাজার ঘরে এমন হয়ে আসছে, তুমি যদি রুক্মিণী হ'তে পার, যদুপতি এসে অবশ্য উদ্ধার করতে পারেন।

চ। তাঁকে পাব, আমি এমন কি ভাগ্যি করেছি? আমি বিকুতে চাইলে তিনি কি কিনবেন?

নি। সে কথার বিচারক তিনি, আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনেছি বল আছে, তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে কেউ না জানতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁর কাছে পাঠান যায় না?

চ। তুমি একবার মিশ্রঠাকুরকে ডাকতে পাঠাও, আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁকে সব বুঝিয়ে ব'লে আমার কাছে এনো, সকল কথা বলতে আমার লজ্জা করবে।

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

স। রাজকুমারি, এক জন মতিওয়ালী মতি বেচতে এসেছে।

চ। এখন আমার মতি কেনবার সময় নয়, ফিরিয়ে দাও।

স। আমরা ফেরাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরলে না। বোধ হ'ল যেন তার কি বিশেষ দরকার আছে।

[সখীর প্রস্থান।

চ। আচ্ছা, নিয়ে এস।

নি। ছবিওয়ালী ত এক কাণ্ড বাধিয়ে গেছে, এখন মতিওয়ালী আবার কি নিয়ে আসছে !

(সখীর সহিত মতিওয়ালীবেশে দেবীর প্রবেশ)

দেবী। দেখুন দেখি রাজকুমারি, কেমন মতি এনেছি, কেমন বড় বড় বে-দাগী-নিটোল—গোল।

চ। এ যে ঝুটো মতি ! এই ঝুটো মতি দেখাবার জন্যে তুমি এত জেদ কচ্ছিলে ?

দেবী। না। ঝুটো মতি, সাঁচ্চা মতি চেনাতেই আমাকে এক জন জহুরী আপনার কাছে পাঠিয়েছে, আমার আরও দেখাবার জিনিষ আছে, কিন্তু আপনি একটু খুসিদা না হ'লে তা দেখাতে পারি নে।

চ। আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব না, এক জন সখী থাকবে। নির্ম্মল থাক, তুমি বাইরে যাও।

[সখীর প্রস্থান।

দেবী। এই দেখুন দেখি, চিনতে পারেন ?

(পাঞ্জা প্রদর্শন)

চ। এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পেলে ?

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়েছেন।

চ। তুমি তাঁর কে ?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী !

চ। কেনই বা এ পাঞ্জা নিয়ে এখানে এসেছ ?

দেবী। যে জহুরীর কথা বলছিলুম, তিনি আর কেউ নন—যোধপুরী বেগম। আপনাকে তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন, দিল্লী থেকে মতির হার বেচতে আপনার পিতার কাছে দূত আসছে, কিন্তু সে ঝুটো মতির মালা আপনি কখনই নেবেন না। বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করবেন, তবু সে মালা গলায় পরবেন না। যদি সাঁচ্চা মতির মালা চান, তা হ'লে তা উদয়পুরে আছে, সে মালা পরলে শুধু আপনার কণ্ঠ নয়, আপনাদের কুলও উজ্জ্বল হবে ; আবার সে মালার গুণে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না, একটু যত্ন করলেই সে হার আপনি উপহার পাবেন। দিল্লীর মহাজন মনে করেছে, আপনাকে ঝুটো মতির লোভ দেখিয়ে তাঁর মাতাল খৃষ্টানী বিবিটার তামাকু সাজিয়ে নেবে। আপনিও যখন উদয়পুরের সাঁচ্চা মতির হার পরবেন, তখন প্রতিজ্ঞা করবেন যে, সেই মাতালনী আপনার তামাকু সাজবে আর মহাজনের বোন আপনার পাখা করবে। আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত)

চ। যেও না—যেও না, এখনও তোমায় পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

দেবী। আপনি রাজরাজেশ্বরী হোন।

[প্রস্থান।

চ। পুরস্কার নিলে না, এর অর্থ কি ?

নি। যোধপুরী বেগমের নিষেধ হবে।

চ। নির্ম্মল, ওকে ডাক—ডাক, পাঞ্জাখানা ফেলে গেছে।

নি। ফেলে যায়নি, বোধ হ'ল যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক রেখে গেছে।

চ। আমি এ নিয়ে কি করব?

নি। এখন রাখ, কোন না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরত দিতে পারবে। এখন মতিওয়ালার হেঁয়ালীর অর্থ কি বুঝতে পেরেছ—না, নির্ম্মলকে টীকা করতে হবে?

চ। আমরাও যে পরামর্শ করছিলুম, বেগম তাই-ই ব'লে পাঠিয়েছেন। বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়ল। আমরা দু'জনে যে পরামর্শ করছিলুম, তা ঘটবে কি না ঘটবে, কিছুই বুঝতে পারছিলুম না, এখন সাহস হয়েছে, রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

নি। সে ত অনেক কাল জানি। (হাস্য)

চ। তুই হাসবি কেন? (ক্রীড়াচ্ছলে প্রহারের ভাণ)

নি। তুমি আমায় মারবে কেন? আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

চ। রমণী হয়ে উপযাচিকা হব? যদি ঘৃণা ক'রে উপেক্ষা করেন; না না, যাঁর অমন সৌম্যমূর্ত্তি, তিনি কি আশ্রয়-ভিখারিণীর প্রাণে ব্যথা দিতে পারেন? আর যদি আমার অদৃষ্টদোষে নিতান্তই অভাগিনীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তা হ'লে যমের শরণাপন্ন হ'তে ত আর আমায় কেউ নিষেধ করতে পারবে না! কালের দূত যাতে আমায় ত্বরিতে নিয়ে যায়, তার উপায় ত আমার নিজের হাতে আছে। স্বয়ং কমলা, রুক্মিণী দেবীও শিশুপালের কবল

হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ত গোপনে ভগবান্ যদুপতির কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। আমারও এ দূত পাঠানয় তা হ'লে দোষ কি ?

(অনন্ত মিশ্রের সহিত নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

অন। মা লক্ষ্মি, আমাকে স্মরণ করেছ কেন ?

চ। আমাকে বাঁচাবার জন্য,—আর কেউ নেই যে আমাকে বাঁচায়।

অ। নির্ম্মলের কাছে সব শুনলুম ; বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরুত বুড়োকেই দ্বারকায় যেতে হবে! তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না ? পথ-খরচা জুটলেই আমি উদয়পুর যাত্রা করব।

চ। এই নিন। (অর্থ প্রদান)

অ। এতো নিয়ে কি করব মা ? এই পাঁচটি নিলুম—পথে অন্নই খেতে হবে, আশরফি কি খেতে পারব মা ? একটা কথা বলি, পারবে কি ?

চ। আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বল্লে, আমি এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার হবার জন্য তাও পারি ; কি আজ্ঞা করুন।

অ। রাণা রাজসিংহকে একখানা পত্র লিখে দিতে পারবে ?

চ। আমি বালিকা—পুরস্ত্রী, তাঁর কাছে অপরিচিতা, কি প্রকারে পত্র লিখি ? (চিন্তা করিয়া) কিন্তু আমি তাঁর কাছে যে ভিক্ষা চাচ্ছি, তাতে লজ্জারই বা স্থান কই ! লিখবো।

অ। আমি লিখিয়ে দেব,—না আপনি লিখবে ?

চ। আপনি ব'লে দিন।

নি। না তা হবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়, এতে মেয়েলী মন চাই। আমরা পত্র লিখব, আপনি প্রস্তুত হয়ে আসুন।

[অনন্ত মিশ্রের প্রস্থান।

নি। আর দাঁড়িয়ে কেন? এস পত্রখানা লিখে দাও।

চ। তোর পায়ে পড়ি ভাই, তুই লেখ—আমার বড় লজ্জা করে।

নি। আহা! পরের পরশ সইতে নারে লজ্জাবতী লতা।
আর—আইবুড়ো ঝি পালায় হেসে শুনলে বিয়ের কথা॥
বর বাছবে নির্ম্মল, ভাট ঠিক করবে নির্ম্মল, প্রেমের পাঠ লিখবে নির্ম্মল, তার পর বাসর-ঘরে যাবার সময় নির্ম্মলের উপর বরাত হবে না কি?

চ। ইচ্ছা হয় ত তাই যাস্।

নি। দেখি—দেখি, বুকে হাত দিয়ে দেখি, প্রাণটা কোথায় রেখে বলছ।

চ। দেখ্, গলা টিপে ধরবো—

নি। ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস শীঘ্র আয়, রাজকুমারীকে বেঁধে ফেল, প্রেমের বাতাস লেগে পাগল হয়েছে, খুন চেপেছে।

[প্রস্থান।

চ। দূর পোড়াকপালী! চেঁচাস্ নে—চেঁচাস্ নে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মিশ্রজীর বাটীর দালান

অনন্ত মিশ্র

অ। ভজনরাম—ভজনরাম—

নেপথ্যে। মহারাজ!

অ। একবার এই দিকে এস। শীঘ্র সমস্ত আয়োজন ক'রে তার পর ব্রাহ্মণীর নিকট বিদায় লব। তা না হ'লে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রবোধ দিয়ে সম্মত ক'রে তার পর প্রস্তুত হ'তে গেলে বিস্তর বিলম্ব হয়ে পড়বে। ব্রাহ্মণীকে বিশেষ কথা কিছুই বলা হবে না। অঙ্গনাদের উদরে গুহ্যকথা জীর্ণ হয় না; রাজকুমারীর গোপন দৌত্যের কথা যদি ব্রাহ্মণীকে বলি, তা হ'লে তপনদেব অস্তমিত হ'তে না হ'তে সমস্ত প্রদেশে কথাটি রাষ্ট হয়ে পড়বে, সেটা ভো আমার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন, তদ্ভিন্ন সমূহ বিপদ্ আনয়ন করতে পারে। বলি, ভো ভো ভজনরাম, অলমতিবিলম্বেন, ইহাগচ্ছ।

(ভজনরামের প্রবেশ)

আমি আহ্বান করছি, শ্রবণ করনি কি?

ভজ। শুনেছিলুম ত মহারাজ। অনেকক্ষণ ত জবাব দিয়েছি।

অ। উত্তর ত দিয়েছ, আগমন কচ্ছিলে না কি কারণ?

ভজ। আজ্ঞে, তাই ভাবছিলুম।

অন। ভাবছিলে কি? ভাবনা চিন্তা এখন পরিত্যাগ কর। আমি কিছুদিনের জন্য প্রবাসে যাব। তোমায় আমার সমভিব্যাহারী হ'তে হবে। শীঘ্র প্রস্তুত হও। নিরুত্তর রইলে যে?

ভজ। আজ্ঞে, তাই ভাবছি।

অন। আবার ভাবনা! কি ভাবনা? তুমি যেতে সম্মত নও?

ভজ। আজ্ঞে ঠাকুরজী, যাব না কেন? চলুন কোথায় যাবেন!

অন। যেতে হবে বহু দূর, বিষম পথ, পাৰ্ব্বত্য প্রদেশ; চিন্তা নাই, তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে, আমিও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করব। আপাততঃ পর্য্যটনের উপযোগী দ্রব্যাদি শীঘ্র প্রস্তুত ক'রে লও। যাও, বিলম্ব করো না, কাষ্ঠপুত্তলিকার প্রায় লম্বভাবে দণ্ডায়মান রইলে কেন? ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্য কর। কিসের প্রতীক্ষা কচ্ছ, আমার আদেশ কি প্রণিধান করতে পাচ্ছ না?

ভজ। আজ্ঞে, বুঝব না কেন. বিদেশ যাবেন ত, তার উদ্‌যুগ স্বযুগ ক'রে নিতে হবে?

অন। হাঁ তা কর। পাৰ্ব্বতীয় প্রদেশে বিলক্ষণ হিমপাত অবশ্যম্ভাবী, শীতানুভবও কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে হওয়ার সম্ভব; উষ্ণবস্ত্র দু'এক খানা অধিক ক'রে ল'য়ো। তোমার নিজের ব্যবহারের উষ্ণবস্ত্র আছে ত?

ভজ। আজ্ঞে, তাই ভাবছি।

অন। আরে মূঢ়! এর আর ভাবছ কি? তিন চারখণ্ড কম্বল লও; যে, পুঁথিখানি কল্য রাত্রে পাঠ কচ্ছিলুম, সেখানিও লও; পথে

বিশ্রামকালে এক একবার অবসর মত দেখা যাবে। আমার চন্দন কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ড লও, আমার ভোজনের জন্য একখানা থালি লও, পর্য্যটনকালে পিপাসিত হ'লে কূপ হ'তে জলোত্তোলন ভিন্ন আর উপায় নাই, লোটা রজ্জু লও; আর আমার ছত্র যষ্টি প্রভৃতি পথের যা যা আবশ্যক, এমন সব দ্রব্য লও; বিশেষ গুরু-ভার এমন দ্রব্য লইও না, এখনই যাত্রা করব, শীঘ্র প্রস্তুত হও।

ভজ। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ভেবেনি।

অন। আরে ভাববে কি? যা বল্লুম স্মরণ নাই?

ভজ। আজ্ঞে, মনে কেন থাকবে না, কম্বল দু'তিনটা, চন্দন কাঠ, পাথর, আপনার ছাতা লাঠী, পুথি, থালি, লোটা; এই ত?

অন। হাঁ, প্রস্তুত হও,—আবার বিলম্ব করে।

ভজ। আজ্ঞে না, ভাবছি।

অন। আরে মুর্খ, পথে গমন করতে করতে প্রতি কার্য্যে এইরূপ ভাবলে ত আমায় উন্মাদগ্রস্ত করবে দেখছি।

ভজ। আজ্ঞে, তা না, মা-জী একটা আংরাখা আমায় সেলাই করতে দিয়েছিলেন, দু'দিন হ'লে সেটা হয়ে যায়; আজ্ঞে, সেটা সেরে যাব কি না ভাবছি।

অ। কি বিভ্রাট, তোর মস্তিষ্কে কোন ব্যাধি আছে না কি? আমি যাত্রা করতে প্রস্তুত, দক্ষিণপদ অগ্রসর করেছি একপ্রকার, আর বলে কি না আঙ্গরাখা প্রস্তুত ক'রে দু'দিন পরে গেলে হয় না; যাও শীঘ্র যাও, আর ভাবতে হবে না।

ভজ। (স্বগত) আমায় ভাবতে দিচ্ছেন না, এর পর সব গোলমাল হয়ে যাবে, মুস্কিলে পড়বো দেখছি, তখন বকুনি খেতে হবে।

[প্রস্থান।

অন। ভৃত্যটি কর্ম্মশীল, শ্রমশীল, বিশ্বাসীও বটে; কিন্তু এমন গোময়-পরিপূর্ণ মস্তক কুত্রাপি আমি দেখি নাই, কেবলই বলে ভাবছি। অন্ন প্রস্তুত ক'রে সম্মুখে দিয়ে ভোজন করতে বললে, অন্নপানে নিরীক্ষণ ক'রে থাকে, বলে ভাবছি; উপবেশন করতে বললে, বলে ভাবছি।

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রা। কি আবার ভজরামের সঙ্গে গোলমাল হচ্ছিল? সে ত বাড়ীর ভিতর গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

অন। হাহা, আর কিছু নয়, এই অল্পদিনের জন্য একবার পর্য্যটনে যেতে হবে, এখনই যাত্রা করবো, ভজন সমভিব্যাহারে যাবে, তাই তাকে বস্ত্রাদি লয়ে প্রস্তুত হ'তে বলেছি মাত্র। এত ব্যাখ্যা ক'রে বল্লুম, তাতেও তার বোধগম্য হ'ল না, আবার দুই হস্ত কপালে দিয়ে চিন্তা করতে বসেছে?

ব্রা। ঐ ত ওর রোগ, অভাগীর পুত কেবল ভাবছে, কি যে ভাবে তার ঠিকানা নাই। সে যাক, তুমি আবার এখন কোথায় যাবে?

অন। কোথাও নয়—এই বহু দূর—না না—দূর নয়—এই নিকটেই—নিকটও অধিক নয়—কিঞ্চিৎ দূর—না, না, দূর নয়—এই দূর নিকটের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

ব্রা। সে কি, কবে আসবে ?

অন। শীঘ্রই, সে স্থানে গমন, দুই চারি দিন অপেক্ষা, তার পর প্রত্যা-গমন—বিলম্ব হবে না।

ব্রা। বিলম্ব হবে না কি রকম ? এই ত প্রায় পাঁচ সাত দিনের খবর দিলে।

অন। হাঁ, পাঁচ সাত একুনে দ্বাদশ, তাতে তিন যোগ করলে এক পক্ষ পূর্ণ হয়, বাধা বিপত্তির জন্য আরও দুই চারি দিন ধ'রে রাখা ভাল, তা হ'লে পক্ষান্তে ছয় দিবস—এইরূপ—

ব্রা। হায় কপাল, হায় কপাল, আমি অতদিন কেমন ক'রে একলা থাকবো গো ? ওগো, তুমি কেমন নিষ্ঠুর গো, আমায় একলা ফেলে কেমন ক'রে যাবে গো ? ওগো, আমি অবলা কুলের বালা, আমায় এমনি ক'রে জ্বালা দিলে তোমার ভাল হবে না গো, আমি যে কখনও একলা থাকিনে।

(ক্রন্দন)

অ। ভো, ভো, ব্রাহ্মণি, স্থিরা ভব ! মা কুরু রোদনম্—মা করু রোদনম্। অশ্রুজল সংবরণ কর ! তোমায় রোরুদ্যমানা দেখলে ব্রাহ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

ব্রা। কি বিশেষ কাজে তুমি আমায় ফেলে যাবে গো, তোমার কি কাজ তা আমায় খুলে বলতে নেই গা ?

অ। সে অতি বিশেষ কার্য্য—গোপন কার্য্য রাজনৈতিক গুহ্য প্রয়োজন।

ব্রা। তবে আমি তোমায় কখনও ছেড়ে দেব না গো, আমায় ফেলে

গোপন কাজ করতে আমি তোমায় প্রাণ ধ'রে যেতে দিতে পারব না গো।

অ। না না, ব্রাহ্মণি, এতে কোন উৎকণ্ঠার কারণ নাই।

ব্রা। ওগো, উৎকণ্ঠা কি গো, শুনেই যে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে এল! ওগো, রাজরাজড়ার কাজে বড় হ্যাঙ্গাম যে গো; ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় ফেলে যেও না, আমি তোমায় না দেখলে এক দণ্ডও প্রাণে বাঁচব না গো, তোমার এই শরীর —পথে চলতে কষ্ট হবে, কোথায় খাবে, কে তোমার খাবার সময় দেখবে, কোথা বসবে, কোথা শোবে, ওগো, পথে কত ডাকাতের ভয়, তারা যদি তোমার গায়ে হাত দেয়, তুমি কাহিল মানুষ,—একেবারে মারা পড়বে; ওগো, আমার যে আর কেউ নাই, তোমায় আমি কখনও ছেড়ে দিতে পারব না—কড়ি পেলেও নয়, চাঁদী পেলেও নয়, মোহর পেলেও নয়, রাজার রাজ্যি পেলেও তোমায় আমি যেতে দেব না; তুমি পথে কষ্ট পাবে, সে কথা মনে হ'লে কি আর আমি এক দণ্ডও বাঁচব? নিষ্ঠুর হয়ে যদি আমায় ফেলে যাও, তা হ'লে এখনি তোমার সামনে গলায় ছুরি দেব।

অ। ব্রাহ্মণি! কোথায় যাচ্চি শ্রবণ করবে? উদয়পুরের রাণার নিকট, বড় শুভ প্রয়োজন। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাণাকে আশীর্ব্বাদ করলে আমার কিঞ্চিৎ বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হবার বিশেষ সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন উপস্থিত বিদায়েও বিলক্ষণ লাভের আশা আছে।

ব্রা। এঁ্যা, বৃত্তি পাবে, বৃত্তি বরাদ্দ হবে? রাণার কাছে উপস্থিতও কিছু পাওয়া যাবে? ওগো, তাই পাও—তাই পাও, তোমার

ভাল হ'লেই আমার ভাল : তবে কি যাবে ? তবে আর কি বলব বল, বেশ সাবধানে যেও, সাবধানে থেকো, যা পাও দেখে শুনে খেও, যেখানে পাও একটু ভাল ক'রে শুয়ো, তোমার বালিস না হ'লে ঘুম হয় না, একটা পাথর-টাথর যা পাও টেনে নিয়ে মাথায় দিও, আসবার সময় আরও সাবধানে এসো, সঙ্গে ধন কড়ি থাকবে।

(ভজনরামের প্রবেশ)

ব্রা। কি ভজনরাম, সমস্ত প্রস্তুত ?

ভজ। বলছি—দাঁড়ান।

অন। বলি, সমগ্র সামগ্রী লয়েছ ত ?

ভজ। এই একটু ভাবছি, তার পর বলছি।

অ। বলি কম্বল লয়েছ ?

ভজ। আজ্ঞে, সেটা কি আপনি বলেছিলেন ?

অ। কি গ্রহ ! তুমি কি লয়েছ, লোটা দড়ি লয়েছ ?

ভজ। আজ্ঞে দড়ি ত নিয়েছি, লোটার কথা মনে পড়ল না।

অ। তবে কি কি লয়েছ বল ? এমন মূর্খ বর্ব্বর লয়েও বিব্রত হয়েছি ?

ভজ। আজ্ঞে, মাঠাকুরুণের আংরাখাটা নিয়েছি, পথেই সেলাই করব, আর শিল নোড়া নিয়েছি।

অ। শিলাখণ্ডের কি প্রয়োজন ? দেবালয়ে অতিথি হওয়া ভিন্ন পথে কি রন্ধনাদির উপায় আছে।

ভজ। আজ্ঞে, সেখানেও ত তা'হলে শিল নোড়া চাই ?

অ। দেবালয়ে প্রসাদী অন্নভোগাদি ভোজন করবো, সমস্তই পাওয়া যাবে, তারা কি তোমার শীলাখণ্ডের অপেক্ষায় আছে? ও রেখে যাও, আর কি লয়েছ?

ভজ। আপনার চান করবার চৌকি লিয়েছি, ঐটো বাঁশ ঠিক ক'রে রেখেছি, আর আমার চন্ননা পাখীটা আর খাটিয়াখানা দরোজার কাছে আছে, লিয়ে লেব এখন।

ব্রা। আরে অভাগীর পুত, ও সব নিলি কেন?

ভজ। তা ভাবলুম, তাই ত—ভাবতে ভাবতে ঐগুলিই মনে এল। ঠাকুরজী কি নিতে বল্‌লেন, তা ত মনে পড়চে না—একটা কিছু নেওয়া ত চাই। আপনি চন্ননা পাখী নিতে বলেননি?

অ। আরে বর্ব্বর, আমি চন্দনকাষ্ঠ নিতে বলেছিলেম, ব্রাহ্মণ—পথে স্নানাদির পর চন্দন লেপন করতে হবে, তাই ওগুলো সঙ্গে থাকা ভাল।

ব্রা। ওগো তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি সব উয্যুগ ক'রে বেঁধে দিচ্ছি। ওগো তুমি যত দিন না আসবে—আমি একবেলা আটা, এক বেলা চানা খেয়ে ম'রে প'ড়ে থাকবো গো, বাখিক যা পাবে, আমার হাতে দিও গো। চল, বাড়ীর ভিতর চল। আমি সব কাপড় চোপড় গুছিয়ে দিইগে। উপস্থিত বিদায়ে যদি কিছু হীরে, মতি, সোনা দেয়, তা ছেড় না—হাত পেতে নিও; পথে বেচো না, আমায় এনে দিও—আমি তাই ভেবে ভেবে কতকটা তোমার শোক ভুলব গো। ওগো, আমার স্বোয়ামী আমার জন্য টাকা আনতে যাচ্ছে, আমি বড় সতী তাই ছেড়ে দিচ্ছি, কে

আর এমন পারে? ওগো, তুমি আমায় ভুল না—আমায় ভুল না! টাকা ভুলো না—টাকা ভুলো না—টাকা ভুলো না। বাড়ীর ভিতর এস, কাপড় চোপড় সাজিয়ে দিই গে চল। হায়, হায়, কি হ'ল—কি হ'ল, টাকা ভুলো না—টাকা ভুলো না।

অ। এস ভজনরাম, এইবার সমস্ত সতর্ক হয়ে বন্ধন ক'রে লয়ে এস।

ভজ। আজ্ঞে যাচ্ছি।

ব্রা। আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয়।

ভজ। এঁ্যা—যেতে হবে,—তাই ভাবছি।

[সকলের প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর অন্তঃপুর

জেব-উন্নিসা ও মবারক

জেব। সব ঠিক বল্‌বে?

মবা। আজ্ঞা কর্‌লেই বল্‌বো।

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করেছ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকৃতেম, তখন করেছিলেম।

জেব। তাই অনুগ্রহ ক'রে আমাকে নেকা কর্‌তে চেয়েছিলে?

মবা। আমি অনেক দিন হ'ল ওকে তাল্লাক দিয়ে পরিত্যাগ করেছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করেছ ?

মবা। সে পাগল ; অবশ্য তা আপনি বুঝে থাক্‌বেন।

জেব। পাগল ব'লে ত আমার কখনও বোধ হয়নি !

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়, কাজের সময় আমিও তাকে কখন পাগল দেখিনি, কিন্তু অন্য সময়ে সে পাগল, আপনি তাকে খামকা কোন দিন আনিয়ে দেখবেন।

জেব। তুমি তাকে পাঠিয়ে দিতে পারবে ? ব'লো যে, আমার কিছু ভাল সুর্মার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রাতে এখান হ'তে দূরদেশে কিছু দিনের জন্য যাব।

জেব। দূরদেশে যাবে ? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছু বলনি ?

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাবে ?

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় আছে, সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করবার অভিপ্রায় শাহানশাহের মর্জ্জি মবারকে হয়েছে। কাল তাঁকে আনবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাবে, আমাকে ফৌজের সঙ্গে যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

জেব। কি ভিক্ষা প্রাণাধিক ?

মবা। ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব। ওঃ, সেই পুরান কথা ; বাদশাজাদীরা কখন বিবাহ করে ?

মবা। হজরতের কনিষ্ঠা ভগ্নীগণ ত বিবাহ করেছেন।

জেব। তাঁরা শাহজাদা বিবাহ করেছেন, বাদ্‌শাজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করেন না। বাদ্‌শাজাদী কি ৮'শতী মন্‌সবদারকে বিবাহ করতে পারে?

মবা। আপনি মালেকে মুলুক, আপনি বাদশাকে যা বলবেন, তিনি তাই করবেন, এ সব লোকে জানে।

জেব। যা অনুচিত, তা'তে আমি বাদশাকে অনুরোধ করবো না।

মবা। আর এই কি উচিত শাহজাদী?

জেব। কি উচিত?

মবা। এই মহাপাপ!

জেব। কে মহাপাপ করছে?

মবা। বুঝছেন না?

জেব। যদি এ পাপ ব'লে বোধ হয়, আর এস না।

মবা। আমার যদি সে সাধ্য থাকত, তবে আমি আর আসতুম না, কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।

জেব। যদি বিক্রীত—যদি তুমি আমার কেনা—তবে আমি যা বলি, তাই কর। চুপ ক'রে থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হতেম, না হয় চুপ ক'রে থাকতেম, কিন্তু আমি হজরতকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেব। (উচ্চ হাস্য) বাদশাজাদীর পাপ!

মবা। পাপ পুণ্য আল্লার হুকুম।

জেব। আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করেছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে—না, রাজপুতের মেয়ে

যে এক স্বামী নিয়ে, চিরকাল দাসীত্ব ক'রে শেষে আগুনে পুড়ে মরবো ? আল্লা যদি আমার জন্য এই বিধি করতেন, তা হ'লে আমাকে কখনও বাদশাজাদী করতেন না।

মবা। (স্বগত) এই হুরীনিন্দিত রূপরাশি কি এমন কদর্য্য হৃদয়ের আবরণ ! এই পাপ প্রাণের কাছে আমি প্রণয়ের ভিখারী ! কি করি, রূপ—রূপ, ভুবনভুলানো রূপ আমায় পাগল করেছে।

জেব। ও কথা যাক্, অন্য কথা আছে ; ও কথা যেন আর কখনও না শুনি, শুনি যদি—

মবা। আমাকে ভয় দেখাবার কি প্রয়োজন ? আমি জানি, আপনি যার উপর অপ্রসন্ন হবেন, এক দণ্ড তার কাঁধে মাথা থাকবে না, কিন্ত এও বোধ হয় সকলে জানে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই ?

মবা। আছে—বেহেস্তের হুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ !

জেব। বার বার অসঙ্গত কথা বললে তাই ঘটতে পারে। দেখ, তুমি গোসা করো না, তোমার গোসায় আমার বড় দুঃখ হবে ; তুমি আমার প্রাণাধিক, তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙের উপর এসে ব'স, এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলব ; জানি না, রূপনগরীর পিতা তাঁকে ছেড়ে দেবে কি না, ছেড়ে না দেয় তবে কেড়ে নিয়ে আসবে।

মবা। এরূপ আদেশ ত' আমরা বাদশাহের নিকট পাই নাই।

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশা মনে করলে। যদি বাদশার এরূপ অভিপ্রায় না হবে—তবে ফৌজ যাচ্ছে কেন ?

মবা। পথের বিঘ্ননিবারণের জন্য।

জেব। আলমগীর বাদশার ফৌজ যে কাজে যাবে, সে কাজে তারা নিষ্ফল হবে? তোমরা যে প্রকারে পার রূপনগরীকে নিয়ে আসবে, বাদশা যদি তা'তে না-খোস্ হন—আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে আপনার এরূপ অভিপ্রায় কেন হচ্ছে জানতে পারলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব। সেই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলেম। এই রূপনগরওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হয়েছে।

মবা। মতলব কি?

জেব। মতলব এই যে, উদীপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনলেম, রূপনগরওয়ালী আরও খুপ্‌সুরৎ। যদি হয়, তবে উদীপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপরে প্রভুত্ব করবে। আমি তাকে আনাচ্ছি জানলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তা দূর হবে। তা তুমি যাচ্ছ ভালই হয়েছে, যদি দেখ যে, সে উদীপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখিনি।

জেব। দেখ ত দেখাতে পারি—এই পরদার আড়ালে লুকুতে হবে।

মবা। ছিঃ!

জেব। দিল্লীতে তোমার মত বানর ক'টা আছে? তা যাক, আমি তোমায় যা বলি শোন, উদীপুরীকে না দেখ আমি তার তসবীর দেখাচ্ছি, কিন্তু রূপনগরীকে দেখো—যদি তাকে উদীপুরী অপেক্ষা সুন্দর

দেখ, তবে তা'কে জানাবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশার বেগম হচ্ছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখতে তেমন নয়—

মবা। যদি দেখি দেখতে ভাল নয়, তবে কি করব ?

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস, তুমি আপনি বিবাহ কোরো। বাদশা যাতে অনুমতি দেন, তা আমি করব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটুও ভালবাসা নেই ?

জেব। বাদশাজাদীদের কি জন্য সৃষ্টি করেছেন ? সুখের জন্য। ভালবাসা দুঃখমাত্র। এস, তোমায় একটু আতর মাখাই। ও সব কথা ছেড়ে দাও; যত দিন জীবন আছে—যৌবন আছে, আমোদ করা যাক।

(গীত)

প্রভাত-পবন প্রাণ আমার এলো-মেলো খেলে ফেরে।
বিভোর আমোদে নাচে নানা ছাঁদে, তারে বাঁধে কে রে॥
বুকে লয়ে কলি করে কোলাকুলি,
নীরে ধীরে ধায় লহরে আকুলি,
নব অঙ্গ-সঙ্গ রঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে বাসনা,—
ফুল বাসি হ'লে হাসি ভুলে ফিরে নাহি হেরে ;—
ফুটন্ত কুসুম-মধু, বঁধু মুখে দে রে॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পার্ব্বত্য পথ

বদ্ধাবস্থায় অনন্ত মিশ্র

অনন্ত। ভজনরাম—ভজনরাম! আর ভজনরাম! কোথায় ভাবতে ব'সে গেছে। যাত্রাকালে ব্রাহ্মণী নিষেধ করলেন, মিনতি করলেন, রোদন করলেন, কিছুতেই কর্ণপাত করলেম না। বালিকার বিমর্ষ-ভাব দেখে আর তার অনুরোধ লঙ্ঘন করতে পারলেম না। ত্বরান্বিত হয়ে যাত্রা করলেম, এক্ষণে তার ফলভোগ করা যাচ্ছে। অবশ্যই অশ্লেষা মঘা দিকশূল কিছু একটা ছিল, না হ'লে ব্রাহ্মণের আজ এরূপ দুর্দ্দশা হবে কেন? দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করলে—বণিক্ ব'লে পরিচয় দিলে—কে জানে যে, তারাই দস্যুতা করবে! কোথায় রাজকুমারীর মুক্তাবলয় লয়ে মহারাণার করে রক্ষা-বন্ধন ক'রে দেব,—না দস্যু কর্ত্তৃক তা অপহরণ! চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাপ ব'লে তাদের কত বোঝালেম; শাস্ত্রাদি হ'তে বচন উদ্ধৃত ক'রে শুনালেম, নারায়ণের দিব্য দিলেম, ব্রহ্মস্ব হরণ করলে যেরূপ নরকে যেতে হয়, তার বর্ণনা করলেম; পাষণ্ডরা কিছুতেই কর্ণপাত করলে না। কণ্ঠদেশ করকবলিত ক'রে বস্ত্রাদি পথের সম্বল সর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করলে! ঘোর কলি—ঘোর কলি! নিরাপদে থাকবে ব'লে বলয়টি কচ্ছদেশে বন্ধন ক'রে রেখে-ছিলেম, ধূর্ত্তরা সেই গোপন স্থান হ'তে কচ্ছ মুক্ত ক'রে সেই

মহামূল্য বলয় লয়ে গেল। আর তার পর এই দুর্দ্দশা দেখ। ব্রাহ্মণকে বন্ধন। কত কাল যে এরূপ অবস্থায় থাকতে হবে, তার আর নির্ণয় নাই!

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। কি এ, কে তুমি? তোমায় কারা বেঁধে রেখে গেল?

অন। আমি ব্রাহ্মণ বাপু, আমার যথেষ্ট হয়েছে বাপু, তুমি আর এর উপর কিছু করো না।

রাজ। বলি, তোমায় বাঁধলে কে?

অন। এই তোমরাই বাবা।

রাজ। আমরাই! তুমি কি আমাকে চেন?

অন। বিশেষ আলাপ পরিচয় নেই, তথাচ আপনি যে ঐ দলের—তা অস্ত্রশস্ত্র দেখেই বুঝেছি।

রাজ। কোন্ দলের—দল কিসের?

অন। দল আর কিসের বাবা, তোমাদেরই দল। শাস্ত্রে তাদের দস্যুই বলে, কিন্তু দেখ্‌ছি মহারাণা রাজসিংহের রাজত্বে তাদের নাম বণিক্।

রাজ। রাজসিংহের রাজত্বে দস্যুকে বণিক্ বলে, এ কথা আপনাকে কে বললে?

অন। আর কে বলবে বাবা,—স্বচক্ষে দেখ্‌লুম।

রাজ। আপনি—

অন। আর আপনি মশাই কেন? তুমিও কি বাবা, আমার উপর কিছু বাণিজ্য করবার চেষ্টায় আছ? তা আর কিছু নেই, এই পরিধেয়

বস্ত্র মাত্র, আর আপাততঃ বন্ধনরজ্জুর কাজ করছে এই উত্তরীয়-খানি। যা কিছু ছিল, তোমার দলস্তরা নিয়ে গেছে; বিস্তর অধিক যাচ্ছে, আর কারও উপর বাণিজ্যের চেষ্টা কর।

রাজ। আপনার ভ্রম হচ্ছে, আমি দস্যু নই।

জন। দস্যু কেন ? বণিক্ !

রাজ। আমি দস্যুও নই—বণিক্‌ও নই—এই পর্ব্বতে মৃগয়া করতে এসেছিলুম।

জন। ও বাবা; বণিক্ নয়—মৃগয়া! বণিক্ কেবল ধনসম্পত্তি তৈজসপত্র নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, আপনার শুনছি মৃগয়া। তা বাবা, ব্রাহ্মণকে মৃগয়া ক'রে কি হবে ? একে বৃদ্ধ—তায় হবিষ্যাশী, আমার মাংস ত উপাদেয় হবে না।

রাজ। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণ দেখছি আমাকে দস্যুই নিশ্চিত করেছে। যারা এর প্রতি অত্যাচার করেছিল, তারা বণিক ব'লে পরিচয় দিয়েছিল, এখন দেখছি, কাকেও বিশ্বাস করতে চায় না। (প্রকাশ্যে) ব্রাহ্মণ! আপনি কেন অবিশ্বাস করছেন ? আপনাকে যখন বন্ধন করে, আমি পর্ব্বতের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলুম, ঘুরে নেবে আসতে আসতে দস্যুরা পালিয়েছে। তারা কোন্ দিকে গেল বলুন, আমি এখনি অনুসন্ধান করব।

জন। কর্ত্তব্য, তা না হ'লে আপনার অংশ পাবেন না; তারা চার জনেই সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্য বণ্টন ক'রে নেবে।

রাজ। কি, তারা চার জন ছিল ?

অন। হ্যাঁ, তুমি ত দেখ্ছি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তারা ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব।

রাজ। (স্বগত) কি গ্রহ! (প্রকাশ্যে) তোমার কাছে কি কি নিয়েছে তারা?

অন। আমায় মৃগয়া না কর ত বাপু, সঠিক বলি।

রাজ। (উচ্চৈঃস্বরে) শীঘ্র বল, অল্প কথায় বল, নৈলে তাদের ধৃত করা কঠিন হবে। আপনি দেখে বুঝতে পারছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।

অন। বাপু, আকৃতিতে অতি মহাশয় বলেই বোধ হচ্চে, কিন্তু কলিকাল— মনুষ্যকে চেনা ভার।

রাজ। কি কি নে গেছে বলুন?

অন। একগাছি মুক্তার বালা, পাঁচটি আসরফি, দুইখানি পত্র, আর বস্ত্রাদি নিয়ে ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, তাকে কেউ অপহরণ করেনি, আপনার চার সহোদর যখন আমার উপর বাণিজ্য করছিলেন, তখন সে ভৃত্যটি আপনা-আপনি অপহৃত হয়ে গেছে।

রাজ। আপনার বন্ধন খুলতে পারছেন না?

অন। কি ক'রে খুলবো? দুর্ভাগ্যক্রমে গোজাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ না ক'রে মনুষ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি, দন্তের সাহায্যে রজ্জু ছেদন করতে পাচ্ছি নে, তবে ব্রাহ্মণ মুখের ফুৎকারে অগ্ন্যুৎপাত ক'রে ভস্ম করতে পারি বটে, কিন্তু যদ্রূপ পাত্রাধার তৈল—তৈলাধার পাত্র, তদ্রূপ আমার গাত্রাধার রজ্জু রজ্জ্বাধার গাত্র হয়ে পড়েছে, ফুৎকার দিয়ে বন্ধন ভস্ম করলে সেই সঙ্গে হস্তপদাদি ভস্ম হয়ে যেতে

পারে, এই আশঙ্কায় কিছু না করতে পেরে ভববন্ধনমোচন মধুসূদনের শরণাপন্ন হয়েছি।

রাজ। মধুসূদন আপনার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছেন; আসুন, আমি আপনার বন্ধনমোচন ক'রে দিই।

(মোচন উদ্যত)

অন। দেখো বাবা, আমার উপর মৃগয়া করো না।

রাজ। বাতুল না কি! (বন্ধন মোচন) আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি আপনার অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার ক'রে এনে দেব, নিশ্চয়ই নিকটে দস্যুদের কোন গুপ্তস্থান আছে। আমার লোক-জন এই পর্ব্বতেই আছে, তার পরে আপনি যেথায় যেতে চান, তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

অন। আর দ্রব্যেও কাজ নেই—লোকজনেও কাজ নেই, মুক্তি পেলেম এই যথেষ্ট। এ স্থানই দস্যুপরিপূর্ণ, কেহ বণিক্—কেহ সৈনিক—কেহ মৃগয়ার্থী। পর্ব্বতপথে অনন্ত মিশ্র আর কাকেও প্রত্যয় কচ্চেন না। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই চার জনের নিকট হ'তে আপনার প্রাপ্য গ্রহণ করতে গেল,—তারা এরই দলস্থ। অংশে বঞ্চিত হ'লেই প্রত্যাগমন ক'রে আমার উপর পীড়ন করবে বা একেবারে মৃগয়া আরম্ভ করবে। আর যদি সৈনিকই হয়—তা আমার সৈনিকেই বা আবশ্যক কি? চঞ্চলকুমারীর পত্র দস্যুরা এতক্ষণ অগ্নিসাৎ করেছে, কার্য্য ত কিছুই হবে না, গৃহে ব্রাহ্মণী

উৎকণ্ঠিতা আছেন. নারায়ণ স্মরণ ক'রে তাঁর নিকটেই যাওয়া শ্রেয়ঃ। নারায়ণ—নারায়ণ! ও বাবা, আবার তলোয়ার তলোয়ার বেঁধে আসছে কে? একটু লুক্কায়িত হয়ে থাকি. চ'লে যাক আবার বেরুব। (লুক্কায়িত)

(দুই জন রাজপুতের প্রবেশ)

১ম। কই, কোথায় মহারাণা? তাঁর অশ্ব ঐ ঝরণার ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তিনি কোথায় গেলেন?

২য়। বিজয়ের শূন্যপৃষ্ঠ দেখেই ত আমার আরও সন্দেহ হচ্ছে. যদিও মহারাণার শাসনে এ পর্ব্বত আগেকার হ'তে নিরাপদ হয়েছে বটে. কিন্তু একেবারে যে দস্যুশূন্য হয়েছে, তা কে বলতে পারে। যদি একাকী পেয়ে কেউ তাঁর উপর অত্যাচার ক'রে থাকে?

১ম। মহারাণা এক শত জনের বিপক্ষে একা আত্মরক্ষা করতে পারেন. সে ভয় নেই, তবে তাঁর একাকী এ সব স্থানে যাওয়াটা আমাদের কাছে ভাল ব'লে মনে হয় না।

২য়। তাঁকে কে নিষেধ করবে বল? সামান্য বেশে একা সকল স্থানের অবস্থা দেখে বেড়ানই তাঁর আনন্দ। আর ঐ গুণেই প্রজারা তাঁকে অত ভালবাসে।

১ম। আর আমরা তাঁর মস্তকের একগাছি কেশ রক্ষার জন্য শরীরের সমস্ত রক্ত দিতে প্রস্তুত। আবার এইখানে একটি লোক বসেছিল না, উপর থেকে দেখতে পেলেম—তাকে জিজ্ঞাসা করলে সন্ধান পেতুম।

২য়। হ্যাঁ, ছিল বটে, কোথায় গেল? দেখ তো—কি নড়ে না, এই যে, কে তুমি? লুকুলে কেন?

অন। আমি বাপু—আমি বাপু ব্রাহ্মণ। চার জন নিয়ে গেছে, এক জন ছেড়ে দিয়ে গেছে, আমায় কিছু বলো না।

১ম। তুমি কে?

অন। তোমরা কে বাবা? বণিক্—না, মৃগয়া?

১ম। আমরা সৈনিক, দেখতে পাচ্ছ না?

অন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাও ত বটে, আমার একটু বিস্মরণ হয়েছিল। তা আমার কাছে ত আর কিছু নেই, সেই জন্যে তোমাদের এক জন আমায় ছেড়ে দিয়ে গেছে।

২য়। কে ছেড়ে দিয়েছে? আর এক জনকে তুমি দেখেছ? তিনি কোন্ দিকে গেলেন তুমি দেখেছ?

অন। বাবা, তিনি আপনার খবর নিতে গেছেন। কোন্ দিকে গেছেন কি ক'রে জানবো? এ পর্বতের ভিতর ত দিগ্‌বিদিক নেই, শুধু ঊর্দ্ধ আর অধঃ।

১ম। কোন্ দিকে গেছেন, আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে। এস ঠাকুর, আমাদের সঙ্গে এস।

অন। এই গো, এইবার ধৃত ক'রে নে যায় গো।

২য়। এদিক্ ওদিক্ দেখছ কি? চল।

অন। মধুসূদন! রক্ষা কর।

১ম। ভয় পাচ্ছ কেন? তবে তোমার কিছু মন্দ অভিসন্ধি আছে।

অন। ও মধুসূদন! ও মধুসূদন! ও ব্রাহ্মণি, ও ব্রাহ্মণি!

(দ্রুত পলায়ন)

২য়। ধর্ ধর্ ধর্। [প্রস্থান।

(বর্শাহস্তে অগ্রে মাণিকলাল ও পশ্চাৎ
রাণা রাজসিংহের প্রবেশ)

মাণি। মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, নইলে এই বর্শায় বিদ্ধ কর্‌ব।

রাজ। তুমি যদি আমায় বর্শা মারতে পারতে, তা হ'লে আমি উহা বামহস্তে ধরতুম, কিন্তু তুমি মারতে পারবে না, ; এই দেখ।

(পিস্তলের আঘাত, মাণিকলালের বর্শাপতন,
চুল ধৃত করিয়া রাণার অসি উত্তোলন)

মাণি। মহারাজাধিরাজ! আমার জীবন দান করুন, রক্ষা করুন, আমি শরণাগত।

রাজ। (কেশত্যাগ) তুই মরতে এত ভীত কেন?

মাণি। আমি মরতে ভীত নই, কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে, সে মাতৃহীনা—তার আর কেউ নেই—কেবল আমি! আমি প্রাতে তাকে আহার করিয়ে বেরিয়েছি—আবার সন্ধ্যাকালে গিয়ে আহার্য্য দিব, তবে সে খাবে। আমি তাকে রেখে মরতে পারছি না; আমি মরলে সে মরবে। আমাকে মারতে হয়, আগে তাকে মারুন; মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করে শপথ করছি, আর কখনও দস্যুতা

করবো না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করবো। আর যদি জীবন থাকে, এক দিন না এক দিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হ'তে উপকার হবে।

রাজ। তুমি আমাকে চেন ?

মাণি। মহারাণা রাজসিংহকে কে না চেনে ?

রাজ। আমি তোমার জীবন দান করলেম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করেছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হব।

মাণি। মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রতি লঘু দণ্ডের বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি নিচ্ছি। (শিলাখণ্ডের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া কর্ত্তন) মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।

রাজ। ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?

মাণি। এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতের কলঙ্ক।

রাজ। মাণিকলাল! তুমি আজ হ'তে আমার কার্য্যে নিযুক্ত হ'লে। এক্ষণে অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হ'লে। তোমার কন্যা লয়ে উদয়পুরে যাও, তোমাকে ভূমি দেব—বাস করো।

মাণি। ব্রাহ্মণের যা নিয়েছি, তা শ্রীচরণে অর্পণ করছি। পত্র দুইখানি আপনার জন্য; দাস যে উহা পাঠ করেছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

রাজ। (পত্র দেখিতে দেখিতে) রূপনগরের রাজা বিক্রমসিংহ কি লিখেছেন। (পাঠ) ওঃ, তা যাক্, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই হবে।

তার পর এ পত্র,—এ কি স্ত্রীলোকের লেখা,—কার স্বাক্ষর ? "রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী"—রাজকুমারী আমায় কি পত্র লিখেছেন ? হুঁ—হুঁ—"যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন—তিনি আমার গুরুদেব—" আহা হা, ব্রাহ্মণ বড় কষ্ট পেয়েছেন। হুঁ—হুঁ, "আমার দুরদৃষ্টক্রমে দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।" দুরদৃষ্টক্রমে—সে কি! এখনও এমন রাজপুতকন্যা আছে না কি ? তার পর—"হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে তুর্কী বন্দরের আজ্ঞাকারিণী হইব—এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।" ধন্য—ধন্য রূপনগরবালা! আর ধিক্—ধিক্, যোধপুর—অম্বর! "কিন্তু তথাপি এ অষ্টাদশবর্ষ বয়সে এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়, কিন্তু কে এ জীবন এ বিপদে রক্ষা করিবে, পিতার এমন কি সাধ্য যে, আলমগীরের সহিত বিবাদ করেন—আর সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর, কেবল আপনিই রাজপুতকুলের একা প্রদীপ, কেবল আপনিই স্বাধীন, আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?"

মাণি। (স্বগত) না করেন ত মাণিকলাল এমন রাজপুতের চাকরী করে না।

রাজ। (পত্রপাঠ) "দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করা সহজ নয় জানি—"

মাণি। (স্বগত) দেবদ্বি নারদ মেহেরবানী করুন, লেগে যাক, মাণিকলাল একবার হাতের সুখটা ক'রে নিক।

রাজ (পত্রপাঠ) "সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর জাতি রক্ষা করা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?"

মাণি (স্বগত) রাজার মেয়েটি খুব জবর নির্ঘাত নিশানা বোল ঝাড়ছে, লেগে যাবে আর কি!

রাজ (স্বগত) এ কি, হাতের লেখাটা যেন আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে যে; লেখা অন্যের যে — "মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে—"

মাণি (স্বগত) এই আসল কথা আসছে—লজ্জার কথা—এবার ঠিক লেগে যাবে

রাজ (পত্রপাঠ) "পণ করিয়াছি, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হ'তে রক্ষা করবেন, তিনি যদি রাজপুত হ'ন—আর যদি আমায় যথাশাস্ত্র বিবাহ করেন, তবে আমি তাঁর দাসী হইব।"

মাণি (স্বগত) এই যে, গা-টা কেঁপে উঠল গো, অন্তরটিপুনী পড়েছে কি না! এই বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন শত্রুর রক্ত মাখতে হয়; এবার মহারাণা আটচোখে পড়ছেন, পলক আর পড়ে না! সেই সুভদ্রা রুক্মিণীর নজীরগুলো চলছে না কি?

রাজ (পত্রপাঠ) "রাখীর বন্ধন পাঠাইলাম"—"আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে"—"যদি দিল্লী যেতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব—"

মাণি (স্বগত) বালাই—বালাই! রাজসিংহ থাকতে—তার উপর মাণিকলাল তাঁর কারপরদাজ—

রাজ (স্বগত) গুরুতর কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থিত—আবার কুরুক্ষেত্র, না,

দ্বিতীয় হলদীঘাট ! শরণাগতকে রক্ষা—অবলার সতীত্ব রক্ষা—রাজপুত বালিকার কুলধর্ম্ম রক্ষা—ফলাফল দৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই—অধিকার নেই—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য ! (প্রকাশ্যে) মাণিকলাল ! তুমি ছাড়া আর পত্রের কথা কে জানে ?

মাণি। যারা জানত, মহারাজ তাদের গুহামধ্যে বধ ক'রে এসেছেন !

রাজ। উত্তম, তুমি গৃহে যাও ; উদয়পুরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো : এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করো না। এই লও, তোমার কন্যাকে দিও। (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মাণি। মহারাজ ! দান নয়, আজ আমি আপনার এই প্রথম বেতন গ্রহণ করলুম। স্পর্দ্ধা করচিনি—কিন্তু দেখবেন, মাণিকলাল নিমকের মূল্য জানে কি না, ভগবান্ আমার সহায়। প্রণাম।

[প্রস্থান।

রাজ। পত্রবাহক ব্রাহ্মণ বড় কষ্টই পেয়েছেন। ওহোঃ, তাঁকে যে আমি এইখানে বসিয়ে রেখে গিছলুম, কৈ এখানে ত নেই, কোথায় গেলেন ?

(সৈনিকগণের প্রবেশ)

সৈ। জয় মহারাণাকী জয় ! এই যে—এই যে—

রাজ। এই যে ! তোমরা কি নিকটেই ছিলে ? এক জন ব্রাহ্মণকে দেখেছ ?

১ম। আজ্ঞা আমি দেখেছি, আপনাকে না দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে সন্ধান জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু সে বামুন কি বললে বুঝতে পারলুম

না। ভয় পেয়ে দৌড় দিলে, আমি আর ভ্রমর সিং পেছু পেছু ছুটেছিলুম, কিন্তু বনের মধ্যে কোথায় গেল, দেখতে পেলুম না।

২য়। মহারাণা! বেলা অধিক হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন কি?

রাজ। প্রিয়জনবর্গ। আজ অধিক বেলা হয়েছে, তোমাদের সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা পেয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরে যেতে হবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটেছে!

সৈ-গ। হর—হর—বোম্—বোম্—

রাজ। শোন, এ যুদ্ধে রাজ্যাধিকার নাই—নগর-লুণ্ঠন নাই—অর্থাগম নাই, এ যুদ্ধে আমি তোমাদিগকে পার্থিব পুরস্কারের কোনও রূপ প্রলোভন দেখাতে প্রস্তুত নই; বরং রৌদ্রতাপে পার্ব্বত্য পথে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভ্রমণ—হৃদয়ের রক্ত-মোক্ষণ—প্রাণ-বিসর্জ্জনের অধিক সম্ভাবনা। এ যুদ্ধের প্রয়োজন কর্ত্তব্যপালন,—মনুষ্যধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম—রাজধর্ম্মরক্ষা। শুদ্ধ যার লড়াইয়ে সাধ থাকে—কর্ত্তব্যপালনে সাধ থাকে—আমার সঙ্গে প্রাণ দিতে যার সাধ থাকে—সেই আমার সঙ্গে এস! আমি এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করব, যার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরে যাও।

সকলে। জয় মহারাণাকী জয়! জয় কালীমায়ীকী জয়!

রাজ। সকলেই প্রস্তুত—চল, হর—হর—হর—

সকলে। হর—হর—হর—।　　　　[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গিরিসঙ্কট প্রবেশপথ

মাণিকলাল

মাণি। রূপনগরে যখন সন্ধান পেলেম না, তখন রাণা অবশ্যই এই দিল্লী যাবার পথে কোন না কোন স্থানে আছেন। তিনি যে লোকজন নিয়ে এ দিকে এসেছেন, তার সন্দেহ নেই, তা না হ'লে আমাদের সে পাহাড় থেকে রূপনগর আসবার পথে অত অশ্বের পদচিহ্ন আর কোথা থেকে হবে? যদি রাজকুমারীর অমন পত্র প'ড়েও তিনি তাঁর উদ্ধারের জন্য না এসে থাকেন, তা হ'লে তিনি রাজপুতই নন, তাঁর চাকরী মাণিকলাল করে না। অনুসন্ধান ক'রে বের করতে পারবো না? তবে আর এত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে দস্যুবৃত্তি ক'রে বেড়ালেম কি জন্য? কেড়ে-বিগড়ে নেবার পক্ষে এই স্থানটি বড় সুবিধাজনক দেখছি! দু'দিকেই পাহাড়—মাঝে পথ অতি সঙ্কীর্ণ, এইখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকার সম্ভব। ডাইনের পাহাড়ে ত নয়ই, যে লম্বা পাঁচীলের মত খাড়া হয়ে উঠেছে, বেরাল উঠাই দায়, তা ঘোড়া শুদ্ধ মানুষ ছুটবে কি

ক'রে? বাঁয়ের পাহাড়টি দেখছি বেশী উঁচুও নয়—চড়াইয়ের পক্ষেও সুগম, নিশ্চয়ই এই পাহাড়ের কোথাও আছেন। ঐ যে, ঐ দিকে একটি রন্ধ্র দেখা যাচ্ছে না, এর ভিতরে কি আছেন, এগিয়ে দেখবো না কি? না বাপু, কাজ নেই, যদি মোগলের চর মনে ক'রে কোন সিয়ানা সেপাই কাঁচ্চা তুই গরম সীসে বোঁ ক'রে আমার মাথার ভিতর সঁধ করিয়ে দেয়, তা হ'লে মাণিকলাল সাত রাজার ধন হয়ে পড়বেন, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইখান থেকেই একটা হাঁক দিয়ে পরখ করা যাক। জয় মহারাণাকী জয়!

(তিন চারি জন সিপাহীর প্রবেশ)

সি। চর—চর—চর—চর—

মাণি। কি নাড়ীজ্ঞান! কি নাড়ীজ্ঞান! আরে থাম—থাম—ব্যস্ত কেন।

১ম সি। তুই কে এখানে? এখনি কেটে ফেলব।

(রাণা রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। মের না—মের না, এ আমাদেরই স্বজন।

সি। অ্যাঁ! সে কি! [সিপাহিগণের প্রস্থান।

রাজ। কি মাণিকলাল! তুমি এখানে কেন এসেছ?

মাণি। প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেখানে যাবে। বিশেষ যখন আপনি এ রকম বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন যদি ভৃত্যও কোন কাজে লাগে, এই ভরসায় এসেছি! মোগল দুই

সহস্র, মহারাজের সঙ্গে এক শো,—আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকবো, আপনি আমার জীবন দান করেছেন, এক দিনেই কি তা ভুলবো ?

রাজ। আমি যে এখানে এসেছি, তুমি কি প্রকারে জানলে ?

মাণি। অশ্বপদচিহ্নের অনুসরণ ক'রে রূপনগর পর্য্যন্ত এসেছিলুম : কিন্তু সেখানে আপনার কোন লোকজনকে না দেখায়, আমার নিশ্চয় বোধ হ'লো যে, দিল্লীর পথে কোথাও না কোথাও মহারাণার থাকা সম্ভব। তার পর এই স্থানটিকে পূর্ব্বসংস্কারবলে দস্যুবৃত্তির উপযুক্ত স্থান মনে ক'রে মহারাণার জয় উচ্চারণ করেছিলুম।

রাজ। মাণিকলাল! তুমি অতি চতুর, রাজাকে অনেক সময় দস্যুতাচরণ করতে হয় বটে।

মাণি। কথার মারপ্যাঁচ মহারাজ, কথার মারপ্যাঁচ। দস্যু—দু' দশটা মারে, রাজা দু'দশ হাজার মারেন, জাঁকজমকে সব পাপ কেটে যায়—তখন সাধুভাষায় বীরত্ব ব'লে সে খুনো-খুনীর গৌরব হয়।

রাজ। মাণিক! তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে এই রকম স্পষ্ট কথা বোলো, স্পষ্টভাষী আমার বড় প্রিয়। যা হোক, 'তুমি এসেছ, ভালই করেছ : আমি তোমার মত সুচতুর লোক এক জন খুঁজছিলুম। আমি যা বলি, পারবে ?

মাণি। মানুষের যা সাধ্য, তা করবো।

রাজ। আমরা একশো যোদ্ধা মাত্র, মোগলরা দু'হাজার. আমরা

যুদ্ধ ক'রে প্রাণত্যাগ করতে পারি, কিন্তু জয়ী হ'তে পারবো না, যুদ্ধ ক'রে রাজকন্যার উদ্ধার করতে পারব না ; রাজকন্যাকে আগে বাঁচিয়ে পরে যুদ্ধ করতে হবে, রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাক্‌লে তিনি আহত হ'তে পারেন, তাঁর রক্ষা প্রথমে চাই।

মাণি। আমি ক্ষুদ্র জীব, সে সঙ্কল্প কি প্রকারে বুঝবো, আমাকে কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন।

রাজ। তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধ'রে কা'ল মোগল-সেনার সঙ্গে থাক্‌তে হবে, রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে।

মাণি। মহারাজের জয় হোক, আমি কার্য্য সিদ্ধ করবো, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে একটি ঘোড়া বক্‌সিস্ করুন।

রাজ। আমরা একশো যোদ্ধা, একশো ঘোড়া, আর ঘোড়া নেই যে তোমায় দি, অন্য কারও ঘোড়া দিতে পারবো না, আমার ঘোড়া নিতে পার।

মাণি। তা প্রাণ থাকতে নেব না ; আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাজ। কোথা পাব ? যা আছে, তাতে আমাদের কুলায় না, কাকে নিরস্ত্র ক'রে তোমাকে হাতিয়ার দেব ? আমার নিজের অস্ত্র দিতে পারি।

মাণি। তা হ'তে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হোক।

রাজ। এখানে যা প'রে এসেছি, তা ভিন্ন আর পোষাক নেই। আমি কিছুই দেব না।

মাণি। মহারাজ, তবে অনুমতি করুন, আমি যে প্রকারে হোক, এ সকল সংগ্রহ ক'রে নিই।

রাজ। চুরি করবে?

মাণি। (জিভ কাটিয়া) আমি শপথ করেছি যে, আর সে কার্য্য করবো না।

রাজ। তবে কি করবে?

মাণি। বঞ্চনা ক'রে নেব।

রাজ। (হাসিয়া) যুদ্ধকালে সকলেই চোর, সকলেই বঞ্চক, আমিও বাদশার বেগম চুরি করতে এসেছি; চোরের মত লুকিয়ে আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ কর।

[প্রস্থান।

মাণি। দেখেছ বাবা, কথার মারপ্যাঁচে কত হয়, যেই সাধুভাষায় মহারাণাকে বল্লেম যে, চুরি-টুরি আর কচ্ছি নে, বঞ্চনা করবো, অমনি তিনি হাস্যমুখে আলি হুকুম দিয়ে গেলেন। এ দুনিয়ার ভাল মন্দ খালি কথার উল্টো-পাল্টায় চলছে বাবা! অতি কুৎসিত কাজের কথাও সাধুভাষায় বল্লে তাতে আর দোষ হয় না। মিথ্যা বলা বড় পাপ, সেই জন্য ভদ্র লোকরা আবশ্যক হ'লে যথার্থ কথা গোপন করেন, ছোট লোকে করে চুরি—বড় লোকে করেন হরণ! তা যখন এই মোগল সওয়ারের পোষাক, হাতিয়ার, ঘোড়া আমি চাইলেও পাব না, কেনবারও উপায় নেই, আবার দস্যুবৃত্তি করব না

ব'লে মহারাজের কাছে অঙ্গীকার করেছি, তখন সোজাসুজিতে জুচ্চুরি ক'রে নেওয়া ভিন্ন তো আর উপায় দেখিনে। কিন্তু আমি মহারাণা রাজসিংহের অনুচর হয়ে ইতরের মতন তো জুচ্চুরি করতে পারি নে, সুতরাং কাকেও বঞ্চনা ক'রেই নিতে হবে। বঞ্চনা করি, না, প্রবঞ্চনা করি? না, এখন ছোট-খাট সৈনিক আছি—বঞ্চনাই করি; তার পর সেনাপতি-টেনাপতি হ'লে প্রবঞ্চনা করা যাবে। আপাততঃ ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবারের চেষ্টায় যাওয়া যাক। না—না না, থুড়ি, ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি—কিছু কচুরি-জিলাপীর মৃগয়ায় যাত্রা করা যাক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপনগর—পানওয়ালীর দোকান

পানওয়ালা

(গীত)

খিলি মিঠি মিঠি, বুলি আউর মিঠি,
মিঠি নয়না বাণ।
কেয়া রংদার, কেয়া গুলজার,
লালা—মেরি দোকান।

চূরণ মতিয়াসে বনায়া চুণা,
মসেলা গুলাবী চুণা চূণা,
আত্তর ভরপূর তর্ কর্ দেয় রে জান্॥
চমক্সে জ্বলে রোস্নি রঙ্গিলা,
ঝমক্সে চলে ফুয়ারা গুলেলা,
ঠকম্সে চল্তি-ফির্তি হাম গাতিতি গান ॥

(মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণি। উদর-দেবের পূজা ত এক রকম ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; সাড়ে তিন সের কচুরি, দেড় সের লাড্ডু, তিন সের জল, সব শুদ্ধ আট সের, রাত্রের মতন এক রকম চলবে, তার পর একটু মুখশুদ্ধির প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ ধূমপানেও আপত্তি নেই। তার পর বঞ্চনার উদ্যোগ। বাঃ—বাঃ! এ যে ভারি গুল্জার পানের দোকান; রামটহল বিসুয়া তামুলী নয়, স্বয়ং সশরীরে এক জন সেঁইয়া বেঁইয়া পান সাজতে বসেছেন, শটকাও চলছে, পান তামাক দুই-ই প্রস্তুত, তার উপর মেয়েমানুষ—খুড়ি, রমণী; বঞ্চনার এমন উত্তরসাধক আর জগতে কি আছে! মাণিকলাল, হুঁসিয়ার থাক, চোখ মেলে চেও, তিন কার্য্যই এইখান থেকে সাধন হ'তে পারবে। (দোকানের নিকট যাইয়া) মহারাজিয়া বন্দেগি।

পানও। তুমি বেগানা লোক হয়ে জানানাকে বন্দেগি কচ্ছ? তুমি কেমন বেতমিজ আছ? যাও—হটো হিঁয়াসে!

মাণি। আঃ মরি—আঃ মরি! কি মিঠা সবুবতি বুলি, আহা হা! যখন এই দুটো খাট রকম কড়া কথা শুনেই প্রাণ শীতল হয়ে গেল, তখন মহারাজিয়া, তুমি যখন নথ নেড়ে পুরুষের চৌদ্দপুরুষান্ত কর, তখন বুঝি অমৃতবর্ষণ হ'তে থাকে।

পান। কি কড়া বাত বল্‌লে? যাঁহা মিঠি বাত মিলে, হুঁয়ি যাও। হিঁয়া আয়ো কাহে?

মাণি। দু'খিলি পানের প্রত্যাশায়—আর কি? এই চাঁদী লেও, আমায় খিলি দেও।

পান। চাঁদী উঠায়ে রাখ, গেঁহু সওদা কর, মাহিনা ভোর খোরাকী চলবে। হামার দোকানের খিলি যে সে কমিনাকে বেচি না, যমনা বাইয়ের খিলি মতিকা চূণাসে তৈয়ারী, রাজা উজীর খায়, আমীর ওমরা খায়, রইস্ লোকন্ খায়।

মাণি। ছি যমুনা বাইজী, তুমি এমন চতুরা হয়ে ছদ্মবেশটা বুঝতে পারলে না, আমায় কমিনা ঠাউরে ফেললে। মনে করেছিলুম, খানদানির ব্যাখ্যাটা করব না, কিন্তু তা না হ'লে ত তুমি আমায় খিলি বেচবে না, কাজেই বলতে হ'ল। এই যে শুনেছ, বাদশাহ আকব্বর সার সেনাপতি ছিল মানসিংহ, সেই মানসিংহের পিসতুত ভায়ের খুড়তুত জ্যেঠা টোডরমল, তাকে জানতে ত? সেই টোডরমলের ধাইভাইয়ের মেসোর ভায়রাভাই জগমল হরিণছট্‌ফট্‌, তার ছেলে নাতুজী ভুসুড়ীওয়ালা, ভুসুড়ীওয়ালার বোনাই ছিল ঘড়ঘড় শাস্তারাম, ঘড়ঘড়ের ছেলের ছেলে ধাঁগুড়গুড় পিলে, আমি তার ভগ্নীপতি

রাও রাওয়াঁ মহাভূপ ছক্কড় লক্কড় সিং। বাদশাহ আলমগীরের পিলখানার সর্দ্দার, তোমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে দিল্লী থেকে ফৌজ নিয়ে এসেছি।

পান। তস্‌লিম—তস্‌লিম—! আইয়ে—আইয়ে, হিঁয়া তস্‌রিফ রাখিয়ে। আরে লেউণ্ডি, সোনেদার পান মাঙাও; আউর জলদি জলদি আতর কা ফোয়া লগাও। কেঁও রাওসাহেব, গরীব কা হুঁকা এনায়েৎ করিয়ে গা?

মাণি। মহারাজিয়া আপনি ঘরওয়ালী হ্যায়। আপনার অঙ্গে যা জেওর দেখছি, তা রাজারাজড়ার ঘরে নেই। আপনার নথনীতে যে মতিয়া আর পান্না আছে, ওরই কিম্মত দোহাজার আস্‌রফি হবে।

পান। এনায়েৎ হুজুরকা।

মাণি। ওয়াঃ—ওয়াঃ—আপনার খিলি কি উমদা, কি খুসবু! এক রোজ রংমহলের বানানো ছবিড়ি পান বাদশাহ আমায় মেহেরবাণী করেছিলেন তার খুসবু অনেকটা এই খিলির মতন। মহারাজিয়া, এ খিলি আপনি নিজে বানিয়েছেন?

পান। না, আমি আপনা হাত সে খিলি বনাই না, বড় রং লাগ যায়। এই লেউণ্ডি বনায়। বসন্তি! রাওসাহেবকো আউর পান দেও।

বসন্তী। লিজিয়ে (পান দেওন) মিঠা খিলি।

মাণি। ওয়াঃ—ওয়াঃ, এ লেউণ্ডি কে?

পান। মেরে বাঁদী, ইন্‌কো মা বি মেরে পাশ বাঁদী হ্যায়, ঘরমে কাম করতি।

াণি। লেও লেউণ্ডি, কুচ লাড্ডু খাইও। (মুদ্রা প্রদান)

সন্তী। মহারাজিয়া, এলাচিতো হো চুকি, কস্তুরী বি থোড়াই রহা গিয়া।

ান। যাও, জলদি করো, পশারীকো পাশ্ যাও, এলাচি আউর কস্তুরী মাঙ্গাও।

সন্তী। চাঁদী ?

ান। আরে, মেরি নাম লেও যাকে, ব'লো যমনা বাই মাংতি, বটুক পশারীকো ত জানতি, কোতোয়ালীকো সামনে, যাও।

[বসন্তীর প্রস্থান।

াণি। মহারাজিয়া, তুমি বড় চতুরা, আমি এক জন চতুরা বিবি খুঁজছিলেম। আমার একটি দুষমন্ আছে, তাকে একটু জব্দ করবার ইচ্ছে। তুমি যদি আমায় মদৎ দাও, তবে তোমাকে পাঁচ আস্‌রফি বক্‌সিস্ দেব। আর দিল্লীর দরবারে তোমার পানের কথা জাহির করবো।

ান। জরুর করবো। আপনি যা ফরমাস করবেন, তাই করবো। ফরমাইয়ে।

াণি। আমাদের ফৌজের এক জন মন্‌সবদার, তাকেই একটু জব্দ করতে হবে, তার মনে মনে বড়ই দেমাক্ যে, মেয়েমানুষ তার রূপ দেখলেই পাগল হয়, তাকে ফিকির ক'রে আজ রাত্রে তোমার ঘরে আনতে হবে।

ান। নেহি নেহি রাওসাহেব, আমায় সেটি মনে করবেন না, আমার চালচলন মেজাজ—

মাণি। আহা, তা কি জানি না, অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী সতীর গজমতি রতিপতি তোমার ননদের ভাই এ সে সব কিছু নয়, এ তাকে এনে শুধু একটু রং করতে হবে। সে ঘোড়া থেকে নেমে হাতিয়ার পোষাক-টোষাক ছেড়ে যখন তোমার কাছে স্ফূর্তি করতে বসবে, তখন আমি যেন তোমার খসম্ সেজে এসে দোরে ধাক্কা দেবো।

পান। এ রাওসাহেব, আপনি কেমন কথা বলছেন, বড় সরমের কথা, আপ্ আমার খসম্ হবেন, আদমী সব কি বলবে ?

মাণি। তাতে আর গুণা কি ? এতে বড় রং আছে।

পান। হাঁ হাঁ, রং আমি বড় ভালবাসি রং পেলে আমি কিছু চাই না, আস্রফি বি না।

মাণি। তুমি সেই সময়ে তাকে খাটুলীর নীচে-টীচে লুকুতে বলবে, আর আমি ঘরে ঘুসে তার পোষাক হাতিয়ার ওগারা ছিপায়ে নিয়ে নেব, তার পর দু'জনে বাইরে এসে দোরে জিঞ্জির লাগায়ে দেব। এ দিকে লোকজন সব তামাসা দেখবে ; আর বে-পোষাক হাতিয়ার ডেরাতে পৌঁছিলে সেখানে খুব হাসি হবে।

পান। হাঃ হাঃ হাঃ ! এ বড়া রং ! এ বড়া রং ! আপবি বড়া চতুর, এ রং হামারা বড়া পেয়ারের আছে, আপকা আস্রফি আমি নেবে না, আমি রংসেই বহুৎ খুসী হবে, লেকেন এ ঘরে তামাসা হোবে না, দোকান-কা বদনামী হবে।

মাণি। ভাল, আমি তবে এই কাছাকাছি একটা ঘর ঠিক ক'রে

আসছি, তুমি ঠিক থেকো। বন্দেগি, আমি ফৌরন লৌটে আসছি। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপনগর—চঞ্চলকুমারীর কক্ষ

চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারী

নির্ম্মল। কি হবে সখি ?

চঞ্চল। কিসের কি হবে ?

নি। তুমি ত চললে ? কিন্তু সেই যে ঠাকুরজী উদয়পুরে গিয়েছেন, এখনও ত' তাঁর ফেরবার সময় হয় নি, রাজসিংহের উত্তর আসতে না আসতেই তোমায় নিয়ে চললো ;—কি হবে সখি ?

চ। তার আর উপায় নেই। কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে, দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ। সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করেছি, সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। পিতামাতাকে ভাল ক'রে দেখবো ব'লে, তোমাদের সঙ্গে শেষ খেলা খেলে নেব ব'লে বাবার পায়ে ধ'রে সাত দিনের অবসর চেয়েছিলুম, পিতা মোগলসেনাপতিকে অনুরোধ করায় তিনি পাঁচ দিন রূপনগরে অবস্থিতি করতে স্বক্রাত হয়েছিলেন, আজ পঞ্চম দিন, আমার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করো না ; আমার এই আঠার বৎসর বয়স, রমণীর সহস্র সুখের সাধ

সবে এই হৃদয়ে ফুটে উঠেছিল, কোনটি এখনও পোরে নি, এর মধ্যে আমায় পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে হ'ল! আমি রাজার মেয়ে—লোকে বলে রূপবতী, তাই বিস্তর আশা করে-ছিলুম, মনে মনে অনেক ছবি এঁকেছিলুম, অনেক পুতুল গড়েছিলুম, সোনার সংসার সাজিয়েছিলুম, তার একটিও পূরবে না, সবই উষার স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে! প্রেমের কুসুম তুলে হৃদয়-থাল ভ'রে রেখেছিলুম; হে সতীপতি! কেন অবলাকে তার ইষ্টপূজা করতে দিলে না? ভাল, তোমার যা বাসনা, তাই পূর্ণ হোক। চল নির্ম্মল, মা কাঁদছেন, একবার তাঁকে শেষ প্রণাম ক'রে বিদায় হই।

নি। সখি, আমি তোমার সঙ্গে যাব!

চ। তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে, আমি মরতে যাচ্ছি।

নি। আমিও মরবো, তুমি আমায় ফেলে গেলে কি আমি বাঁচবো?

চ। ছিঃ! অমন কথা বোলো না, আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?

নি। তুমি আমায় নিয়ে যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাব; কেউ রাখতে পারবে না। আমি কি কেবল সুখে থাকবার জন্য তোমার সঙ্গিনী হয়েছিলুম? সত্য সত্যই যদি তুমি দুঃখে পড়, কেন তুমি আমায় দুঃখের ভাগিনী করবে না? সত্যই যদি তোমায় প্রাণবিসর্জ্জন দিতে হয়, আমার এ নশ্বর জীবনকেও কেন তোমার সাথী করবে না? নির্ম্মল কাঁদবে,—

খাবে না,—শোবে না,—রাত-দিন কাঁদবে,—কারুর সঙ্গে কথা কবে না, কোথাও যাবে না,—কাকেও মুখ দেখাবে না, এ জন্মে আর হাসবে না, কেবল দিনরাত চোখের জল ফেলবে, ফেলে ফেলে শেষে মরবে, এইটি কি তোমার ইচ্ছে ?

চ। নির্ম্মল ! ভগবান্ একেবারে সব দুঃখ দেন না, তাই বুঝি তোমার মতন সখী দিয়েছেন।

নি। এখন চল, তোমার বেশবিন্যাস এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

চ। ফুলের মালা পরাও সখি, আমি চিতারোহণে যাচ্ছি !

নি। রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হ'তে যাচ্ছ।

চ। ধিক্—ধিক নয়ন, কার কাছে আর রোদন কচ্ছিস ! কন্যা দিল্লীশ্বরী হবে,—মোগল বাদশাহের অঙ্কশায়িনী হবে, এই আহ্লাদে পিতা আজ উন্মত্ত ! ক্ষুদ্র বালিকার আর্দ্র চক্ষে যে ক্ষুদ্র জলকণা, তা কি আজ তিনি দেখতে পাচ্ছেন ! দারুণ বিধাতা তাঁর নিয়ম পালন কচ্ছেন, লিপি পূরণ করছেন ; অনেক ত কাঁদলি, কে তুই ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র যে, তিনি তোর চোখের জল দেখতে পাবেন !

নি। কেন কাঁদ সখি ? চল, তোমায় আমি ভাল ক'রে অলঙ্কার পরাই।

চ। পরাও—পরাও নির্ম্মল, কুৎসিত হয়ে কেন মরবো ? রাজার মেয়ে আমি—রাজার মেয়ের মতন সুন্দর হয়ে মরবো। সৌন্দর্য্যের মতন কোন্ রাজ্য ! রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায় ? পরা—আমায় ভাল ক'রে সাজিয়ে দে। এই

তোমার দেহ অলঙ্কারে ভ'রে দে। করে, বাহুতে, কণ্ঠে, বক্ষে, থরে থরে কাঞ্চন রতন সাজিয়ে দে; বেণীতে মতির হার ঘিরে দে: মণি-মুক্তার মুকুট এনে আমার মাথায় পরিয়ে দে, রাজার মেয়ে আজ মরতে যাচ্ছে, মরবো—মরবো—দশ দিক্ আলো ক'রে মরবো!

নি। সখি, কেন সেধে অমঙ্গল ডাক্‌ছো?

চ। নির্ম্মল, আর তোমায় দেখতে পাব না, কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করলেন? দেখ, ক্ষুদ্র কাঁটাগাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে, আমি কেন রূপনগরে থাকতে পেলুম না?

নি। আবার আমায় দেখবে; তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, আমায় না দেখলে তোমার মরা হবে না, তোমায় না দেখলে আমার মরা হবে না।

চ। আমি দিল্লীর পথে মরবো।

নি। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখবে।

চ। সে কি নির্ম্মল, তুমি কি প্রকারে যাবে?

নি। জানি নি, কেমন ক'রে যাব তা জানি নি; কেবল এই জানি যে, তুমি যেখানে; আমি সেখানে যাবই যাব।

চ। দেবদেব মহাদেব, আমি মরতে চললুম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভু, আমি বাঁচলে কি তোমার সৃষ্টি চলত না? যদি তাই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে ক'রে সংসারে পাঠিয়েছিলে?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গিরি-শঙ্কট পথ

রাজসিংহ ও করমসিংহ

রাজ। আর চিন্তা নাই, ফেরুপাল জালবদ্ধ হয়েছে ; যে গুপ্তপথ দিয়ে আমাদের পঞ্চাশ জন দক্ষিণের উচ্চ পাহাড়ে উঠেছে, মোগলেরা সে পথ চেনে না। বারুদ খরচ নেই, আমাদের লোকরা পূর্ব্ব হ'তে পাহাড়ের উপর অনেক শিলাখণ্ড স্তূপীকৃত ক'রে রেখেছে, তারই চাপে বিস্তর মোগল নিপাত হবে। আমাদের এ পাহাড়ের পঞ্চাশ জনকে ঘোড়া ছেড়ে দিতে আজ্ঞা দিয়েছ ত ?

করম। তারা সকলেই অশ্ব হ'তে অবতরণ ক'রে ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথের উপরে মহারাণার আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় প্রস্তুত আছে।

রাজ। ভাল, রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে আমি মোগলবেশী মাণিকলালকে চিনতে পেরেছি, এখন সে কোনো কৌশলে সৈন্যশ্রেণী হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিবিকা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাতে পারলে হয়।

করম। মহারাণার নিকট মাণিকলালের রাজভক্তি, চতুরতা ও হৃদয়-বলের দৃঢ়তার কথা যা শুনলেম, তাতে তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যেতে পারে।

রাজ। প্রবলের অত্যাচার হ'তে আজ অবলাকে রক্ষা করতে এসেছি, হিন্দু বালিকার ধর্ম্মরক্ষা করতে এসেছি, ভগবান

ত্রিপুরনাশন মৃত্যুঞ্জয় একলিঙ্গ আমাদিগের কার্য্যে সহায় হ'ন।

নেপথ্যে (কোলাহল ও প্রস্তরপতনের শব্দ) শয়তান—শয়তান—শয়তান! নেহি—নেহি—ডাকু হ্যায়। জাহান্নমমে যাও—জাহান্নমমে যাও—মর গিয়া—মর গিয়া—

করম। শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; দেখুন—দেখুন, একেবারে কত সৈন্য অশ্বসহিত নিষ্পেষিত—পিণ্ডীকৃত হয়ে গেল; এ-দিকে দেখুন, বিপক্ষের সেনাপতি পথের মুখে নির্ব্বাক—নিস্পন্দ; কোথা থেকে কি হচ্ছে কিছু বুঝতে পারচে না।

নেপথ্যে। ভাগো—ভাগো—শয়তান আয়া। পিছে হটো—পিছে হটো। জান্ বাঁচাও—জান্ বাঁচাও।

করম। মহারাণা, চলুন আর বিলম্ব কেন?

নেপথ্যে-মাণি। কাহার লোগ হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার, বাঁয় রাস্তা—বাঁয় রাস্তা।

রাজ। মাণিকলালের আওয়াজ, ঐ যে শিবিকা রন্ধ্রপথে প্রবেশ কচ্চে,—মাণিকলালও সঙ্গে।

করম। ধন্য—ধন্য! রাঘবসিং ঠিক সময়ে পাথর গড়িয়ে দিয়েছে, রন্ধ্রমুখ বন্ধ হয়ে গেল।

(পলায়মান দুই জন মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ)

১ম। শয়তানকো সাথ কোন্ লড়েগা, ভাগো—ভাগো—

২য়। ভাগো—ভাগো—ইধারসে—ইধারসে।

১ম। আরে নেহি—নেহি। ইধার—ইধার—সিধি রাস্তা।

২য়। হা তোরি সিধি রাস্তা! খোদ হাসন আলি উধার মোতায়েন হ্যায়। তালোয়ার নেহি, খালি পয়জারকে ঠোকরসে জান লেগা। ইধার—ইধার।

[উভয়ের প্রস্থান।

করম। নীচে দেখুন—নীচে দেখুন, শৃঙ্খলাভঙ্গ হয়ে মোগল সেনা পলায়ন কচ্ছে।

রাজ। চল—চল, আমাদের আর এখানে অপেক্ষায় প্রয়োজন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(এক জন ভগ্নপদ মোগল ও অপর এক জন মোগলের প্রবেশ)

ভগ্ন-মো। আরে হাম ল্যাংড়া হো গিয়া, শয়তান কি পাথরসে ল্যাংড়া হো গিয়া, ঠাহোরকে যাও—ঠাহোরকে যাও।

অন্য-মো। আরে মিঞা,—আপনে আপনে জান্—আপনে আপনে জান্।

[প্রস্থান।

ভগ্ন-মো। ল্যাংড়াকো বাঁচাও মিঞা—ল্যাংড়াকো বাঁচাও মিঞা—ল্যাংড়াকো বাঁচাও।

[প্রস্থান

(মবারক ও দুই জন লোকের প্রবেশ)

মবা। জান যায়—ওবি মঞ্জুর। সব সওয়ার চল ডোলিকা পিছে, ছোড়ো ঘোড়া, পায়দল চল, পাথর টপক্ লেও। চল—ময় সামনে চলতে হুঁ।

[প্রস্থান।

(মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণি। হা—হা—হা! "সরফরাজ খাঁ!" বেড়ে নাম হয়েছে—আমার নাম সরফরাজ খাঁ। বাপ! যে পাথরের ঠেলা, তাতে খাঁ সাহেবদের সঙ্গে আমিও যে পাথরের চাপনে কিমা বোনে যাইনি, এই ঢের, তা হলে সরফরাজ খাঁ বেরিয়ে যেতো।

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

এ কি, মোগল দুমদাম আরম্ভ করেছে বটে! মহারাজের লোকজনের মধ্যে মোটে ত একের পিঠে দুই শূন্যি, আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাদসাহী ফৌজ দুটি হাজার আছেন। ভাল কথা মনে,—ছোট্ট ছোট্ট রূপনগর ছোট্, তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করবো আর তিনি বুঝি আমাদের একটুও মদৎ দেবেন না। কাস্তে কোদাল ছেড়ে হাজার খানেক জোয়ান রূপনগরের গড়ে ঢাল তালোয়ার নে খাড়া হয়েছিল দেখে এসেছিলুম। সোজা পথে চল্লে হচ্ছে না, ভদ্র রকম বঞ্চনা ক'রে মোগলের সাজ জোগাড় করেছিলুম, এইবার বড়লোকের মত প্রবঞ্চনা ক'রে সেনা জোগাড় করতে হবে। একেবারে ঘোড়া ছুটিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে বলি যে, পথে দোলার উপর ডাকাত পড়েছে—বাদশাই ফৌজ পেরে উঠ্‌ছে না আপনি মদৎ দিন!

(নেপথ্যে কামানের শব্দ

বলিদান বুঝি রঙ্কের ভিতর হচ্ছে, বাপ রে মা রে-টা এত দূর ঠেলে পৌছুতে পাচ্ছে না।

(এক জন মোগল সৈনিকের প্রবেশ)

মোগ। কি সাহেব, আপনি যুদ্ধস্থল ছেড়ে এখানে যে ?

মাণি। খাঁ সাহেব, শয়তানের সঙ্গে কে লড়াই করবে! আমি এই চোখে দেখে এসেছি ভারি শয়তান, হিন্দুর ভূত, পা দু'খানা যেন ঢেঁকী, হাত দু'খানা যেন করাত, এই এত বড় একটা নাক, তার ভিতর ছটা জিভ ন্যাল ন্যাল করছে, কটা কটা জটা, দাঁতগুলো যেন খোন্তা! ও রে বাবা রে, মিঞা সাহেব, জান চাও ত তবে আমার সঙ্গে পালাও— পালাও।

মোগ। কি! মন্সবদার মবারক খোদ তোপ নিয়ে লড়াই কচ্ছেন, আর আমি পালাব ? আমি কি তোর মতন ভীরু ?

মাণি। কে হে বাপু পিরু, যাও মর গে, আমার প্রাণ এখন ছিরু ছিরু করছে, আমি এখন চল্লুম।

[প্রস্থান।

মোগ। দূর—দূর—গিদ্ধড়।

(মবারকের প্রবেশ)

মবা। এই পাহাড়, এই বাঁয়ের পাহাড়, এরির উপর ডাকুদের আড্ডা, এইখান থেকে রন্ধ্রের ভিতর প'ড়ে লড়াই কচ্ছে, এ পাহাড়ে চড়তে কষ্ট নেই, সকলে এই পাহাড়ের উপর ওঠো, দস্যু অল্পসংখ্যক, তাদের সমূলে নিপাত করবো।

হাসেন আলি খাঁ এ মুখেতে তোপ নিয়ে আছে। চল, অন্য তোপ নিয়ে আমরা রন্ধ্রের বিপরীত মুখ আটকাই।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে মার মার শব্দ)

(দুই জন রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

১ম। না, ফিরে চল, মহারাণা আত্মরক্ষণে সমর্থ, রন্ধ্রের ভিতর তাঁর সাহায্যে যাবার আমাদের প্রয়োজন নেই। রন্ধ্রের বাহিরে এ দিকে এখনও কতক সৈন্য আছে, আরও আসবে কি না, তা কে জানে; পাথরের চাপানে যত বিপক্ষ কমাতে পারি, তার চেষ্টা করি গে।

২য়। আমিও ত তাই বলেছিলুম, তিলকরামই ত বল্লে, এখানকার কার্য্য শেষ হয়েছে, চল মহারাণার নিকটে যাই।

১ম। তিলকের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না। এখন চল, আমরা আবার পশ্চিমের পাহাড়ে উঠি। বিপক্ষ আরও খানিকক্ষণ ভূতের ভাটাখেলা দেখুক। বল, হর—হর—বোম—বোম!

নেপথ্যে। হর—হর—বোম—বোম! হর—হর—বোম—বোম! হর—হর—বোম—বোম!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রন্ধ্রের অভ্যন্তর

রাজসিংহ ও সৈন্যগণ

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

রাজ। ভাই,—বন্ধুগণ, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজ সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটেছে, পর্ব্বত হ'তে নেমেই এ দোষ করেছি। এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ। দুই মুখেই কামানের শব্দ শুনছি। দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়িয়ে আছে সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের বাঁচবার ভরসা নেই। নেই—তাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হয়ে কে মরতে কাতর? সকলেই মরবো—এক জনও বাঁচবো না। কিন্তু মেরে মরবো, যে মরবার আগে দু'জন মোগল না মেরে মরবে, সে রাজপুত নয়। রাজপুতরা শোন, এস, আমরা তরবারি হাতে লাফিয়ে গিয়ে তোপের উপর পড়ি, তোপ ত আমাদেরই হবে, তার পর দেখা যাবে কত মোগল মেরে মরতে পারি।

সকলে। মহারাণাকি জয়!

রাজ। দুই দুই ক'রে সারি দাও। জয় ভগবান্ একলিঙ্গের জয়! হর—হর—বোম—বোম!

সকলে। হর—হর—বোম—বোম!

নেপথ্যে। মাতাজীকি জয়—কালীমায়ীকি জয়!

সকলে। মাতাজীকি জয়—কালীমায়ীকি জয়!

রাজ। এ কি! কি আশ্চর্য্য! সৈন্যসারি মধ্যে বিশাললোচনা সহাস্য বদনা কোন্ দেবী আসছেন! দেবী না মানবী?

১ম সৈ। মহারাণা, বোধ করি চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হয়েছেন।

রাজ। (স্বগত) না, মানবী। কিন্তু বিধাতা এ মানবীকে দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিত করেছেন। এ সামান্যা মানবী নয়। (প্রকাশ্যে) দেখ, দোলা কোথায়।

নেপথ্যে। দোলা এই দিকে আছে।

রাজ। দেখ, দোলা খালি কি না।

নেপথ্যে। দোলা খালি, কুমারীজী মহারাজের সামনে।

(চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

রাজ। রাজকুমারি, আপনি এখানে কেন?

চ। মহারাজ, আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি। প্রণাম করেছি, এখন একটি ভিক্ষা চাই। আমি মুখরা, স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা তা আমাতে নেই; ক্ষমা করবেন, ভিক্ষা চাই, তাতে নিরাশ করবেন না।

রাজ। তোমারই জন্য এতদুর এসেছি, তোমাকে অদেয় কিছুই নাই, কি চাও রূপনগরকন্যা?

চ। আমি চঞ্চলমতি বালিকা ব'লে আপনাকে আসতে লিখেছিলুম, কিন্তু আমি নিজের মন বুঝতে পারিনি; আমি এখন

মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে বড় মুগ্ধ হয়েছি, আপনি অনুমতি করুন, আমি দিল্লী যাব।

রাজ। তোমার দিল্লীতে যেতে হয় যাও, আমার আপত্তি নেই কিন্তু আপাততঃ তুমি যেতে পাবে না, যদি এখন তোমাকে ছেড়ে দি, মোগল মনে করবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তোমাকে ছেড়ে দিলুম। আগে যুদ্ধ শেষ হোক, তার পর তুমি যেও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝিনি, তা মনে কোর না। আমি জীবিত থাকতে তোমাকে দিল্লী যেতে হবে না। জোয়ান সব আগে চল।

চ। (অঙ্গুরীয় দেখাইয়া) মহারাজ! এই আংটিতে বিষ আছে, দিল্লীতে না যেতে দিলে আমি বিষ খাব।

রাজ। অনেকক্ষণ বুঝেছি রাজকুমারি, রমণীকুলে তুমি ধন্যা; কিন্তু তুমি যা ভাবছো তা হবে না, আজ রাজপুতের বাঁচা হবে না; আজ রাজপুতকে মরতেই হবে, নইলে রাজপুত নামে বড় কলঙ্ক হবে। আমরা যতক্ষণ না মরি, ততক্ষণ তুমি বন্দী, আমরা ম'লে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও।

চ। (স্বগত) বীরচূড়ামণি! আজ হ'তে তোমার দাসী হলুম। যদি তোমার দাসী না হই, তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখবে না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, দিল্লীশ্বর যাকে মহিষী করতে অভিলাষ করেছেন, সে কারও বন্দী নয়, এই আমি মোগল সৈন্য সম্মুখে চললুম; কার সাধ্য রাখে দেখি।

[প্রস্থান

রাজ। রাজকুমারি, যাবেন না,—যাবেন না. দাঁড়ান—দাঁড়ান। দেখুন, আপনার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে ধ'রে রাখা আমার সাধ্য নয় ; আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।

[রাণার পশ্চাদ্ধাবন ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রন্ধ্রের অপর পার্শ্ব

মবারক ও সৈন্যগণ

মবা। রাজকুমারীর শিবিকাও এই রন্ধ্রের মধ্যে আছে, দস্যুগণ উপবাসে মরুক তায় ক্ষতি নাই, কিন্তু রমণীর প্রতি ত সে আচরণ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশের উপায় কত্তেই হবে

(চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

চ। এ সেনার সেনাপতি কে ?

মবা। এরা এখন এ অধমের অধীন। আপনি কে ?

মবা। আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে, যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তবেই বলতে পারি।

মবা। বলুন।

চ। আমি রূপনগরের রাজকন্যা, বাদশা আমাকে বিবাহ করবার অভিলাষে নিয়ে যেতে এই সেনা পাঠিয়ে দিয়েছেন, এ কথা বিশ্বাস করেন কি ?

ম। আপনাকে দেখে সে বিশ্বাস হয় !

চ। আমি মোগলকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক, ধর্মে পতিত হব মনে করি ; কিন্তু পিতা ক্ষীণবল, তিনি আমাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, তা হ'তে কোন ভরসা নেই ব'লে আমি রাজসিংহের কাছে দূত পাঠিয়েছিলুম, আমার কপালক্রমে তিনি এক শত জন মাত্র সিপাই নিয়ে এসেছেন, তাঁদের বলবীর্য্য ত দেখলেন ?

মবা। সে কি, দস্যু নয়—রাজসিংহ ! এক শত সিপাহী এতো মোগল মারলে ?

চ। বিচিত্র নয়, হলদিঘাটে ঐ রকম কি একটা হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু সে যাই হোক, রাজসিংহ এখন আপনার নিকট পরাস্ত ; তাঁকে পরাস্ত দেখেই আমি এসে ধরা দিয়েছি, আমাকে দিল্লী নিয়ে চলুন, যুদ্ধে আর প্রয়োজন নেই।

মবা। বুঝেছি, নিজের সুখ ত্যাগ ক'রে আপনি রাজপুতের প্রাণ রক্ষা করতে চান ; তাঁদেরও কি সেই ইচ্ছা ?

চ। তা কি সম্ভব, আমাকে আপনারা নিয়ে গেলেও তাঁরা যুদ্ধ ছাড়বেন না আমার অনুরোধ—আমার সঙ্গে একমত হয়ে আপনি তাঁদের প্রাণ রক্ষা করুন।

মবা। তা পারি, কিন্তু দস্যুর দণ্ড দিতে হবে ; আমি তাঁদের বন্দী করবো।

চ। সব পারবেন, সেটি পারবেন না। তাঁদের প্রাণে মারতে পারবেন—কিন্তু বাঁধতে পারবেন না। তাঁরা সকলেই মরতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছেন,—মরবেন।

মবা। তা বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনি যাবেন স্থির ?

চ। আপনাদের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির, দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছাব কি না সন্দেহ।

মবা। সে কি ?

চ। আপনারা যুদ্ধ ক'রে মরতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরতে জানি নে ?

মবা। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি ; ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে ?

চ। আমি নিজে—

মবা। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে, আপনার ?

চ। বিষ।

মবা। মা, আত্মঘাতিনী কেন হবেন ? আপনি যদি যেতে না চান, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে নিয়ে যাই ? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকলেও আপনার উপর বলপ্রকাশ করতে পারতেন না—আমরা কোন ছার ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ! কিন্তু এ রাজপুতরা বাদশার সেনা আক্রমণ করেছে, আমি মোগল সেনাপতি হয়ে কি প্রকারে ওদের ক্ষমা করি ?

চ। ক্ষমায় কাজ নেই, যুদ্ধ করুন, রাজপুতের মেয়েরাও মরতে জানে।

(রাজসিংহের প্রবেশ)

এই যে মহারাজ ! মহারাজাধিরাজ ! আপনার কোমরে যে তলোয়ার দুলছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে তা উপহার দিতে আজ্ঞা হোক !

রাজ। বুঝেছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী! (অসি প্রদান)

মবা। উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হ'তে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত।

রাজ। যত দিন হ'তে মোগল বাদশা অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে, তত দিন হতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হয়েছে। রাজপুতরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু, ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময় নেই, বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নেই, পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মেরে ফেল। হর— হর—বোম—বোম।

রাজ-সৈ। হর হর—বোম বোম।

মবা। মার মার—মার মার।

চ। (মধ্যস্থলে অগ্রসর হইয়া) যতক্ষণ না এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ব না, আগে আমায় না মেরে কেহ অস্ত্রচালনা করতে পারবে না।

রাজ। তোমার এ অকর্ত্তব্য, স্বহস্তে তুমি রাজপুতের কুলে এ কলঙ্ক দিচ্ছ কেন? লোকে বলবে যে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করলে।

চ। মহারাজ, আপনাকে মরতে কে নিষেধ করলে, আমি কেবল আগে মরতে চাচ্ছি। যে অনর্থের মূল, তার আগে মরবার অধিকার আছে।

মবা। মোগল বাদশা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে না; আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করে যুদ্ধ ত্যাগ করে চল্‌লুম।

রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা ভরসা ক'রি ক্ষেত্রান্তরে হবে। আমি রাণাকে অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি যে, সেথায় যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে না আনেন।

চ। সাহেব, আমাকে ফেলে যাচ্ছেন কেন? আমাকে নিয়ে যাবার জন্য দিল্লীশ্বর আপনাদের পাঠিয়েছেন, আমাকে যদি না নিয়ে যান, তবে বাদসা কি বলবেন?

মবা। বাদসার বড় আর এক জন আছেন, উত্তর তাঁর কাছে দেব।

চ। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

ম। মা! মবারক আলি ইহলোকে কাকেও ভয় করে না; ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন, আমি বিদায় হলেম। চল সকলে দিল্লী।

(নেপথ্যে বন্দুক ও কামানের শব্দ)

সকলে। কি এ—কি এ?

[মবারক ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

রাজ। এ কার সঙ্গে কে যুদ্ধ করছে?

করম। মহারাণা, রাজকুমারী আপনার নিকট থাকুন, আমরা সংবাদ আনছি।

নেপ। আমরা ডাকাত নয়—ডাকাত নয়, মোগল—মোগল।

নেপ। মোগল বুঝি ডাকাত হয় না? মার—মার—মার—

চ। মহারাণা, উদয়পুর হ'তে কি নূতন সৈন্য আসবার কোন সম্ভাবনা ছিল?

রাজ। না, এ কে কারে আক্রমণ করলে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে, সত্যই কি কোন দস্যুদল হবে!

নেপ। ভাগো—ভাগো! মবারক সাহেব কাঁহা—মবারক সাহেব কাঁহা?

চ। কি, মোগল সেনাপতির কোন বিপদ হ'লো না কি?

রাজ। বিপক্ষ বটে, কিন্তু অতি মহানুভব বীরপুরুষ।

(মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণি। (প্রণামান্তে) মহারাণার চরণ বন্দনা করি।

রাজ। কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে, তুমি কিছু জান?

মাণি। জানি, যখন আমি দেখলেম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নেমেছেন, তখন বুঝলুম যে, সর্ব্বনাশ হয়েছে; প্রভুর রক্ষার্থে আমার আবার একটি নতুন জুয়াচুরি—না—না, প্রবঞ্চনা করতে হয়েছে।

রাজ। কি রকম!

মাণি। আমি মোগলসওয়ার কি না—তাই ছুটে গিয়ে রূপনগরের রাজার কাছ থেকে আমাদের ফৌজকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর ঐ হাজার খানেক সৈন্য চেয়ে এনেছি, তা ডাকাত বললেই যে হিন্দু বোঝাবে, এমন কিছু কথা নেই, মুসলমানও হ'তে পারে! তাই ঐ কাটাকাটি বেধে গেছে।

চ। মবারক খাঁ কোথায় জান?

মাণি। ঘোড়ার উপর থেকে ত সৈন্য চালনা কচ্ছিলেন, হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হলেন, আর কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

রাজ। মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত, তুমি যে কার্য্য করেছ, যদি কখনও উদয়পুরে ফিরে যেতে পারি, তবে তার পুরস্কার দেব। কিন্তু আজ আমি বড় সাধে বঞ্চিত হলেম; আজ মুসলমানকে দেখাতেম যে, রাজপুত কেমন ক'রে মরে।

মাণি। মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দেবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে, সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নয়, এখন উদয়পুরের পথ খোলসা, রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নয়। এখন রাজকুমারীকে নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করুন।

রাজ। আমার কতকগুলি সঙ্গী এখনও ওদিকের পাহাড়ের উপর আছে, তাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মাণি। আমি তাদের নিয়ে যাব, আপনি অগ্রসর হন, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

[প্রস্থান]

রাজ। রাজকুমারি, আপনি এখন কোথায় যেতে ইচ্ছা করেন? আপনাকে কি রূপনগরে রেখে আসবো?

চ। আপনার অনুচরই এইমাত্র বললে যে, রাজার রাজধানী ত্যাগ করে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নয়। মহারাজ, অধিনীর জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, আপাততঃ আর আপনার রাজ্য-প্রত্যাগমনের বিঘ্ন হব না। উদয়পুরে যেখানে

মহারাণার দাসীগণ বাস করে, এখন কি তথায় আমার একটু স্থান হবে না ?

রাজ। আপনি দেখছি আমায় যথার্থই এক জন অসিধারী বর্ব্বর স্থির করেছেন। উদয়পুরের রাজমহিষীগণ পরম সমাদরে আপনার অতিথিসৎকার করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর—পথ

দরিয়া ও মবারক

দরিয়া। এখন কুয়োর ভেতর থেকে আলোয় এলে, প্রাণে বাঁচলে এই ঢের ; বাড়ী যাও আর বেশী কথায় কাজ নেই।

মবা। তুমি কে ?

দরি। আমি যে হই,—বড় জখম হয়েছ কি ?

মবা। সামান্য। কতকগুলো পলাতক সৈন্যকে ফেরাবার জন্য আমি পর্ব্বতের উপর জোরে অশ্বচালনা করেছিলুম, জঙ্গলঢাকা যে ইঁদারা ছিল তা দেখিনি, তাই ঘোড়াসুদ্ধ তার ভিতর প'ড়ে গিয়েছিলুম, ঘোড়াটা তখনই মরে গেল, আমার সামান্য একটু আঘাত লেগেছে মাত্র ;—কিন্তু তুমি কে ? গলার স্বর যেন স্ত্রীলোকের মত বোধ হচ্ছে।

দরি। এ গলা কি চেন না? কূয়ার ঝাপ্সা কেটে থাকে যদি—একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি!

মবা। চিনেছি—এঁ্যা, দরিয়া! দরিয়া, তুমি এখানে কোথা হ'তে?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। এ বেশ কেন?

দরি। আমি বাদশাহী সওয়ার।

মবা। কেন?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। কেন?

দরি। নইলে তোমায় আজ বাঁচাত কে?

মবা। সেই জন্যই কি দিল্লী হ'তে এখানে এসেছ? সেই জন্যই কি সওয়ার সেজেছ?

দরি। সাজিনি, হাসেন আলিকে গানে খুসী ক'রে সোয়ারী কাজ এনাম নিয়েছি। সকলের নজর হয় দুষমনের উপর নয় নিজের জানের উপর ছিল, কিন্তু আমার নজর তোমার উপর ছিল, তাই যখন তুমি কুয়োর ভিতর প'ড়ে যাও, আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম, তার পর তলোয়ার দিয়ে কূপের মুখের জঙ্গল কেটে কতকগুলো কাপড় বেঁধে সেই কাঠখানা তোমায় তোলবার জন্য নাবিয়ে দিয়েছিলুম।

মবা। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল? তোমার একলার জোরে কখনও আমায় তুলতে পারনি।

দরি। এক জন ভারি জোয়ান আমার সঙ্গে ছিল; সে আমার

কলিজা, একটা গাছের ডালের উপর কাপড় লাগিয়ে দিয়ে দু'হাতে টানছিলুম, কিন্তু তাতেও তুলতে পারছিলুম না, আমার কান্না আসছিল, কিন্তু মাথা খেয়ে ভালবাসতে শিখে-ছিলুম, তাই আমার কলিজা আমায় হাজার হাতীর বল দিলে, সেই জন্য তোমায় তুলতে পেরেছি।

জেবা। এ কি! এ যে রক্ত দেখছি, তুমি যে জখম হয়েছ? কেন এ করলে?

দরি। তোমার জন্য করেছি: না করলে তুমি বাঁচতে কি? শাহা-জাদী কেমন ভালবাসে?

জেবা। শাহাজাদীরা ভালবাসে না।

দরি। আমরা দুঃখী—আমরা ভালবাসি। এখন বোসো, আমি তোমার জন্য দোলা ঠিক ক'রে রেখেছি, নিয়ে আসছি। তোমার চোট লেগেছে, ঘোড়ায় চড়া সংপরামর্শ হবে না।

জেবা। দোলা ত নিকটে আছে, চল, তোমার কাঁধে হাতে দিয়ে সেটুকু যেতে পারবো। দরিয়া, তুমি আগেই আমায় ক্ষমা করেছ, নইলে আমার জন্য এ কষ্ট স্বীকার করতে না, সুতরাং তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো না। রংমহালের প্রেমে আমি অনেক শিক্ষা পেয়েছিলুম, তার উপর তুমি আজ আমায় দিব্যজ্ঞান দিলে। শাহাজাদীর অনুগ্রহের প্রত্যাশা আজ থেকে ত্যাগ করলুম, আমার আমীরিতে কাজ কি? মনের সুখই ত সুখ, তোমায় যা যাতনা দিয়েছি, যা অপমান করেছি, যদি সব ভুলে আবার আমায় গ্রহণ কর, তবে আমি

তোমায় নিয়ে গৃহধর্ম্ম করি! দরবার থেকে দূরে গিয়ে দু'জনে দু'জনকে সুখী করবার চেষ্টায় দুনিয়ার কটা দিন কাটিয়ে দি। কি বল?

দরি। পারবে?—সাহস হয়?

মবা। কবে আমাকে কোন্ কাজে ভয় পেতে দেখেছ? মবারকের সাহস নেই কেবল ইতর কাজে। দরিয়া, তোমার এত গুণ তা আমি এত দিন জানতুম না; তুমি আমায় এত ভালবাস তা আমি বুঝতে পারিনি; আমার প্রাণ তুমি রূপে মোহিত করেছিলে—গানে গলিয়ে দিয়েছিলে—আজ ভালবাসার চূড়ান্ত দেখিয়ে জন্মের মতন কেড়ে নিলে।

দরি। তুমি অত কথা বললে আমি এখনি গান গেয়ে ফেলবো। চল, তোমায় দোলায় চড়িয়ে গান শোনাতে শোনাতে নিয়ে যাই।

(গীত)

ঘোড়া চড়ি বেগে হানা, তরবারি ঝন্‌ঝনা,
কিসের এ সাজ্ রে।
রণরঙ্গে আগুয়ান, না বার আমারে।
অবহেলি বীরবর, বলে দলে ফুলশর,
কুরঙ্গনয়নী তাই তুরঙ্গ উপরে;—
অনঙ্গে আদর নাই রঙ্গে ধায় সমরে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাণিকলালের বাড়ী

নির্ম্মলকুমারী ও মাণিকলাল

নির্ম্মল। বা—বা—বাঃ! আমার যেখানে খুসী যেতে পাব না বুঝি?

মাণি। বাহোবা—বা, কাল বে' হ'ল, আজ তোমায় ছেড়ে দিব বুঝি!

নি। ইস্! বে' করলে আর ঘর চলে না!

মাণি। না;—বে' করলে আর ঘর চলে না!

নি। বে' মানে বুঝি গোলামী? তোমার যা সাধ তাই হবে, আমার যা খুসী তা করতে পারবো না?

মাণি। বটেই তো, বে' মানে বুঝি গোলামী? তোমার যা সখ তাই হবে, আর আমার যা খুসী তা বুঝি করতে পাব না?

নি। তুমি আমার কথা পাল্টে বলবে কেন?

মাণি। তুমি আমার কথা পাল্টে বলবে কেন?

নি। তবে তুমি আমার বে' পাল্টে দাও। আমি যেখানে পথে পড়েছিলুম, সেইখানে ফেলে দিয়ে এসো। আমি প'ড়ে প'ড়ে মরি।

মাণি। তবে তুমি আমার বে পালটে দাও, তোমার দেখবার আগে আমার মনটি যেমন ছিল তেমনিটি করে দাও; আমি বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে ঘুরে মরি।

নি। কেন তুমি মরবে—তুমি মরবার কে? যত বড় মুখ তত বড় কথা।

মাণি। তুমিও কেন মরবে—তুমি মরবার কে? যত বড় মুখ তত বড় কথা!

নি। চোপরাও মরদোয়া!

মাণি। চোপরাও মেরারুয়া!

নি। তবে আমি কাঁদবো; কেঁদে বাড়ী ভাসিয়ে দেব, খুব কাঁদব; কেন কাঁদব না? কাঁদি—কাঁদি, খুব—খুব—খুব কাঁদি। ওগো, যে রাজকুমারীর জন্য আমি রূপনগর ছেড়ে এলুম গো, যার জন্যে পথে প'ড়ে মরছিলুম গো, যার জন্যে পরপুরুষের সঙ্গে এক ঘোড়ায় চড়তে হ'ল গো, যার জন্যে সেই পর-পুরুষটা আমার ঘোড়ায় ধ'রে রাখতে গিয়ে ছুঁয়ে ফেল্লে গো, ছুঁয়ে ফেলা ছুতো ক'রে গোঁয়ারটা আমায় বে' করলে গো, সেই রাজকুমারীর কাছে এখন আমায় যেতে দেয় না গো! আমার অত আদরের চঞ্চলের এখনও বিয়ে হ'ল না গো, উদয়পুরে পরের বাড়ীতে একলা প'ড়ে আছে গো, আমি না গিয়ে বুদ্ধি দিলে তার আপদ বালাই কেমন ক'রে কাটবে গো! আমি একটু দুঃখ করবো তা কারুর প্রাণে সয় না গো, তে-তালায় পালঙ্কে ব'সে আলতা প'রে পা দোলাতে আমায় খালি বলে গো!

মাণি। চাঁদামুখি, খাঁদানাকি, পটোল-চোখি, কেঁদে নেকী শেষে জিতে গেল গো!

নি। আমায় খাঁদানাকি বলবে কেন? আমার এমন বাঁশীর মতন নাক।

মাণি। ওঃ, তাই বটে কান্নার সময় এমন রোশনচৌকী বাজছিল।

নি। তবে আমি আবার কাঁদবো।

মাণি। না—না—না, তা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে পারবো না। তোমাদের মেয়েমানুষের ও ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়লে পুরুষের আর উপায় নেই। হাতাহাতি খুব পারি, মুখোমুখি কতক চলে, কিন্তু কান্না জুড়লে, ও বাবা,—তা হ'লে আমাদের 'দেহি পদপল্লবমুদারং' ভিন্ন আর উপায় নেই। না না, আর কেঁদ না গিন্নী, তোমারই জিত।

নি। কি গিন্নী! যত বড় মুখ তত বড় কথা! গিন্নী! আ গেল যা! দোজবরে কোথাকার! আমি গুড়গুড়ে বৌটি, বিয়ের ক'নে, আমায় গিন্নী? আমি কি তোমার মত বুড়ো হয়েছি?

মাণি। তবে কি বলতে হবে?

নি। কত কি বলবে মিষ্টি মিষ্টি গোলাপী নাম। বলবে—প্রাণ-পিয়ারী, প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমে! বলবে—হ্যাখনহাসি, এলো-কেশী, শশিমুখী, বিধুবদনী, হৃদয়নিধি, প্রেমপয়োধি। বলবে—হরিণনয়নী, মরালগামিনী, মানিনীধনী, যৌবন-জল-টল-টল-অঙ্গিনী, লাবণ্য-তরঙ্গ-ভঙ্গরঙ্গিণী।

মাণি। এক দিনে অত পড়া দিতে পারব কেন গুরুমশাই?

নি। আচ্ছা, ধর, শিশুশিক্ষা। বল, নির্ম্মল।

মাণি। ও যে আঙ্ক আস্কর কোটায় যাচ্ছ।

নি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ! বল, দন্ত নয়ে হ্রস্ব ই নি, আর ম এ হ্রস্ব উ মু,—নিমু।

মাণি। আমার নিমুটি!

নি। বলে—এখন নয়, এখন আড়ি, যদি কখনও ভাব হয়, তখন অমনি ক'রে 'আমার নিমুটি' ব'লে আমায় এমনি ক'রে ধ'রে আদর করবে। (ভুজবেষ্টন)

মাণি। ওই যা, আমায় ছুঁয়ে ফেলেছে, হেরে গেছ, ভাব হয়েছে, ভাব হয়েছে। আমার নিম—নিম—নিমুটি! আমার কুড়ান ধন! মাণিকের মাণিকরতন! আমার পিত্তিরক্ষে! তোমায় কি এখন আমি ছেড়ে দিতে পারি? আবার এই দিল্লী যেতে হচ্ছে।

নি। কোথায় যেতে হচ্ছে?

মাণি। দিল্লী।

নি। ইল্লি-মিল্লি-ঝিল্লি,—আবার দিল্লী কেন? লাড্ডু খাবার সখ হয়েছে না কি?

মাণি। রূপনগরের রাজকুমারীকে কেড়ে আনাতে বাদশা চ'টে লাল হয়েছেন, উদয়পুরে জিজিয়া বসিয়েছেন, গো-হত্যার হুকুম দেছেন, আরও নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করেছেন। মহারাণা অবশ্যই এ সব অত্যাচার সহ্য করবেন না, তবে প্রথম একবার একখানা মিঠে কড়া রকম চিঠি লিখে দেখবেন;

আর বাদশা ঔরঙ্গজেবের কাছে দূতেরও নিস্তার নেই, তবে মাণিকলালের ঘাড়টাও শক্ত, আর বড়লোকের মতন জোচ্চুরি অর্থাৎ প্রবঞ্চনাটাও আসে ভাল, তাই সেই পত্র নিয়ে তাকেই যেতে হবে।

নি। তা তুমি যেতে স্বীকার পেয়েছ না কি ?

মাণি। কাজে কাজেই—কর্ত্তব্য।

নি। কর্ত্তব্য—কিসের কর্ত্তব্য ? আমার হুকুম মানা ছাড়া তোমার আবার অন্য কর্ত্তব্য আছে না কি ?

মাণি। রাণার আজ্ঞা প্রতিপালন করতে আমিও বাধ্য, তুমিও বাধ্য।

নি। আমি কার হুকুম মানতে বাধ্য—না বাধ্য, তা তোমায় বলতে বাধ্য নই। তুমি কেবলই আমার হুকুম মানতে বাধ্য—বাধ্য—বাধ্য—বাধ্য। ইস্! ভারি বীরপুরুষ। বাদশার দরবারে প্রাণ দিতে চলেছেন! তোমার প্রাণ দেবার এক্তার কি ? কার প্রাণ নিয়ে তুমি অমন ছ'কড়া ন'কড়া করতে চাও বল দেখি ? মনে নেই আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে প্রাণটা আমার কাছে বাঁধা রেখেছ ? কড়ায় গণ্ডায় সব দেনা চুকিয়ে দিতে পার, তখন প্রাণ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই কোরো। নইলে কোথা প্রাণ নিয়ে যাবে, যাও দেখি! এই আজ থেকে তোমার কয়েদের হুকুম হলো। কেমন শক্ত মহাজনের হাতে পড়েছ, এখনও টের পাওনি বুঝি ? চল্ কয়েদী, আমি হাত পায়ের-মে জিঞ্জির লাগায়কে গারদমে বন্দ ক'রে দিই।

মাণি। গারদে বন্ধ হ'তে এখনও কি বাকি আছে প্রিয়তমে ?

নি। নেই, আবি ফুড়ুক ফুড়ুক করতা হ্যায়। চল—

মাণি। চল দেখি, তোমার আবার কি গারদ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মেবার—চঞ্চলকুমারীর কক্ষ

রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারী

রাজ। রাজকুমারি, তোমার পিতার পত্র ত শুনলে? এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায় ?

চঞ্চ। অনুগ্রহ ক'রে শেষটা আর একবার পাঠ করুন।

রাজ। (পাঠপাত্র) "আপনি আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন না করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে এবং আপনার রাজধানী শৃগাল কুকুরের বাসভূমি হইবে। তবে যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যা দান করিব।" এরূপ অবস্থায় কি বল,—পরিণয় বিধেয় কি না ?

চঞ্চ। বাপের এ অভিশম্পাত মাথায় ক'রে কোন্ কন্যা বিবাহ করতে সাহস করবে !

রাজ। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরে যাবার অভিপ্রায় কর, পাঠাতে পারি।

চঞ্চ। কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই। তার অপেক্ষা বিষ পান কিসে মন্দ?

রাজ। আমার এক পরামর্শ শোনো; তুমিই আমার যোগ্যা মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ করতে পাচ্ছি না, কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তোমাকে বিবাহ করবো না। সে আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ আমার সহায়, আমি সে যুদ্ধে হয় মরবো, নয় মোগলকে পরাজিত করবো।

চঞ্চ। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হবে।

রাজ। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই,—তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাব।

চঞ্চ। তত দিন?

রাজ। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক, মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা হবে; মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাসদাসী ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করবো। আমি প্রচার করবো যে, অল্প দিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হবে এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী ব'লে সম্বোধন করবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না;—কি বল?

চ। (স্বগত) বে'র আগে শ্বশুর-ঘর আর কোনও মেয়ে করেছে কি না সন্দেহ—আমিই পথ দেখালুম।

রাজ। তোমার নিরুত্তরকে কি আমি সম্মতির লক্ষণ ব'লে নির্দ্দেশ করবো?

চ। কাজেই।

রাজ। তবে আমি এখনই প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করি গে।

[প্রস্থান।

চ। তা বেশ, বাসরঘরের আগে ত ঘরবসত হ'ল, এখন একলা থাকি কি ক'রে? শ্বশুরঘরে সবাই নতুন, সবাই পর, এক বর যদি মনে ধরে, তবে তাঁর আদরে সব ভোলা যায়। কিন্তু আমার বর ত বে' করবেন ব'লে বর দে গেলেন মাত্র, ফলবে কবে তা বরই জানেন। আপাততঃ তাঁর সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ। এখন নির্ম্মল যদি তার স্বামীকে ব'লে কয়ে এসে দিনকতক থাকে, তা হলেও কতকটা অন্যমনস্ক থাকতে পারি। মাণিকলালের এখন মস্ত পদ—ভারি মান, বিস্তর ধনদৌলত; সে এখন স্ত্রীকে পরের পরিচর্য্যা করতে পাঠাবে কেন? আর নির্ম্মলই বা কি সাধে এখন সখের সখীগিরি করতে আসবে? তার নিজেরই এখন কত দাসদাসী হয়েছে, তাঁকেও এখন এক জন ছোটখাট রাজরাণী বললেই হয়। সে দিন থাকবার কথা বলতেই নির্ম্মলের মুখখানি অন্ধকার হয়ে গেল। যে নির্ম্মল আমার জন্যে মরণ পণ ক'রে রূপনগর থেকে বেরিয়ে এল,—স্বামী পেয়ে সেও আমায় ভুলে গেল! দেখ দেখি আমার

অদৃষ্ট কি মন্দ, যদি কপালক্রমে সে এতদূর পর্য্যন্ত এল, কোথা থেকে তার এক বে' জুটে গেল। ছিঃ—ছিঃ! আমি কি স্বার্থপর। নির্ম্মল আমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তার সুখ-সৌভাগ্যে কোথায় আমি আনন্দ করবো, না, তার অমন সুখের বিবাহ হয়েছে ব'লে রাগ ক'রে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছি! বাবা কি মত পরিবর্ত্তন করবেন? নির্ম্মল যে গণকের কথা বলেছে, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আমার মহিষীর মতন থেকেই এ জীবনটা শেষ করতে হবে দেখছি; সত্য মহিষী হওয়া আর হবে না। আচ্ছা, পৃথিবীশ্বরীই বা কে? আর আমার পরিচর্য্যাই বা সে করবে কেন? আমার এই ছোট্ট কপালখানির উপর এত গ্রহ উপগ্রহ যে অনুগ্রহ ক'রে নজর ক'রে আছেন, তা আমি জানতুম না।

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল! নির্ম্মল—এসেছ? ভাই, আমায় ক্ষমা কর, আমি না বুঝে সে দিন তোমায় ভৎসর্না করেছিলুম, এমন সময় তোমায় স্বামি-গৃহে বঞ্চিত করা আমার পক্ষে নিতান্ত স্বার্থপরতার কাজ হয়েছে।

নি। এই যে, বেশ গিন্নী-বান্নির মত বচন-টচন হয়েছে। তবে কি বে' হয়ে গেছে না কি?

চ। দূর!

নি। বড় গালাগালিটা দিয়েছি কি না!

চ। যাক ভাই, তুমি ত আমার উপর রাগ ক'রে আসনি ?

নি। রাগের চোটে যদি কেউ কাজ দেয়, তা হ'লে সে রাগ মন্দ কি ? রাগেই আসি, আর অনুরাগেই আসি, তোমার ত গল্প করবার লোক জুটলো, তা হ'লেই হ'ল। মিন্‌সে প্রথম একটু গোলমাল করেছিল, আসতে দিতে চাচ্ছিল না, তা দুই চোখ-রাঙ্গানীতে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছি।

চ। ছিঃ—ছিঃ! মাণিকলাল কি মনে করবে ?

নি। মনে করবে আর কোথা থেকে ? মন কি তার আছে, সে সব আমি কেড়ে বিগড়ে নিয়েছি: এখন আমিই তার মন—ধন—জন।

চ। বোন্।

নি। হ্যাঁ, তবে এক বিছানায় শোন্।

চ। তুই ভারি বেহায়া।

নি। বেহায়া কিসে ? সত্যই আমার দু'টি বোন্ ছিল,—তাদের আমার স্বামীকে দিয়েছি।

চ। তোমার আবার দু'টি বোন্ এল কোথা থেকে ?

নি। কেন তুমি দেখনি ? আমার জী—বন আর যৌ—বন, তাই-তেই ত আমার সঙ্গে গুরুতর সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে। একে স্বোয়ামী, তায় ভগ্নীপতি,—বেশী দুষ্টামী করে ত শালা ব'লে কাণ মলে দিই। এই দিল্লী যাবে শুনছি, যাবার কথা শুনেই কয়েদ দিয়েছিলুম, তার পর এই কড়ারে রফা হয়েছে যে, আমি এখানে থাকব, আমার সেই বোন্ দু'টি ওঁর সঙ্গে যাবে।

চ। সে কি, মাণিকলাল দিল্লী যাচ্ছেন কেন ?

নি। মহারাণার পত্র নিয়ে—দূত হয়ে।

চ। ওঃ! জিজিয়ার বিরুদ্ধে মহারাণা বাদশাকে যে পত্র পাঠাচ্ছেন, তোমার স্বামী তা নিয়ে যাবেন। তা বড় ভালই হয়েছে, তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না ?

নি। কোথা যাব ? দিল্লী ? কেন ?

চ। একবার বাদশার রংমহলটা বেড়িয়ে আসবে।

নি। শুনেছি, সে না কি নরক ?

চ। নরকে কখনও কি যেতে হবে না ; তুমি গরীব বেচারা মাণিক-লালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাতে তোমার নরক হতে নিস্তার নেই।

নি। কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন ?

চ। সে বুঝি তোমায় গাছতলায় ম'রে প'ড়ে থাকতে সেধেছিল ?

নি। আমি ত আর তাকে ডাকিনি। এখন সে ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। যাক্, দিল্লী গিয়ে কি ক'রব ব'লে দাও।

চ। নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে আসতে হবে।

নি। কিসের।

চ। তামাকু সাজার।

নি। কাকে ?

চ। যে আমায় দিল্লী নিয়ে গিয়ে তামাক সাজাতে চেয়েছিল—তাকে।

নি। উদীপুরীকে ? ওঃ বটে,—বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী

তোমার পরিচর্য্যা না করলে তোমারও ভূতের বোঝ মিলবে না।

চ। দুর হ পাপিষ্ঠা। আমিই এখন ভূতের বোঝা, হয় বাদশার বেগম আমার দাসী হবে—নইলে আমাকে বিষ খেতে হবে,—গণকের ত এই গণনা ?

নি। তা পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলেই কি বেগম আসবে ?

চ। না। আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান ; আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধলেই মহারাণার জয় হবে, আর বেগম বাঁদী হবে। আর উদ্দেশ্য—তুমি বেগমদের চিনে আসবে।

নি। তা কি ক'রে এ কাজ পারবো ব'লে দাও।

চ। তুমি জান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে; সেই পাঞ্জা তুমি নিয়ে যাও, তার গুণে তুমি রংমহলে প্রবেশ করতে পারবে আর যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে; তাঁকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলবে। আমি উদীপুরীর নামে যে পত্র দিচ্ছি, তা তাঁকে দেখাবে ; তিনি ঐ পত্র কোন প্রকারে উদীপুরীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলোবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি থেকে কিছু ধার নিও।

নি। ইঃ, আমি যাই মেয়ে, তবে তাঁর সংসার চলে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। দেবি, মহারাণার আজ্ঞায় আমি আপনার পরিচারিকা আপনার মহল দেখবার এখন সাবকাশ হবে কি ?

চ। এস নির্ম্মল। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরিয়ার গৃহ

দরিয়া ও মবারক

দরি। ভালবাস না বাস, শাজাদী বে' করতে সম্মত হ'লে ত তুমি করতে ?

মবা। হ্যাঁ, তখন তা করতেম বৈ কি।

দরি। তা হ'লে আমার দশা কি হ'ত? আমায় ত তোমার ত্যাগ করতে হ'ত ?

মবা। কেন, আমি যত ইচ্ছা তত বিবাহ করতে পারি, বহু বিবাহ আমাদের নিষিদ্ধ নয়।

দরি। তুমি শাহজাদীর স্বামী হ'লে, যাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে আতর-সুরমা বেচেছি, যাঁর বাঁদীর বাঁদী আমি—সে তোমার স্ত্রী হ'লে আর কি তোমার আমায় মনে থাকতো ? মনে থাকলেও ইচ্ছা করলে তোমার কি আর আমার মুখ দেখবার ক্ষমতা থাকত ?

মবা। দেখ দরিয়া, আমি কখনও কারুর কাছে কোন মিথ্যা কথা বলিনে, তোমার কাছেও বলব না; সে সময় আমি উন্মত্ত হয়েছিলুম, তোমার কথা আমার মনে ছিল না, তোমার অস্তিত্বই আমার মনে থাকত না, যখন যখন তুমি আমার পথে পড়তে, তোমার উপর আমার ভয়ঙ্কর রাগ হ'তো, মনে হ'তো যে আমার পৃথিবীর সুখ-সম্পদের কণ্টক দরিয়া। কিন্তু যাক,

ও সব কথা তুলো না; তোমারও কষ্ট হয়—আমারও কষ্ট হয়, এখন ত সে সব চুকে গেছে। যেমন নিরিবিলি দু'জনে মনের সুখে আছি, আজীবন এমনি থাকৃতে পারি, তার জন্যে প্রার্থনা কর।

দরি। তোমার এমন প্রাণ, এমন চরিত্র, এমন ধর্ম্মে মতি, তুমি কেমন ক'রে আমায় বিবাহ ক'রে বিনা দোষে পরিত্যাগ করছিলে, আমি তা বুঝতে পারিনে।

মবা। দেখ, যেমন কোন কোন স্থান আছে, সেখানে যতই কেন সুস্থ সবল লোক হোক না, যতই কেন সাবধানে থাক না, একবার গিয়ে বাস করলেই সেখানকার জল-হাওয়ার দোষে একটা কঠিন রোগ হয়, তেমনি রাজসভার বাতাসে এমন একটা বিষ আছে যে, একবার সেখানে প্রবেশ করলেই লোভের পিপাসায় মানুষ অস্থির হয়, সম্মানের আশা, ধনের লালসা, উচ্চাভিলাষ তখন এত প্রবল হয় যে, তারা মনের বল, চরিত্রবল, ধর্ম্মবল সকলকে পরাজিত করে। স্বয়ং বাদশার উপর আধিপত্য করেন যে শাজাদী, তাঁর প্রণয়ভাজন হয়ে বড় বড় আমীর-ওমরাহের মনে ঈর্ষা উৎপাদন করবো, বিবাহের বন্ধনে সেই প্রণয়ের উপর চির-অধিকার স্থাপন ক'রে দিল্লীর সিংহাসনের অতি নিকটে দাঁড়াব, মোগল-সাম্রাজ্যের সকল রাজকর্ম্মচারীর উপর আধিপত্য করবো;—হিন্দুস্থানের সর্ব্বেসর্ব্বা-প্রায় হব, এ কি সামান্য লোভ! এ লোভের নেশায় মানুষ কি না করৃতে পারে? আমিও এই নেশায় পাগল

হয়েছিলেম। পাগলের অপরাধ ভুলে যাও, তুমি আগেকার কথা মনে রেখ না।

দরি। ভালবাসা দোষও ধরে না, আশাও ছাড়ে না, তা না হ'লে তুমি যখন আশমানে উঠেছিলে, তখন আমি তোমায় মাটী থেকে ধরতে যাই; বাঁদীর বাঁদী হয়ে শাজাদীর কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নেবার চেষ্টা করি? রূপ! শাজাদীর রূপের কাছে আমার আবার রূপ কি? হীরের মালা অন্ধকারে যার রূপ দেখিয়ে দেয়, যার পায়ের জুতোর মতির পানে চাইলে চোখ ঠিক্‌রে যায়, তার রূপের কাছে আতরওয়ালীর রূপ! আমি রূপের গরবে তোমায় পাবার আশা করিনে; আমি গরব করেছিলুম প্রাণের, তোমার প্রাণ আশমানে উড়ছিল বটে, কিন্তু আমার জোর বিশ্বাস ছিল, আমার প্রাণের ডুরিতে সে ঘুঁড়ী বেঁধে রেখেছি। একটু সুবিধার হাওয়া পেলেই আস্তে আস্তে টেনে আপনার কলিজার কাছে আনব!

মবা। দরিয়া, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, স্ত্রীলোকের অসাধ্য কাজ ক'রে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তুমিই আমার কলিজা, তুমিই আমার প্রাণ। আর তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, এই দেখ, শাজাদীও লোকের উপর লোক পাঠিয়েছেন, তবু কি আমি গেছি?

দরি। তা ত যাওনি, কিন্তু এ রকম ওজর ক'রে আর কত দিন চলবে?

মবা। গুজর নয়, শেষ দফায় আমি এক রকম সাফ জবাব দিয়েছি, ব'লে পাঠিয়েছি যে, আমার বহুত তসলিমাৎ, শাজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশী কিম্মত আর দুনিয়ায় কিছুই নেই ; কেবল এক আছে, খোদা আছেন, দীন আছেন, গুনাগারি আর আমা হ'তে হবে না। আমি আর মহলের ভিতর যাব না, আমি দ'রিয়াকে ঘরে এনেছি।

দরি। কবে এ কথা ব'লে পাঠালে ? আমার নাম শুনলে ত ভয়ানক রাগ করবেন ; যদি জোর তলব করেন ত কি করবে ?

মবা। জান্ কবুল, রংমহালে আর যাচ্ছি না, গুনাগারি—পাপ আর করবো না।

দরি। বড় সর্ব্বনাশ করেছ, আমার ভয় কচ্ছে।

মবা। ভয় কি, প্রাণ দেবার জন্যে আমি একপ্রকার প্রস্তুতই আছি। শাজাদীর সঙ্গে দোস্তি করেছিলুম, তুমি কি মনে কর, আমার জান্ সোজা পথে বার হবে ? এখন তাকে ছেড়ে তোমায় গ্রহণ না কল্লে না হয় আর দুদিন বাদে যেত ; জেব উন্নিসা নিজেই আমায় বার বার বলেছে, শাজাদীরা ভালবাসে না, আমি তার খেলনার পুতুল ছিলুম, সখ মিটলেই পুতুল ভেঙ্গে ফেল্‌তো। আমার এই প্রণয়কে সৌভাগ্য মনে ক'রে কত দিকে আমার কত শত্রু হয়ে আছে, কে জানে ? তাদের কেউ না কেউ আমাকে গোপনে হত্যা করতে পারতো। তুমি কি মনে কর, এই গুপ্ত রহস্য আলমগীরের মতন চক্রী লোক বুঝতে পারেননি ? কিন্তু রংমহালের কোন

রমণী অবৈধ প্রণয় কল্লে বাদশাহেরা নিজের ঘরের মেয়েকে কিছু না বোলে বিষপ্রয়োগে বা অন্যরূপে তার পাপের সহচর সৌভাগ্যবান্ অভাগা পুরুষকেই সংসার হ'তে বিদায় দেন। আবার রূপনগরের রাজকন্যাকে দিল্লী আনতে পারিনি; যদিও প্রকাশ্য দরবারে ও বিয়ের জন্য আমি দোষী সাব্যস্ত হইনি, কিন্তু মনে মনে যে বাদশাহ আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন, তা বোধ হয় না। জেব-উন্নিসা মনে করলে সে অসন্তোষের অগ্নি সাংঘাতিকরূপে জ্বালিয়ে দিতে পারে।

দরি। তবে চল প্রিয়তম, আমরা দিল্লী থেকে পালিয়ে যাই, দূরদূরান্তরে কোথাও গিয়ে গোপনে বাস করি গে; তোমার যা সম্পত্তি আছে, তাতে আমাদের দু'জনের বেশ চলবে। না চলে, তুমি ত বেশ পরিশ্রম করতে পার, আমিও তাতে কাতর নই; এরূপ বিপদের ভিতর কখনই বাস করা উচিত নয়।

মবা। কোথায় পালাব! হিন্দুস্থানের ভিতর কোথায় গেলে দিল্লীর বাদ্‌শার হাত ছাড়াব? আর দিল্লীর বাদশারই যদি হাত ছাড়াতে পারি, যমের হাত ছাড়াবার স্থান পৃথিবীতে কোথায়? যে দিন যে অবস্থায় আমার মৃত্যু হবার, সে দিন তা হবেই। যমকে আগে ডেকে আন্‌বার বা এলে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য দিল্লীর বাদশারও নেই। দরিয়া, ও সব কথা ছেড়ে দেও, দুনিয়ার মেয়াদ বড় অল্প; সুখের মেয়াদ তার চেয়ে অল্প; আবার কবে দুঃখ আসবে, সেই ভাবনায় যদি সুখের মেয়াদ-টুকুও কাটিয়ে দিই, তা হ'লে যে সুখটুকু নসীবে ছিল, তাতেও

ফাঁকি পড়তে হয়। তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, এ আঁধার দুনিয়ায় এইটুকু বড় খাঁটী সুখ; এই ভালবাসার অদল-বদলে আপাততঃ যে সুখটুকু পাচ্ছি, ভোগ ক'রে নিই এস। দুঃখের কথা কইতে কইতে খামকা মনে কতকগুলো গরদা জ'মে গেল। তোমার মধুর কণ্ঠে একটি গান গেয়ে সেগুলো সরিয়ে দেও।

দরিয়া। (গীত)

নাগররাজ হামারি।
সুরতসুন্দর, মূরতি মনোহর,
রমণী-মন-মানহারী॥
বীর হিয়া পর প্রেম শতদল,
শোভন মোহন সুধা ঢল ঢল,
অপরূপ বিভব, সৌরভ গৌরব,
কামিনী-কুঞ্জচারী॥

নেপথ্যে। মবারক সাহেব দৌলতখানায় আছেন ?

মবা। কে,—কে ডাকে ?

নেপ। হুজুর, আমি দরবার থেকে এসেছি, বক্‌সীসাহেব পাঠিয়েছেন।

মবা। দরিয়া, ডাকটা ভাল বোধ হচ্ছে না, তুমি বসো, শুনে আসি তোমার আরও গান শুনবো।

[প্রস্থান।

দরি। যার জন্যে আমি পাগল, সেই মবারক আমায় ভালবেসেছে! বাদশাজাদীকে ছেড়ে মবারক আমায় ভালবেসেছে। দিল্লী ফিরে এসে অবধি এক লহমা আমার কাছ-ছাড়া হন্‌নি। বিয়ে হবার আগে যে রকম ভালবাসা ছিল, আবার যেন ঠিক সেই রকম হয়েছে; সেই রকম নিরিবিলি ব'সে মবারক আমার গান শুন্‌তে চায়। এত সোহাগে যে আমার ভয় করে; দরিয়া, এ তো তোর সুখের শেষ নয়?

(মবারকের পুনঃ প্রবেশ)

মবা। দরিয়া, দরবারে যেতে হচ্ছে, চল, আমার পোষাক বের ক'রে দিতে হবে।

দরি। দরবারে!—খামোকা এমন সময়!

মবা। সময় হলেই ডাক পড়ে, তার আর খামোকা কি দরিয়া?

দরি। তুমি কি বলছো? তোমার ও হাসি আমার তো ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না? সত্য বল, কেন ডাক হয়েছে?

মবা। সত্য বল্‌ছি, আমি জানিনি, বাদশাহের হুকুম—খাড়া খাড়া হাজির হতে হবে, বক্‌সী সাহেবের পরোয়ানায় এইমাত্র লেখা;—এই দেখ।

দরি। পরোয়ানা! বক্‌সীর কাছ থেকে! কি এ?—সেলামৎ জনাব ও সরিফ—মেহেরবাণি;—এ সব আদব কায়দা ঠিকই আছে, কিন্তু এই মিষ্টির ভিতরও যেন কেমন একটু

কড়া কড়া ঠেকছে। না, এ ডাক আমার ভাল বোধ হচ্ছে না; তোমার গিয়ে কাজ নেই, ব'লে পাঠাও, তবিয়ৎ দোরস্ত নেই।

মবা। দরিয়া, তোমার পয়দাইস না দিল্লীতে? রংমহলের চাল-চলন তুমি না ওয়াকিব আছ? বাদশাই পরোয়ানা কি "তবিয়ৎ দোরস্ত নেই" শোনে? বাদশাই পরোয়ানা কি তসরিফ্ ফরমাইয়ে টরমাইয়ে পড়লে, এখনি বদলে হাতমে হাতকৌড়ি পাঁওমে জিঞ্জির লাগাইয়ে হোয়ে যাবে। আমি পোষাক বদলাব ব'লে ভিতরে এলুম, তাতেই যেন আহদির চোখে কেমন একটু শোভের নিশানা দেখলুম। যাক্, ও সব কিছুই নয়, চল, পোষাক দেবে চল। দরিয়া, তুমি না সওয়ার হয়ে রেশেলায় কর্ম্ম নিয়েছিলে? তোমার চোখে জল! ভয় কি? গেলুমই বা, আবার দেখা হবে, কত দেরী! জরুরি কাজ আছে বোধ হয়। কোথায় এলচি হয়ে যাবার দরকার হ'তে পারে; লড়ায়ের কাজ হ'তে পারে। দরিয়া, যদি এখনি আমার কোথাও যাবার হুকুম হয়, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবার ফুরসত না পাই, তা হ'লে তুমি খুব হুঁসিয়ারে থাকবে; সহর বদমায়েসে ভরা, আমার দৌলত-আসবাব যা কিছু আছে সব তোমার। খুব হুঁসিয়ার; আমি যোদ্ধা, আমার জীবন-মরণের কিছুই স্থিরতা নেই। তোমার বয়স অতি অল্প, বিধবার বিবাহ হয় আমাদের শাস্ত্রে আছে, জান?

র হ্যাঁ জানি, যমের সঙ্গে—ভালবাসার শাস্ত্রে আছে। আর দরিয়ার শাস্ত্রে আছে যে, দরিয়ার চোখে যে জল বের করে, দরিয়া হয় তার বুকের রক্ত, নয় তার চোখের জল দুটোর একটা দেখে।

রা। পাগলী, দরবারের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক, তাদের সৌভাগ্যেরও ঠিকানা নেই, দুর্ভাগ্যেরও ঠিকানা নেই, তাই দুটো কথা বল্‌লুম ; এখন যে কোন গোলমাল আছে, তা ত বোধ হয় না ; চল, তুমি আমার আদরের আদরিণী, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব ?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুর

যোধপুরী বেগমের কক্ষ

নির্ম্মল ও যোধপুরী

াধ। তুমি এ পাঞ্জা কোথায় পেলে ?

র্ম্ম। আপনার এক পরিচারিকা রূপনগর গিয়েছিল—

াধ। হ্যাঁ হ্যাঁ ; তা—তা তুমি কি—তুমি অবশ্য রূপনগরের রাজকুমারী নও ?

র্ম্ম। না—তবে দিল্লীশ্বরীর অনেক আছে, ক্ষুদ্র রূপনগরকুমারীর কি এক জনও বিশ্বাসী সখী থাকতে পারে না ?

যোধ। আমার পরিচারিকার সংখ্যা নাই, কিন্তু বিশ্বাসী সখী দিল্লীশ্বরীর অদৃষ্টে প্রায় হয় না। যাক, রংমহলের ভিতর অপরিচিতার সঙ্গে গোপন কথা অনেকক্ষণ চলে না, পথের ব্যাপার, রাজসিংহের বীরত্ব এ সব সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছেচে চঞ্চলকুমারীর সাহস, মবারকের মহত্ত্ব কিছুই এখানে গোপন নেই। আহা, রাজপুতকন্যার সম্মান রেখে বুঝি বেচারার প্রাণ যায়! রাজকুমারীকে মবারকের এক প্রকার স্বেচ্ছাক্রমে ছেড়ে আসার কথা দুশ্চরিত্রা কন্যা বোধ হয় পিতার কানে বিষ মাখিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। ঐ মবারকের জন্যে এক দিন প্রাণ যেত; পাষাণী—থাক; এখন তোমাদের রাজকন্যা কোথায়?

নির্ম্ম। উদয়পুরে আছেন।

যোধ। তিনি কি রাণার মহিষী হয়েছেন?

নির্ম্ম। না হননি, হবেন। কিন্তু একটু কাজ বাকী আছে, তাই বিলম্ব হচ্ছে।

যোধ। কি কাজ, বল?

নির্ম্ম। আপনার আজ্ঞা-প্রতিপালন।

যোধ। আমার আজ্ঞা-প্রতিপালন! সে কি?

নির্ম্ম। আপনি চঞ্চলকুমারীকে মতিওয়ালীর দ্বারা অনুমতি করে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন প্রতিজ্ঞা করেন, উদিপূরী তাঁর তামাকু সাজবে।

যোধ। সে ত রাণার মহিষী হ'লে?

নির্ম্ম। আপনার আজ্ঞা তাই বটে। কিন্তু গ্রহদেবতার আজ্ঞা অন্যরূপ।

যোধ। কি রকম?

নির্ম্ম। আমি এক জন বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে রাজকুমারীর অদৃষ্ট গণনা করাতে গিয়েছিলুম, তিনি অনেক খড়ি পেতে খড়ি দেখে কুষ্টী খুলে পাশটি চেলে বল্‌লেন যে, তোমাদের রাজকুমারীর বিবাহ হবে না; আমি বল্লুম, সে কি, বিবাহ হবে না? তিনি বল্লেন, সে এক প্রকার না হবারই কথা। আমি বল্লুম ভেবে বলুন, তিনি বল্লেন যে, পৃথিবী-শ্বরী এসে যদি তোমাদের রাজকুমারীর পরিচর্য্যা করেন, তবে তাঁর বিবাহ হবে। আমার তখন আপনার কথা, উদিপুরীর তামাকু সাজার কথা সব মনে পড়লো, উদি-পুরীও যে আমাদের রাজকুমারীকে দিল্লীতে এনে তামাকু সাজাতে চেয়েছিলেন, তাও মনে পড়লো; রাজকুমারীকে গিয়ে সকল কথা বল্‌লুম; তার পর তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে দিল্লী পাঠালেন।

যোধ। তুমি ত বালিকা, এত দূর একা কেমন ক'রে এলে?

নির্ম্ম। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এসেছি, দিল্লীশ্বর উদয়পুরে কতকগুলি অত্যাচারের ব্যবস্থা করেছেন, তার প্রতিবাদ ক'রে রাণা আমার স্বামীকে দূতস্বরূপ দরবারে পাঠিয়েছেন।

যোধ। তোমার স্বামী দূত হয়ে এসেছেন? তিনি কি জানেন না যে, ক্রোধ হ'লে "দূত অবধ্য" এ কথা ঔরঙ্গজেবের স্মরণ থাকে না?

নির্ম্ম। এ কথা জানেন বলেই তিনি স্বেচ্ছায় এসেছেন; আমার স্বামী শুদ্ধ বীর পুরুষ নয়, কৌশলে আমিও তাঁর শিষ্যা হ'তে পারি।

যোধ। তুমি চতুরাও বটে, সাহসীও বটে, তোমায় দেখে আমি তা বুঝতে পেরেছি।

নির্ম্ম। আমার এ পরিচয়টুকু পাওয়া আপনার আবশ্যক; নইলে আমি আপনার বিশ্বাসভাজন হব কেমন ক'রে? আমার স্বামী দূতবেশে দরবারে যাবেন; কিন্তু পাথরওয়ালাবেশে নগরে থাকবেন, এই কৌশল স্থির ক'রে এখানে এসে-ছিলেন, সেই জন্য তিনি দরবার থেকে ফিরে আসবার পর, বাদশা রাণার পত্র প'ড়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমার স্বামীকে বধ করবার জন্যে তাঁর বাসায় যে লোকজন পাঠান, তারা তাঁর দেখা পাননি; আমি বাসায় ছিলুম, আমায় কোতোয়ালিতে নিয়ে যায়। কোতোয়াল সাহেবকে পরিচয় দিলুম যে, আমি আপনার পরিচারিকা, কিষণজীর চরণামৃতের জন্য উদয়পুরের দূতের নিকট গিয়েছিলুম; কোতোয়াল সাহেব-ই লোক দিয়ে আমাকে আপনার মহলে পাঠিয়ে দেছেন।

যোধ। তার পর—তোমার স্বামী?

নির্ম্ম। চতুরে চতুরে খেলা; বাদশার শত সমাদরেও আমার স্বামী ভুলেননি, তিনি মানুষের চোখ পড়তে পারেন; বুঝেছিলেন যে, মধুর হাসির ভিতর বধের ছুরি লুকান আছে, তাই আর বাসায় যাননি; তাঁর পাথরের দোকানেই আছেন,

এখানকার কাজ শেষ হ'লেই আমি তাঁর সন্ধানে যাব। তিনি বিক্রয়চ্ছলে যত দ্রব্য এনেছেন, তার সকলগুলিতেই একটি গুপ্ত চিহ্ন আছে, তারির দ্বারায় আমি তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবো। এখন এই তামাকু-সাজার নিমন্ত্রণপত্র কি প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছিতে পারে, সেই উপদেশ পাবার জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

যোধ। তার কৌশল আছে, জেব-উন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ। তা এখন চাইতে গেলে গোলযোগ হবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা সরাব খেয়ে বিহ্বল হবে, তখন সে উপায় হবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদীদের মধ্যে থাক, হিন্দুর অন্ন-জল খেতে পাবে।

নির্ম্ম। আপনি যথার্থ রাজপুতকন্যা, এই পুরীমধ্যেও হিন্দুর পূজা আচার বজায় রেখেছেন!

যোধ। ছাই রেখেছি;—বসো বসো, বুঝি জেব-উন্নিসার কাছে যেতে হলো না, ভগবান্ সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন। এই যে উদিপুরী এই দিকেই আসছে, আজ এরির মধ্যেই মাতাল হয়েছে; মদে ওর এক এক দিন করুণার ভাব হয়; সেই দিন অমনি ক'রে মহল মহল ঘুরে বেড়ায়। এইখানেই আসবে, বড ভাল হয়েছে, ঠাণ্ডা মেজাজেই আছে, নইলে কি জানি বললেই হলো "কোতোল।" আমি একটু স'রে যাচ্ছি, এখানে এলেই তুমি সেলাম ক'রে পত্রখানি দিও, এখন কিছু বুঝতে পারবে না; না পারুক, কাল' সকালে বুঝবে, ভয় পেয়ো না।

নির্ম্ম। সে—কি ?

যোধ। বুঝেছি, তুমি ভয় জান না !

[প্রস্থান।

নির্ম্ম। যদি কুৎসিত বস্তুকে মহতের নাম দিলে সেই মহতের অপমান করা হয়, তা হ'লে এই মাতাল খৃষ্টানীকে উদিপুরী নাম দেওয়াতে উদয়পুরের অপমান করা হয়েছে বৈ কি ?

(উদিপুরীর প্রবেশ)

উদি। (প্রমত্তভাবে) আমার খোঁজে কেন ? সবাই কি আমায় চায় ? আমি কি পরী, Damn your eyes হাম নেহি যায়েঙ্গি।

নির্ম্ম। হজরৎ তসলিমাত্।

উদি। বহুত আচ্ছা, কেয়াবাত্! আপকি ইসম্ সরিফ্ ?

নির্ম্ম। শ্রীমতী নির্ম্মল।

উদি। Devil কে—

নির্ম্ম। আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী, চিঠি নিয়ে এসেছি।

উদি। নেই—নেই, By all the saints, আপ ফার্স মুল্লুককা বাদশা হ্যায়, মোগল বাদশাহকো পাশ্‌সে হাম্‌কো ছিন—ছিন লেনে আয়া।

নির্ম্ম। ভাল মাতালের পাল্লায় পড়লুম, কোত্থেকে আমায় ফার্স মুল্লুকের বাদশা ঠাউরে বস্‌লো। একে বোঝাই কেমন ক'রে ? হজরৎ পত্রখানা নিন।

উদি। লেওয়াও, হাম ঠিক হ্যায়, কোন্ বোলতি মায় মাতোয়ালী হুয়া ?

নির্ম্ম। রাম রাম ! কা'র বাবার সাধ্যি সে কথা বলে ? পা যে ঠিক থাকছে না, সে তুনিয়াটা ঘুরছে বোলে।

উদি। কেয়া লিখা, হাঁ—হাঁ, লিখতা ; (পত্রপাঠ) এ্যায় নজনী পেয়ারে মেরে তোমরা সুরত আওর—দেওয়ানা হোগিয়া ওয়াঃ ওয়াঃ ! দেওয়ানা হ্যায়।

নির্ম্ম। তোমার গুষ্টীর মাথা হুয়া হ্যায় !

উদি। (পত্রপাঠ) Damn your eyes ! হ্যাঁ, আওর কিয়া লিখটা ? তোম মেহেরবাণি ফরমায়কে ফওরণ হিঁয়া তস্‌রিফ লেয়াকর মুঝকো কলিজা ঠাণ্ডা করোগি। বাঃ—বাঃ বেশখ ঠাণ্ডা করোঙ্গি। আপকো কলিজা ম্যায় ঠাণ্ডা করোগি।

নির্ম্ম। জ্ঞান হয়ে চিঠি পড়লে তোমারই কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

উদি। By all the Devils ! কোন্ রোখেগা, হুজুরকা পাৎ ময় আলবৎ যাউঙ্গি, আপ্ থোড়া মাপ কিজিয়ে, ময় থোড়া সরাব পিলে, আপবি থোড়া সরাব মোলাহেজা করিয়ে গা ? বহুত আচ্ছা সরাব, বহুত আচ্ছা সরাব ;—ফেরেঙ্গিকো এলচি নজর দিয়া, এ্যায়সি সরাব আপকা মল্লুকমেবি পয়দা নেহি হোতা ; Damn your eyes !

নির্ম্ম। ওটা কি বলে ? না দিশি না ফার্সি।

উদি। সরাব কাঁহা গিয়া, কোন্ লিয়া, (রোদনস্বরে) মেরি

সরাব কোন্ লিয়া, মেরি সরাব কোন্ লিয়া, ম্যায় বেগম সরাব মর যাউঙ্গি ; সরাব—সরাব—সরাব।

[প্রস্থান।

(যোধপুরীর প্রবেশ)

যোধ। পত্রখানা কি কর্‌লে ?

নির্ম্ম। ফার্স মুল্লুকের বাদশার প্রেমলিপি বোলে বুকের ভেতর গুঁজে রেখেছে।

যোধ। তবে কা'ল ঠিক হয়ে পড়বে, তুমি এই বেলা পালাও। নইলে কা'ল একটা গণ্ডগোল হ'তে পারে ; আমি তোমার সঙ্গে এক জন বিশ্বাসী খোজা দিচ্ছি, সে তোমায় মহলের বার ক'রে তোমার স্বামীর নিকট পৌঁছে দেবে, তার সঙ্গে আজই দিল্লীর বাইরে চ'লে যেও ; আর যদি তোমার স্বামীর দেখা না পাও, এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রেখে আস্‌বে ; কিন্তু সাবধান, আমি ধরা না পড়ি।

নির্ম্ম। হজরত সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি রাজপুতের মেয়ে।

যোধ। তবে আমার সঙ্গে এস, কিষণজীকে প্রণাম ক'রে তাঁর কিঞ্চিৎ প্রসাদ পেয়ে যাত্রা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদের অলিন্দ

ঔরঙ্গজেব

ঔর। কি বদ্‌বক্ত, পালিয়ে গেল! আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! কাফের এলচি আমার উপর চাল চাললে, আমার সামনে অত বড় বেয়াদবি রুবকারি আনতে যার হিম্মত হলো, তার শির নিতে পার্‌লুম না! কি ক'রে সোভে কর্‌লে? আমার যে রাগ হয়েছিল, দরবারে ত তার কিছুই নিশেনা দিইনে, ভিতরে কি কিছু নিমকহারামি আছে? দরবার বা মহলের কোন বেইমান কি কাফেরকে আগে হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছিল? রংমহল ঠিক নেই, জেব উন্নিসার নিজের চালচলন ভাল নয়, বাইরের লোক বেশখ রংমহলের ভেতর আসতে পায়। আমার অনেক দিন থেকে মবারক আর জেব-উন্নিসার উপর সোভে ছিল, বস্, আজ মবারকের গুণাগারির খতম্। রাণার এল্‌চি যে জান্ নিয়ে পালিয়েছে, এর ভিতর জরুর বেইমানি আছে; কোথায় এর জড়, খুঁজে বের্ কর্‌তে হবে, কাকেও এতবার নেই, আপনে চস্‌ম্ সবসে বেহেতর।

[প্রস্থান।

(নির্ম্মল ও বনাসীর প্রবেশ)

নির্ম্ম। তুমি ঠিক বলেছ তো খোজা সাহেব? তোমাদের বাদশা লড়ায়ের যোগাড় সত্যি ভাল ক'রে কর্‌ছেন তো? আমার সখীকে রাণার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারবেন ত?

বনা। তুমি কেন ভয় পাচ্ছ নঙ্গনা, বাদশা আলমগীরকে তুমি চেন না, যোগাড় কি সোজা হচ্ছে মনে কর? চার দিকে ডাক হাঁক পড়েছে; মারহাট্টা মুল্লুক থেকে বড় শাজাদা শা আলম ফৌজ নিয়ে আসছেন, বাঙ্গালা থেকে শাজাদা আজিমশা, মূলতান থেকে আকব্বরশা আর এ সওয়ায় খোদ জাঁহাপনা এ লড়ায়ে আপনি কুচ করবেন; তুমি তোমাদের রূপনগরের শাজাদীকে বোলো যে, তিনি কিছুদিন সবুর করুন, উদিপুরওয়ালা কাফের বহুত জল্‌দী জব্দ হবে।

নির্ম্ম। দেখ খোজা সাহেব, চেহারায় তোমায় এক জন আমীর-ওমরাওয়ের মতন দেখছি, তুমি তোমাদের বাদশাকে একটু ভাল ক'রে বোলো যে, দেরী না করেন, তা হ'লে আমাদের রাজকুমারী জহর খেয়ে মরবেন। তিনি বেগম হবার জন্য দিন-রাত কাঁদাকাটি কর্‌ছেন, তোমাদের বাদশার খুপসুরত চেহারার কথা শুনা অবধি তিনি মরমে ম'রে আছেন;—রাণা তাঁকে আট্‌কে রেখেছেন, তা না হ'লে তিনি এত দিন ছুটে বেরিয়ে প'ড়ে দিল্লী এসে রংমহলে ঢুক্‌তেন। খোজাসাহেব তুমি খবর ঠিক জান তো? দেখ তোমার

খবর পেয়ে তবে আমি আমাদের রাজকুমারীকে আশ্বাস দিব।

দেনা। আমি জানি নি? খবর খোঁজা আমার কাজ!

নির্ম্ম। (স্বগত) দেখি, যতগুলো সংবাদ যোগাড় ক'রে রাণাকে দিতে পারি, কিছু না কিছু উপকার লাগলেও লাগতে পারে। (প্রকাশ্যে) খোজা সাহেব, তোমার যা চেহারা আর কায়দা, তাতে তোমাকে মুল্লুকের উল্লুক হ'লে তবে মানায়।

দেনা। কি বল্‌ছো মালীক মুলুক?

নির্ম্ম। হাঁ হাঁ, ঐ তোমরা যে কি বল, আমরা গরীব হিন্দু মানুষ, অত কি বুঝতে পারি? তা দেখ খোজা সাহেব—

দেনা। আরে এ ক্যা! ক্যা আফৎ! ভাগো ভাগো—

[পলায়ন।

নির্ম্ম। আ মর, মিন্‌ষেকে ভূতে পেলে না কি? কথা কইতে কইতে পালালো কেন? আমাকেও পালাতে বল্‌লে; কই, এখানে কি? ঐ একটা কে পাকা-চুলো মিনষে আসছে না?—ওকে দেখে কি পালাব? কেন, ওটা কে—ভূত না প্রেত?—এই দিকেই আস্‌ছে, আসুক। নির্ম্মল ভূত-প্রেতকেও ভয় করে না যে পালাবে।

(ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ)

ঔর। তুমি কে?

নির্ম্ম। আমি যে হই না কেন।

ঔর। তুমি কোথা যাচ্ছিলে?

নির্ম্ম। বাইরে।

ঔর। কেন?

নির্ম্ম। আমার দরকার আছে।

ঔর। দরকার ভিন্ন কেউ কিছু করে না, আমার জানা আছে; কি দরকার?

নির্ম্ম। আমি বলবো না।

ঔর। তোমার সঙ্গে কে আসছিল?

নির্ম্ম। আমি বলবো না।

ঔর। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখছি, কি জাত?

নির্ম্ম। রাজপুত।

ঔর। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক?

নির্ম্ম। (স্বগত) প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু যোধপুরী বেগমের নাম কারো কাছে করবো না, কি জানি, যদি তা'র কোন অনিষ্ট ঘটে! (প্রকাশ্যে) আমি এখানে থাকি না, আজ এসেছি।

ঔর। কোথা থেকে এসেছ?

নির্ম্ম। (স্বগত) মিথ্যা বলবো কেন, এ আমার কি করবে! রাজপুতের মেয়ে কার ভয়ে মিথ্যা বলবে? (প্রকাশ্যে) আমি উদয়পুর থেকে এসেছি।

ঔর। কেন এসেছ?

নির্ম্ম। আপনাকে অত পরিচয় দিয়ে কি হবে? এত জিজ্ঞাসা-বাদ না ক'রে আপনি যদি আমাকে ফটক পার ক'রে দেন, তা হ'লে বিশেষ উপকৃত হব।

ঔর। তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে ফটক পার ক'রে দিতে পারি।

নির্ম্ম। আপনি কে, তা না জান্‌লে আমি সকল কথা আপনাকে বলবো না।

ঔর। হিন্দুস্থানের লোকে আমাকে আলমগীর বাদশা বলে।

নির্ম্ম। (স্বগত) এঁ্যা! হঁ্যা—হঁ্যা, সেই—সেই ছবি! ঠিক্ সেই ত বটে। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা, গোস্তাকি মাপ হয়, হুকুম ফরমাইয়ে।

ঔর। এখানে কার কাছে এসেছিলে?

নির্ম্ম। হজরত বাদশা-বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

ঔর। কি বল্‌লে, উদয়পুর হ'তে উদিপুরীর কাছে কেন?

নির্ম্ম। পত্র ছিল।

ঔর। কার পত্র?

নির্ম্ম। মহারাণার রাজমহিষীর।

ঔর। কৈ সে পত্র?

নির্ম্ম। হজরত বেগম-সাহেবাকে দিয়েছি।

ঔর। পত্রে কি লেখা আছে, তুমি জান?

নির্ম্ম। জানি।

ঔর। আমি শুনতে পাই নে?

নির্ম্ম। বেগম সাহেবা স্বয়ংই আপনাকে বলবেন।

ঔর। না হয় তুমিই বল্‌লে।

নির্ম্ম। আমার বয়স বড় কাঁচা।

ঔর। তা'তে কি?

নির্ম্ম। এখনও সংসারে অনেক সাধ মনে আছে।

ঔর। থাক না।

নির্ম্ম। পত্রের কথা আমি আপনাকে শুনালে মনের সাধ মনেই থেকে যাবে।

ঔর। কেন?

নির্ম্ম। শুনেছি, আপনাদের কথায় কথায় কোতোলের হুকুম; হাস্‌লে কোতোল, কাঁদলে কোতোল, আর সে পত্রের কথা আপনাকে বল্‌লে আমার এত সাধের মাথাটি কি থাকবে?

ঔর। তুমি বল, তোমার ভয় নেই।

নির্ম্ম। দেখবেন, অভয় দিয়েছেন, স্মরণ রাখবেন।

ঔর। আচ্ছা, তুমি বল।

নির্ম্ম। আমাদের রাজকুমারী অতিথিসৎকার করতে বড় ভালবাসেন, তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, উদীপুরী বেগমসাহেবা তাঁকে যত্ন ক'রে দিল্লী আনিয়ে তামাক সাজাবেন; পাছে ভদ্রতায় কমতি যান, এই জন্য আমাদের রাজকুমারী আগে থাকতেই পত্র লিখে বেগম সাহেবাকে ঐ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঔর। কি বাঁদী তুই আমার সাম্‌নে! কই হ্যায়?

নির্ম্ম। পৃথিবীতে রাষ্ট যে, দিল্লীশ্বর আলমগীর বড় ধর্ম্মভীতু, অভয় দিয়ে প্রাণে মারা আপনার কোন্ ধর্ম্মসঙ্গত?

ঔর। যাঃ, তোর মত ক্ষুদ্র জীবকে মেরে কি হবে? সমস্ত রাজপুতনায়

আগুন লাগালে তবে এর প্রতিশোধ হবে। তুই কি প্রকারে এ মহলমধ্যে প্রবেশ কর্‌লি ?

নির্ম্ম। বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আমি এ কথার উত্তর দেব না।

ঔর। কি! এত হেমাকত? আমি দুনিয়ার বাদশা, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুই উত্তর দিবি নে ?

নির্ম্ম। দুনিয়া হুজুরের, কিন্তু রসনা আমার; আমি যা না বলবো, দুনিয়ার বাদশা তা কিছুতেই বলাতে পারবেন না।

ঔর। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করছো, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কেটে ফেলে কুকুরকে খাওয়াতে পারি।

নির্ম্ম। দিল্লীশ্বরের মর্‌জী, কিন্তু তা হ'লে যে সংবাদ আপনি খুঁজছেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হবে!

ঔর। সেই জন্য তোমার জিভ রাখলেম, তোমার প্রতি এই হুকুম দিচ্ছি যে, আগুন জ্বেলে তোমাকে কাপড়ে মুড়ে একটু একটু ক'রে তাতারীরা পোড়াতে থাকুক, আমার হুকুমে যা বলবে না, আগুনের জ্বলনে তা বলবে।

নির্ম্ম। হিঁদুর মেয়ে আগুনে পুড়ে মরতে ভয় করে না; হিন্দুস্থানের বাদশা কি শোনেননি যে, হিঁদুর মেয়ে হাসতে হাসতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চ'ড়ে পুড়ে মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাচ্ছেন, আমার মা, মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনে মরেছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে শুয়ে সেই আগুনেই জীবন্ত পুড়ে মরি।

ঔর। সে কথার মীমাংসা পরে করবো, আপাততঃ তুমি এই মহলের একটা কামরার ভিতর চাবি বন্ধ থাক; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হলেও কিছু খেতে পাবে না; তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করবে, তখন কবাটে ঘা মেরো, প্রহরীরা দোর খুলে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবে, তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে পান আহার কর্‌তে পাবে।

নির্ম্ম। সাহান্‌শা, আপনি কখনও কি শোনেননি যে, হিন্দু স্ত্রী-লোকেরা ব্রত-নিয়ম করে; ব্রত-নিয়মের জন্য এক দিন দু'দিন তিন দিন নিরম্বু উপবাস করে: শোনেননি শরণা-ধরণার জন্য অনিয়মিত কাল উপবাস করে, শোনেননি তাঁরা কখন কখন উপবাস ক'রে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা, এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

ঔর। ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করলেম, তোমাকে ধনদৌলত দিয়ে বিদায় করবো, তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।

নির্ম্ম। রাজপুত-কন্যা যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধনদৌলতকেও তেম্‌নি। সামান্য স্ত্রীলোক আমি, নিজগুণে আমাকে বিদায় দিন।

ঔর। দিল্লীর বাদশার অদেয় কিছুই নেই, তাঁ'র কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নেই?

নির্ম্ম। আছে, নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

ঔর। কেবল সেইটি এখন পাচ্ছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করবার, কি ভয় করবার কিছুই নেই ?

নির্ম্ম। প্রার্থনীয় আছে বৈ কি ? কিন্তু দিল্লীর বাদশার রত্নাগারে সে রত্ন নেই।

ঔর। এমন কি সামগ্রী ?

নির্ম্ম। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশা ঐশ্বর্য্যশালী, দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি নিতে পারেন ?

ঔর। বটে—বটে, এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম ; তুমি জান, এখনি আমার হুকুমে বাবুর্চ্চিখানা থেকে খাবার এনে তোমার মুখে গুঁজে দেবে।

নির্ম্ম। জানি, আপনাদের সে বিদ্যা আছে, সেই বিদ্যার জোরেই এই সোনার হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছেন। জানি, গরুর পাল সম্মুখে রেখে লড়াই করেই মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করেছে। নইলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মোগলের বাহুবল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে ক'রে দিতে হলো। শোনেননি কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না নিয়ে এক পা-ও চলে না ! আমার নিকট এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ এই খাবার নিয়ে এই ঘরে পা দেবার পরেও যদি তা আমি মুখে দিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেউ তা দিতে পারবে না। জাঁহাপনা !

আপনার বড় ভাই দারাশেকোকে বধ ক'রে তাঁর দু'টো কবিলা কেড়ে আনতে গিয়েছিলেন, পেরেছিলেন কি? অধম খৃষ্টানীটা এসেছিল জানি, রাজপুতনী দিল্লীর বাদশাকে শত ধিক্কার দিয়ে স্বর্গে চ'লে যায়নি কি? আমিও তেমনি তোমায় সহস্র ধিক্কার দিয়ে স্বর্গে চ'লে যাব।

ঔর। (স্বগত) কি এ! এমন স্ত্রীলোক তো আমি কখনও দেখি নে। স্ত্রীলোকই কি পুরুষই কি, জগতে এমন কে আছে যে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে এই রকম কথা বলে? একটু পূর্ব্বে যে আমার নিকট অভয় চেয়েছিল, সে কি তবে ব্যঙ্গ ক'রে? আশ্চর্য্যই বা কি, এরাই ত গান করতে করতে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে! এরূপ নারীর গর্ভে স্থান পায় বলেই রাজপুতদের মধ্যে নির্ভয়-হৃদয় বীর সব জন্মগ্রহণ করে। মাল্লেই মারতে পারি, কিন্তু এ অমূল্য রত্ন, একে বধ করা হবে না। একে বশীভূত করবো।

নির্ম্ম। আমার প্রতি এখন কি আজ্ঞা হয়?

ঔর। বল্‌ছি, আমি ভাবছিলুম, তোমাদের দেশে পুরুষকে ইঙ্গিতে প্রেমের পরিচয় দিতে হ'লে স্ত্রীলোকেরা কি গালাগালি দিয়ে রসিকতা করে?

নির্ম্ম। আবার প্রেমের কথা উঠছে কেন জাঁহাপনা?

ঔর। তোমার নাম কি পিয়ারী?

নির্ম্ম। ও কি জাঁহাপনা, আরও রাজপুত-মহিষীতে সাধ আছে

না কি? তা সে সাধ পরিত্যাগ করতে হ'চ্ছে, আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।

ঔর। সে কথা এখন থাক, এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রংমহল মধ্যে বাস কর। এই হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করবে না।

নির্ম্ম। কেন আমাকে আটক করছেন?

ঔর। তুমি এখন দেশে গেলে আমার বিস্তর নিন্দা করবে, যাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এখন তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবো। পরে তোমাকে ছেড়ে দেব।

নির্ম্ম। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাবার সাধ্য নেই, কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হ'লে আমি দিন কত থাকতে পারি।

ঔর। কি কি কথা?

নির্ম্ম। হিন্দুর অন্ন-জল ভিন্ন আমি স্পর্শ করবো না।

ঔর। তা স্বীকার করলেম।

নির্ম্ম। কোনও মুসলমান আমাকে স্পর্শ করবে না।

ঔর। তাও স্বীকার করলেম।

নির্ম্ম। আমি কোন রাজপুতবেগমের নিকট থাকবো।

ঔর। তাও হবে, আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রেখে দেব। আমার হুকুমে বেগমের মত তোমাকে সকলে মান্য করবে, তোমার কোন কষ্ট হবে না, কেবল আমায় না ব'লে তুমি বাইরে যেতে পাবে না। কই হ্যায়?

(জনৈক খোজার প্রবেশ)

এঁকে সঙ্গে ক'রে শাজাদীর কাছে নিয়ে যাও, বল, এঁকে বেগমের ইজ্জতে রাখবার বন্দোবস্ত করেন ।

[খোজার সহিত নির্ম্মলের প্রস্থান ।

মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবিয়ে দেব, তাতে সন্দেহ করি না। রাজসিংহের রাজ্য থাকবে না, তার রূপনগরী রাণীকে না কেড়ে আনতে পারলে আমার মান বজায় হবে না। কিন্তু রাজ্য পেলেই যে আমি রাণার মহিষীকে পাব, এমন ভরসা করা যায় না, কেন না, রাজপুতের মেয়ে কথায় কথায় চিতেয় উঠে পুড়ে মরে, কথায় কথায় বিষ খায়, আমার হাতে পড়বার আগে সে সয়তানী প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করতে পারি, তবে এর দ্বারা তাকে ভুলিয়ে আনতে পারবো না ? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হবে না ? আমি দিল্লীর বাদশা, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করতে পারবো না ? না পারি, তবে আমার বাদশাই নামোনাসেফ ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

জেব-উন্নিসার কক্ষ

জেব-উন্নিসা

জেব। বেয়াদব।—বেতমিজ! আমায় বেইজ্জত! এত বড় গোস্তাকি যে, আমার হুকুম তামিল কর্‌লি নি? গোলাম কি গোলাম তুই, তোকে আমি মাটী থেকে আশ্‌মানে তুলেছিলুম; হাজারো বাঁদী খোজা হামেহাল যার খিজমৎ করে-পায়ের জুতো পায়ে ক'রে ঘুরিয়ে যে পরে না, চামেলি মতিয়ার খোসবু যার কড়া লাগে, সে নিজে তোর মুখে খিলি তুলে দিয়েছে, হাতে ক'রে আতর-গোলাপ মাখিয়েছে, কি জন্যে, কি জন্যে, কি জন্যে! দরিয়াকে দেবার জন্যে? বাঁদীর বাঁদীর ভোগের জন্য কি মবারক তোকে আমি আমার মনের মতন ক'রে নিয়েছিলুম! আমি আল-বোলায় তামাক টান্‌তে টান্‌তে মুখের নল যে মুখে দিয়েছি, সেই মুখে তুই কি না দরিয়াবাঁদীর—। কমিনা বাঁদীর—পাঁয়ের কি জুতি বরাবর বাঁদীর—বাঁদীর—বাঁদীর! কি আর বলবো। মুখে আনতে পারি নে, মনে আনতে পারি নে, আমার মগজ গরম হয়ে যাচ্ছে, দেওয়ানা হব না কি! গুলাব কোথায়? (মস্তকে গোলাপসিঞ্চন) কেন আমি দেওয়ানা হব? বাদশাজাদী আমি, আলমগীর বাদশার পেয়ারের মেয়ে, রংমহলের মালিক। রংমহলের কি? আমিই

মালেকে মুল্লুক, আমি পিঁপড়ের মতন জুতোয় পিষে মারতে পারি যে গোলামকে, তার জন্য দেওয়ানা হব? আমীর ওমরাহ জাঙ্গী জোয়ান, খুপসুরত সব কত আছে, যার উপর আমি মেহেরবান হব, সে-ই হাতে বেহেস্ত পাবে, বাদশা-জাদীর আবার ভালবাসা কি! [আমার সব সমান: সব সমান। দরিয়ার কাছে ব'সে বুঝি আমার কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হচ্ছিল! জেব-উন্নিসার ভালবাসার—পেয়ারের গল্প হচ্ছিল? আমি যে আতর বকসিস্ করেছি, তা বুঝি দরিয়ার গায়ে মাখান হচ্ছিল! তাই আমার হুকুমে হাজির হলিনি—এইবার মর। জান না, আমি বাদশাকে যা বলবো তাই হবে। জান না যে, তোড়া তোড়া আসরফি দিয়ে আমি খবর কিনে থাকি। টের পাওনি যে, রূপনগর-ওয়ালীকে গাফিলি ক'রে ছেড়ে আসবার খবর আমার কাছে আগে পৌঁছেচে। মবারক, তোমার মরবার ছুরি আমার কাছে ছিল, তা টের পাওনি? ছুরি নয়, কোতোল নয়, লড়াইয়ে তোপে তলওয়ারে মরবার জন্য জঙ্গী জোয়ান সব হামেসা তৈয়ারী, সে মরায় মবারক তোর শাস্তি হবে না।] যাতনা চাই, যাতনা, যাতনা! জল্‌তে জল্‌তে ছট্‌ফট করতে করতে মরবে;—তার পর দরিয়া পাগল হবে, দৌলত সব সরকারে আটক করবো, ভিক্ষা মাগবে, দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ধুলো মেখে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে; ছেলেরা পাথর মেরে মেরে তাকে মেরে ফেলবে; কি পাগলা হাতী শুঁড়ে ক'রে তাকে আছাড়

দিয়ে মেরে ফেলবে! আমি সেই সব শুনবো, মবারকের মরা শুনবো, শুনে জান্ জুড়াব, কলিজা ঠাণ্ডা করবো!

(প্রহরিণীর প্রবেশ)

প্রহ। তসলিমাৎ।

জেব। কেন এসেছিস্—চলে যা।

প্রহ। হজরত গোস্তাকি মাফ হয়, খবর আছে।

জেব। জল্‌দি বল, আমার মেজাজ আচ্ছা নেই।

প্রহ। হজরত মবারক সাহেব—

জেব। মবারক সাহেব কি? হাজির আছে? মাফ চাচ্ছে? নেই, নিকাল দেও।

প্রহ। না হজরত মোবারক সাহেব আর আপনার কাছে হাজির হবেন না, তাঁর সাজা হয়ে গেছে।

জেব। সাজা হয়ে গেছে! বেশ—বেশ! আচ্ছা হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে; কেমন জব্দ, কেমন জব্দ! কি শুন্‌লি, আরও বল্।

প্রহ। শুনলুম, কেউটে সাপ দিয়ে খাওয়ান হয়েছে।

জেব। বা—বা—বাঃ, বেড়ে হয়েছে! কি রকম কি হলো?

প্রহ। শুনলুম পরোয়ানা পেয়েই তিনি বক্‌সী সাহেবের হুজুরে হাজির হয়েছিলেন। দুটো পিঁজরেয় দুয়ো নয়া কেউটে তোয়ের ছিল; খাঁ সাহেব দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, সে তাঁ'র জন্যে। বক্‌সী সাহেবের কথায় একটা পিঁজরেয় পা দেবা-মাত্র একটা কেউটে খাঁ সাহেবের পায়ে ছোবল মার্‌লে,

মবারক সাহেবের মুখের চেহারায় বোধ হয়েছিল যে, চোট জবর হয়েছে। কোন কথা তিনি কর্‌নি।

জেব। জেব-উন্নিসা কে, তখন বুঝতে পার্‌লে কি! তার পর আরও বল্।

প্রহ। বক্‌সী সাহেবের ইসারায় দোস্‌রা পিঁজরের পা দিলেন, এ কেউটেও খুব জোরে চোট দিলে; জহর আগেই চড়েছিল, এখন আরও জোরে চড়ল, তখন একেবারে ঢ'লে প'ড়ে গেলেন।

জেব। আমি সেইখানে হাজির থাক্‌লে জুতি সমেত দশ লাথ দিতুম! নে বাঁদী, তোর খবরে আমি বড় খুসী হয়েছি: এই মতির মালা নে;—তার পর কি বল্।

প্রহ। (তসলিম করিয়া) তার পর আর কিছু না; জ্বালার চোটে খানিকটা উঃ, আঃ, করেছিলেন, ক্রমে শরীর নীল হয়ে গেল, বেচইন হলেন, তার পর সব খতম। যে খবর দিলে, সে লাশ কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখে এসেছে।

জেব। মরেছে,—আমার কলিজা ঠাণ্ডা হলো! কোন কথা বলেনি?

প্রহ। এক কথা বলেছিলেন যে, "বক্‌সী সাহেব, যে জিজ্ঞাসা করবে, তাকে বলবেন, শাজাদী আলম জেব-উন্নিসা বেগম-সাহেবার মরজি মবারকে আমার জান গেল।"

জেব। তাই তো গেল! গেলই তো তাই! যাবে না—যাবে না! যা সব আজ খুসী কর, ফূর্তি কর, সরাব খা, মবারক মরেছে

আমার আহ্লাদ হয়েছে! খুব আহ্লাদ হয়েছে, খুব আহ্লাদ হয়েছে! কেমন জব্দ হয়েছে! আমার অপমান! মরেছে, মরেছে, কেউটের কামড়ে মরেছে! জ্বলে জ্বলে মরেছে, চোপ, আহা—হা কি? বেশ হয়েছে মরেছে, তার আবার দুঃখ কি! বাদশাজাদীর দুঃখ! যা তুই যা, স্ফূর্ত্তি কর গে যা। (প্রহরিণীর প্রস্থান) উঃ,—মনে করেছিল, আমি ভালবাসি, মারতে পারবো না। ভালবাসি—ভালবাসি! বাদশাজাদী কখনও ভালবাসে? ও ত ছোট লোকের কায। বেশ হয়েছে, মরবার সময়ও আমায় মনে পড়েছে;—মনে পড়েছে—আমায় মনে পড়েছে! দরিয়াকে নয়—দরিয়াকে নয়, আমার মুখ ভাবতে ভাবতে মরেছে! কেউটের কামড়ে, উহু—হু—হু—হু! আঃ, কেন ম'লো, কেন মাল্লেম—কেন মারলুম! হয় তো মনে মনে তখন আমার কাছে মাপ চেয়েছে। বেশ করেছি মেরেছি—সে পাজী, তাকে মারব না? না—না, কেন গেল, কেন গেল! ওহো—হো—হো—হো—হোঃ, বুকের ভিতর ও কি করে? বুকের ভিতর এমন কচ্চে কেন? আমার কি হলো—কি হলো!

(নেপথ্যে)

দরি। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, প্রাণ চাস তো আমায় ধরিস্‌নে।

প্রহ। ও রে, এ কে রে? এ যে সেই দরিয়া, মাতাল হয়েছে না কি?

দরি। খবরদার! তলোয়ার দেখেছিস্, রক্তারক্তি করব; খবরদার!

প্রহ। ও রে, ক্ষেপেছে,—ক্ষেপেছে,—দরিয়া ক্ষেপেছে, পালা—পালা—

জেব। মবারক—মবারক! না—না, আর তো মবারক নেই—কে আর এসে আমার বুক জুড়ুবে, ও রে প্রাণ, তুই অমন কচ্ছিস্ কেন? গরীবের—ইতরের প্রাণের মতন কেঁদে উঠ্ছিস কেন? ছি—ছি—ছি! তুই যে বাদশাজাদীর প্রাণ, তোর আবার কান্না কিসের? থাম্ থাম্,—চোখে জল, খবরদার—খবরদার, চোখে জল—আমার চোখে জল, বাদশাজাদীর চোখে জল, জেব-উন্নিসার চোখে জল! অশ্রু, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই আমার চোখে? দূর—দূর; তফাৎ—তফাৎ, দূর—দূর—দূর—দূর! এ যে যায় না—যায় না, হুকুম মানে না। চোখের জল হুকুম মানে না! মান্‌লে না,—প্রাণ কথা শুনলে না—চোখ হুকুম মানলে না!

দরি। (নেপথ্যে) খবরদার, আজ সাপের খেলা! সাপের খেলা! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, খবরদার! নইলে কেটে ফেলব, কেটে ফেলব।

জেব। মবারক মবারক! নেই—নেই—গেছে—একেবারে গেছে—আর ফির্‌বে না! কেন ফির্‌বে না? সে আর একেবারে থাক্‌বে না ব'লে তো মারি নে, গায়ের জ্বালায় মেরে ফেলেছি—জব্দ করবো ব'লে মেরে ফেলেছি। সে জব্দ হবে আমি দেখবো! এ্যায় খোদা—এ্যায় খোদা! আর কারে দেখবো, আর কারে দেখবো! সে কোথায় জব্দ হচ্চে, আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি নে! তবে কি জব্দ কল্লুম? সে যে চ'লে গেল—চ'লে গেল! কেমন জব্দ হচ্চে—কেমন জব্দ হচ্চে—

তা তো আমায় দেখতে দিলে না; সে জব্দ হবে, আমি আহ্লাদ করবো, সে তো তা দেখতে এলো না! চ'লে গেল, কোথায় গেল—আর আসবে না? এস এস প্রাণনাথ! এস এস হৃদয়ের ধন! এস আমার—আমার মবারক! বাদশাজাদী কাঁদছে দেখে যাও! বাদশাজাদীও ভালবাসে দেখে যাও; উহুঃ হুহু—হাঃ হাঃ! বুক কেমন করে! কেমন করে! যায় যায়!

(দরিয়ার প্রবেশ)

দরি। কই কই সাপিনী কই? সাপের কামড়ে মবারককে মেরে ফেলেছে? প্রাণনাথ আমার সর্পাঘাতে মরেছে; যে সাপিনী মেরেছে, তাকে আজ কামড়াব; আমি সাপিনী। দরিয়া সাপিনী, জেবও সাপিনী, আজ সাপিনী সাপিনীতে লড়াই, সাপিনী আজ সাপিনীকে কামড়াবে। (সর্প-গর্জ্জন)

জেব। আর আসবে না, আর আসবে না, কেমন জব্দ করেছি, তাকে বলতে পাব না? ওহো! হো হো—

দরি। এই যে এই যে—মর সাপিনী

জেব। মার, মার,—কে এসেছে? মার, মেরে ফেল, নইলে সবাই দেখবে চোখে জল—দেখবে চোখে জল—ছি ছি ছি!

দরি। এ কি এ! এ কি এ! বাঃ বাঃ, বহুত আচ্ছা! তবে মারবো না, আর মারবো না: দে তলওয়ার ফেলে, আর মারবো না! হা হা হা! চোখে জল,—চোখে জল,—বাদশাজাদীর চোখে জল! যে দরিয়ার চোখে জল বার করেছে, তার চোখে জল! হা হা হা!—

জেব। কে দরিয়া! তুই কাঁদছিস্? কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাস্তা দিয়ে এলি? কত লোকে আহা করেছে! আমায় তো তা কেউ কর্‌ল না; আমায় তো কেউ আহা করবে না, চোখে জল দেখে সবাই হাসবে, সবাই হাসবে

দরি। হা হা হা! ভোগো ভোগো, আমায় ভুগিয়েছ, নিজে ভোগো; আমি তাকে মেরে ফেলিনি, তুই তাকে মেরে ফেলেছিস, আরও ভোগো ভোগো, আমার চেয়ে ভোগো! হা হা হাঃ! চোখে জল—চোখে জল, হা-হা-হা—

জেব। হাসিস্ নে, হাসিস নে দরিয়া, তাকে ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন, দুজনে তাকে নিয়ে ঘর করবো আর তোরে বাঁদী বল্‌বো না। ও রে খোদার কাছে বাঁদী নেই, বাদশাজাদী নেই, এই গ্যাখ, আমার চোখে জল! হুকুম মান্‌লে না, চোখের জল বাদশাজাদীর হুকুম মানলে না, বেয়াদব প্রাণ বাদশাজাদীর কথা শুনলে না! ও রে দরিয়া, তোর গলা ধরে কাঁদি আয়! বাঁদীর চোখের জলে বাদশাজাদীর চোখের জল মিশাই আয়! ও রে দুঃখীর শুধু কান্না নয়, দুঃখীর শুধু কান্না নয়, বড়কেও কাঁদতে হয়, বাদশাজাদীকেও কাঁদতে হয়। ভালবাসার জন ছেড়ে গেলে সবার প্রাণে সমান বাজে, দুঃখী ধনী সবার চোখে সমান জল ঝরে—ও হো হো হো—প্রাণের মবারক।

দরি। ও হো হো হো—মবারক আমার—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ঔরঙ্গজেবের শিবির

ঔরঙ্গজেব ও নির্ম্মলকুমারী

ঔর। ইমলিবেগম! তুমি আমার, না রাজপুতের?

নির্ম্ম। দুনিয়ার বাদশা দুনিয়ার বিচার কচ্ছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন্।

ঔর। আমার বিচারে এই হচ্ছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুত মহিষীর সখী; সুতরাং তুমি রাজপুতেরই।

নির্ম্ম। জাঁহাপনা, বিচার কি ঠিক হলো? আমি রাজপুতের কন্যা বটে; কিন্তু হজরত যোধপুরীও তাই, আপনার পিতামহী প্রপিতামহীও তাই: তাঁরা মোগলবাদশার হিতকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি?

ঔর। এঁরা মোগলবাদশার বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্ম। আমি শাহেনশা আলমগীর বাদশার ইমলিবেগম।

ঔর। তুমি রূপনগরীর সখী।

নির্ম্ম। যোধপুরীরও তাই।

ঔর। তবে তুমি আমার।

নিম্ম। আপনি যেমন বিচার করেন।

ঔর। আমি তোমাকে একটি কাজে নিযুক্ত কর্ত্তে চাই ; যাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে, এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত কর্ত্তে ইচ্ছা কর্‌বি, তুমি তা করবে?

নিম্ম। কি কায, তা না জানলে বল্‌তে পারি না। আমি কোন দেবতা-ব্রাহ্মণের অনিষ্ট কর্ত্তে পারবো না।

ঔর। আমি তোমাকে সে সব কিছু কর্ত্তে বল্‌বো না। আমি উদয়পুর নগর দখল করবো, রাজসিংহের রাজপুরী দখল করবো, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু রাজপুরী দখল হ'লে পর রূপনগর-কুমারীকে হস্তগত কর্ত্তে পারব কি না সন্দেহ! তুমি সে বিষয়ে সহায়তা করবে।

নিম্ম। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ কচ্ছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে এনে আপনার হস্তে অর্পণ করব।

ঔর। সে কথা বিশ্বাস করি ; কেন না তুমি নিশ্চয় জান, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাকে টুক্‌রো টুকরো ক'রে কেটে কুকুরকে খাওয়াতে পারি।

নিম্ম। পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হয়ে গেছে ; কিন্তু আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা কর্‌বো না। তবে আপনি পুরী অধিকার করবার পর তাঁকে আমি জীবিত পাব কি না সন্দেহ। রাজপুত মহিষীদের রীতি এই যে, শত্রুর

হাতে পড়বার আগে চিতেয় প'ড়ে পুড়ে মরে। তাঁকে জীবিত পাব না বলেই এ কথা স্বীকার কচ্ছি। নইলে আমা হ'তে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘট্‌বে না।

ঔর। এতে অনিষ্ট কি, সে তো বাদশার বেগম হবে।

(খোজার প্রবেশ)

খোজা। জাঁহাপনা, পেস্কার সাহেব দরবারে হাজির।

ঔর। কি খবর ?

খোজা। হজরত আকব্বরশার পঞ্চাশ হাজার সেনা মারা পড়েছে। বাকি কোথায় পালিয়েছে, খবর হচ্ছে না।

ঔর। হুঁ, ছেলেমানুষ পেয়ে রাজপুত বড় অত্যাচার করেছে বটে। আচ্ছা, আমি স্বয়ং দেখবো। যাও পেস্কারকে বল, এখনি ডেরা উঠাবার হুকুম দেন।

[খোজার প্রস্থান।

নির্ম্ম। (স্বগত) দেখ দেখি, এমন সময় বাদশা আটকে রাখলে ; এখন যোধপুরী বেগমের সামনে থাকলে একটু রূপনগরী নাচ নেচে নিতুম।

ঔর। আমরা তাঁবু ভাঙ্গছি, লড়ায়ে যাব, তুমি কি এখন উদয়পুরে যেতে চাও ?

নির্ম্ম। না, এখন আমি ফৌজের সঙ্গে যাব, যেতে যেতে যেখানে সুবিধা বুঝবো, সেইখান হ'তে চ'লে যাব।

ঔর। কেন যাবে ?

নির্ম্ম। শাহানশাহের হুকুম।

ঔর। আমি যদি না যেতে দি, তুমি কি চিরদিন আমার রংমহলে থাকতে সম্মত হবে?

নির্ম্ম। আমার স্বামী আছেন।

ঔর। যদি তুমি ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ কর, যদি সে স্বামী ত্যাগ কর, তবে উদিপুরী অপেক্ষা গৌরবে থাকবে।

নির্ম্ম। তা হবে না জাঁহাপনা!

ঔর। কেন হবে না, কত রাজপুতকন্যা ত মোগলের ঘরে এসেছে।

নির্ম্ম। তারা কেউ স্বামী ত্যাগ ক'রে আসেনি।

ঔর। যদি তোমার স্বামী না থাকতো, তা হোলে আসতে?

নির্ম্ম। এ কথা কেন?

ঔর। কেন? তা বল্‌তে লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাকে বলিনে; আমি প্রাচীন হয়েছি, কিন্তু কখনও কাকেও ভালবাসিনে; এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবেসেছি, তাই তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাক্‌লে তুমি আমার বেগম হতে, তা হ'লে এ স্নেহ-শূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্ম্ম। জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কায করেছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয়?

ঔর। তা বল্‌তে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবার বয়স আমার আর নাই: আর তুমি সুন্দরী হ'লেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর

কোথাও সত্য কথা কখনও পাইনে, সেই জন্য বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা আর সাহস দেখে তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী ব'লে বিশ্বাস হয়েছে। যাই হোক, আলমগীর বাদশা তোমা ভিন্ন আর কারও কখনও বশীভূত হয়নি; আর কারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয়নি।

নির্ম। শাহানশা! আমাকে একদিন রূপনগরের রাজকন্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তুমি কাকে বে কোত্তে ইচ্ছা কর? আমি বলেছিলুম আলমগীর বাদশাকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, কেন? আমি তাঁকে বোঝালেম যে, আমি বালিকা-কালে বাঘ পুষেছিলুম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ ছিল; বাদশাকে বশ কর্‌তে পার্‌লে আমার সেই আনন্দ হবে, আমার ভাগ্য বশতই অবিবাহিতা অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি: আমি যে দীন-দরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করেছি, তাতেই আমি সুখী, এখন আমাকে বিদায় দিন।

ঔর। দুনিয়ার বাদশা হলেও কেউ সুখী হয় না, কারও সাধ মেটে না! এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবেসেছি, কিন্তু তোমাকে পেলুম না। তোমায় ভালবেসেছি, আটকাব না, ছেড়ে দেব; তুমি যাতে সুখী হও, তা কর্‌বো, যাতে তোমার দুঃখ হয়, তা কর্‌ব না। তুমি যাও, আমাকে স্মরণ রেখ, যদি কখনও আমা হ'তে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানিও, আমি তা করবো।

নির্ম্ম । আমার একটিমাত্র ভিক্ষা রইল, যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি কত্তে আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করবেন ।

ঔর । সে কথার বিচার সেই সময়ে হবে ।

নির্ম্ম । আমি এখন সৈন্যের সঙ্গে রইলুম, যখন আমার বিদায় নেবার সময় হবে, বেগমসাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক । আর তাঁর নিকট আমি একটি শিক্ষিত পায়রা রেখে যাব, আপনি অনুগ্রহ ক'রে সেটি গ্রহণ করবেন, যখন এ দাসীকে স্মরণ করবেন, সেই পায়রাটি আপনি ছেড়ে দেবেন, তার দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাব ।

ঔর । বুঝেছি ইম্লি বেগম, তোমার নয়, আমার প্রয়োজনের জন্য তুমি আমায় পায়রা দিয়ে যাচ্ছ । ভাল, আমার উপরে যে তোমার এতটুকু মমতা আছে, এ জন্যও আমি কতক সুখী হলেম । আচ্ছা, প্রয়োজন হ'লে আমি তোমার উপহার ব্যবহার করবো । দম্ভভরে যে হৃদয় বনিতা, দুহিতা, পুত্র, আত্মীয় জগতের কাছে এত দিন আবৃত ক'রে রেখেছিলুম, বালিকা তুমি সে হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দেখেছ ; তোমার কাছে আমার লজ্জা গিয়েছে, বিপদে প'ড়ে যদি কখনও আশ্রয় ভিক্ষা কত্তে হয়, নির্লজ্জ হয়ে সে ভিক্ষা তোমারই কাছে করবো । আর একটা কথা ইম্লি বেগম, তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরই বুঝেছি, যে যত বড় বলীয়ান্ হোক না কেন, তার বল হরণ করবার এক জন না এক জন কেউ আছে ; জগৎজয়ী

ঔরঙ্গজেব যে তোমার নিকট পরাজিত হয়েছে, তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ ; ঔরঙ্গজেব-বিজয়ীকে কে জয় করেছে, শোনবার বড় সাধ রইলো, যদি আমায় বলতে পার, কখনও ব'লে পাঠিও। আপাততঃ বোধ হয় এই শেষ দেখা, যেথায় থাক—সুখে থাক।

[প্রস্থান।

নির্ম্ম। ইমলি বেগম বাঘ বশ কত্তে পারে বটে, বশ করায় আমোদও আছে সত্য, কিন্তু গায়ে আঁচড় লাগে, আজন্ম দাগ থেকে যায়, এক দিন মনে করেছিলুম——

সোনেকি পিঞ্জরা সোনেকি চিঁড়িয়া
সোনেকি জিঞ্জির পাঁয়ের মে।
সোনেকি চানা সোনেকি দানা
মট্টি কেঁও সেরেক খয়ের মে॥

সে সোনার জিঞ্জির বাঁ পায়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু বাঘকে জিঞ্জির পরিয়ে খেলা কত্তে গেলে সে জিঞ্জির নিজের পায়ও জড়াতে আসে। আর এখানে থাকা নয়, সুযোগ পেলেই পালাতে হবে। সত্যি, বলের বড়াই কত্তে নেই, এ পৃথিবীতে সবাই খাদ্য, সবাই খাদক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গিরি-উপত্যকা

রাজসিংহ

রাজ। আবার দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অবতারণা ; ব্রহ্মপুত্র পার হ'তে বাহ্লাক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হ'তে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত যেখানে যত সেনা ছিল, মোগল সবই এই মহাযুদ্ধে আহূত করেছে। ধন্য ধন্য রাজপুতরবি প্রতাপ! তুমি ত্রিদিবে ইন্দ্রের ন্যায় আসন পেয়েছ, কিন্তু তোমারই সেই মনুষ্যদুর্লভ তেজ স্মরণ ক'রে আজ পর্য্যন্ত ভারতসম্রাট্‌কে ভীত হ'তে হচ্ছে, তাই এই ক্ষুদ্র উদয়পুরের বিরুদ্ধে আজ মোগলের এই বিপুল আয়োজন। কিন্তু আমার আজ এই অসি-নিষ্কাশন কি জন্য? আর কি ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপনের আশা আছে? চতুর্ব্বর্ণের সমশ্রমে এই আর্য্য-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত, সেই চতুর্ব্বর্ণ আজ ছিন্ন ভিন্ন : কি স্বার্থের সম অধিকার আজ সমস্ত হিন্দুকে একপ্রাণ করবে? সকলের সমান ভোগ্য কোন্ অমূল্য রত্ন-রক্ষার জন্য আজ ভারতের পুরুষহৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করবে? কিসের জন্য ভারত-ললনা আর লম্বিতবেণী ছিন্ন ক'রে ধনুকের গুণ রচনা ক'রে দেবে? তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত ক'রে এ ক্ষেত্রে পবিত্র জ্যোতিঃ বিকাশ করেছিলেন, স্বয়ং শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতার হয়ে এই পবিত্র ভূমি স্বর্গের গৌরবে গৌরবান্বিত করেছিলেন। এক দিন হিন্দু প্রাণে প্রাণে

ভারতের এই অনুপমেয় মহিমা অনুভব করেছিল, তাই সেই বিধিদত্ত-নিধি-রক্ষার জন্য পুরীষপূরিত দেহকে তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। কিন্তু কোথায় গেছে সেই ধর্ম্মের লালসা, ধর্ম্মের পিয়াসা, ধর্ম্মের জন্য হাহাকার ! ব্রাহ্মণের আর সে তপঃপ্রভাব নেই, যজ্ঞোপবীতধারী দ্বিজ এখন আশীর্ব্বাদ বিক্রয় করেন। ধর্ম্ম তেজোহীন হৃদয়, তাই ক্ষত্রিয়ের বাহু আজ বলশূন্য ; ভগবানের স্বরূপ রামচন্দ্র যাদের পূর্ব্বপুরুষ, তা'রা আজ হাস্যমুখে মোগলকে কন্যাদান ক'রে কৌলীন্য গ্রহণ করছেন। ভারত-ভাণ্ডার মুক্ত ক'রে বিপুল অর্থদানে অশেষ বিলাস ক্রয় করছে। বৈশ্য আজ নারায়ণকে উপেক্ষা ক'রে পুষ্প-চন্দনে যবনের পদপূজা করে। দেব-নিন্দা ও দেবভাষার অবমাননা করে, স্বার্থের সমতা ভিন্ন একতা কখনও উপজিতে পারে না ; নশ্বর ঐশ্বর্য্যে কখনই স্বার্থের সমতা হয় না, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সনাতন-ধর্ম্মই একমাত্র সমতার অবলম্বন। সনাতন-ধর্ম্মের পারিজাত-হারই সমগ্র হিন্দুজাতিকে একসূত্রে বন্ধন ক'রে রেখেছিল, সে বন্ধন শিথিল হয়েছে ; তবে কেন শিকার জন্য, কে আর ভারতরক্ষায় যত্নবান্ হবে ? হিমালয়-মুকুটভূষণা সমুদ্র-কেয়ূর পাদপদ্মশোভিনী এই মৃতপ্রতিমা আজ ধর্ম্মবিহনে প্রাণশূন্যা ; প্রাণশূন্য দেহরক্ষায় কার যত্ন হবে, সকলেই এখন বিসর্জ্জিতা প্রতিমার ভূষণ লুণ্ঠনে বিব্রত। মা গো জননি, দেবপ্রসবিনি, সনাতন ধর্ম্মপালিনি, এ অধম সন্তানের সাধ্য কি যে তোমার নিমজ্জমান প্রতিমা উত্তোলন ক'রে তাতে আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ? কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুর্ব্বল করে এই অসি ধারণ করেছি। মা গো, তোমার একটি দুঃখিনী দুহিতার অশ্রুজলই আমার হৃদয়ে আজ বলসঞ্চার

করেছে, মহাশক্তির তেজে তেজীয়ান্ না হ'লে কার সাধ্য যে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হয় ? শক্তিস্বরূপিণী জানকীর অবমাননায় উত্তেজিত হয়েই ভগবান্ রামচন্দ্র ধনুক ধারণ করেছিলেন। পাঞ্চালীর লাঞ্ছনাই পাণ্ডবকে মহাহবে চক্রধারীর বলে বলীয়ান্ করে। যে বিপুল বংশে তোমার এই অধম সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সতীর গৌরব অনেক সময়ে সে বংশকে জয়শ্রীতে মণ্ডিত করেছে : আজ এই ঘোর ঐশ্বর্য্য-লোভের—স্বার্থপরতার—ধর্ম্মশূন্যতার দুর্দ্দিনে একটি ক্ষুদ্র কমলিনী প্রমত্ত বারণের বৃংহ দন্ত-তাড়নকে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছে। এই দীন সন্তানকে নিমিত্ত ক'রে কুমারীকে রক্ষা কর।

(মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণি। জয় মহারাণার জয়। প্রভুকার্য্য সিদ্ধ হয়েছে, সমস্ত বাদশাহী সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছে, স্বয়ং ঔরঙ্গজেব তার সঙ্গে। কেবল রসদ, মালখানা আর বেগম ও তাঁদের বাঁদীদের সোয়ারী পশ্চাতে পড়েছে। আমাদের লোকেরা মালখানা লুঠতে যাচ্ছিল, আমি আপাততঃ নিবারণ ক'রে এসেছি। রন্ধ্রের নির্গমন বোধ হয় এতক্ষণে বন্ধ হ'লো, আমাদের লোকেরা পাহাড়ের উপর থেকে বড় বড় গাছ কেটে রন্ধ্র-মুখে ফেল্ছে।

রাজ। জয় জগদম্বে! অপার মা তোমার করুণা, বিনা শোণিতপাতে মোগলের শিক্ষা দেওয়া হবে, ঔরঙ্গজেব যে একেবারে রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করবে, আমি এরূপ আশা করি নে।

মাণি। মহারাণা, যুদ্ধের জুয়াচুরিকে সাধুভাষায় কৌশল বলে না?

রাজ। মাণিকলাল, ভাষার উপর যে দেখছি তোমার বড়ই চোট, কিছু কৌশল খাটাতে হয়েছিল না কি?

মাণি। আজ্ঞা, শাস্ত্রেই তো আছে, ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে পরাস্ত করবে; এখন ছলও হয়েছে, কৌশলও হয়েছে, বলটুকু বাকী আছে, প্রয়োজন হ'লে আপনার আজ্ঞায় তা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত আছি। মবারক খাঁকে কি আপনার স্মরণ হয়?

রাজ। মবারক খাঁ!

মাণি। আজ্ঞা, সেই রূপনগর থেকে আর এক রক্তযুদ্ধে—

রাজ। হাঁ—হাঁ স্মরণ হয়েছে, সে-বারে সে মোগল আমাদের সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করেছিল।

মাণি। হাঁ, পৃথিবীতে প্রায় এক জনের ভাল আর এক জনের মন্দ হয় কি না, সুতরাং আমাদের সঙ্গে সেই ব্যবহার বাদশা-হের বিবেচনায় তাঁর প্রতি কিছু অভদ্র ব্যবহার ব'লে মনে হয়; মোগলেরা মৃত্যুর অনেক সদুপায় আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে সর্পদংশন একটি অতি উপাদেয়, আমাদের প্রতি ভদ্রতার জন্য বাদশাহ মবারক খাঁর উপর সেই সদুপায় ব্যবস্থা করেন এবং মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

রাজ। আহা হা! সে ব্যক্তি রাজকুমারীর সম্মান রক্ষা ক'রে আপনার জীবন দান করেছে?

মাণি। হাঁ, জীবনদানের সঙ্গে আর এক রাজকুমারীরও একটু

অসম্মানের সম্বন্ধ ছিল, সে কথা সময়ে প্রয়োজন হ'লে নিবেদন করবো। আমি যখন দিল্লীর দৌত্যকার্য্য সমাপন ক'রে ফিরে আসি, তখন সহরের বাহিরে দেখি যে, একটি গোরের নিকট একটা দেহ প'ড়ে রয়েছে, একটু ভাল ক'রে দেখতেই মবারক খাঁর দেহ ব'লে চিনতে পারলুম, বোধ হয় পরিচ্ছদাদি লুণ্ঠনের জন্য কোন তস্কর শব গোর হতে উঠিয়েছিল, শবের আকৃতি দেখে সন্দেহ হওয়াতে পরীক্ষা ক'রে দেখলুম যে, সর্পদংশনে তার মৃত্যু হয়েছে। আমার জানা ছিল যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃতের ন্যায় বোধ হ'লেও অনেক সময় একেবারে শীঘ্র জীবনে বিনষ্ট হয় না; আমি দেহটিকে উঠিয়ে একটু নিভৃতে লয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে আরম্ভ করলুম, একটু একটু ক'রে মবারক খাঁ সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করলেন, তিনি আর দিল্লীতে থাকতে সাহস করলেন না, আমার সঙ্গে এইখানেই আছেন।

রাজ। মাণিকলাল, যত দিন যাচ্ছে, ততই তোমার নতুন নতুন গুণের পরিচয় পাচ্ছি। শুভক্ষণে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তুমি এরূপ বিষ-চিকিৎসা-বিশারদ ?

মাণি। মহারাজ, বিশারদ কিছুতেই নয়, তবে নিজের প্রাণে একটু দরদ আছে, পাহাড়-জঙ্গলে ফিরতুম, একটু আধটু অবুধপালা শেখা আছে, আজ সেই মবারকই আমাদের এই উপকার করেছে, তিনি দিল্লীর সওদাগর সেজে ছলে কৌশলে মোগলকে এই বিপথে এনে আমাদের সুপথ ক'রে দিয়েছেন।

রাজ। আমি সেই মোগলের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম ; একটা সুবিধা হবে আমি মনে করি নে, আমি যা অভিপ্রেত করেছিলুম, তাতে যুদ্ধ ক'রে মোগলকে বিনষ্ট করতে হতো ; এখন বিনা যুদ্ধেই মোগলকে বিনষ্ট করতে পারবো।

মাণি। আজ্ঞা, রন্ধ্রের ভিতর তো আর কোপ্তা কাবাব নেই, ক্ষুধার জ্বালা ধরলেই ঔরঙ্গজেব বশীভূত হবে। এখন এই মার্জ্জারী সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি স্থির করা যায় ?

রাজ। মার্জ্জারী !

মাণি। যাদের বেগম ব'লে আমি রন্ধ্রের এ মুখে তাদের নজরবন্দী রেখে এসেছি, অনুমতি হয় তো দধি-দুগ্ধ-ভোজনের জন্য এদের উদয়পুরে পাঠিয়ে দিই ?

রাজ। এত দুধ দৈ উদয়পুরে নেই, শুনেছি, দিল্লীর মার্জ্জারীদের পেট মোটা, কেবল উদিপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠিয়ে দাও। তিনি এর জন্য আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছেন, আর সব ঔরঙ্গজেবের ধন ঔরঙ্গজেবকে ফিরিয়ে দাও

মাণি। লুঠের সামগ্রী সৈনিকরা কিছু কিছু পেয়ে থাকে।

রাজ। তোমার কাকেও প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করতে পার। কিন্তু মুসলমানী হিন্দুর অস্পর্শীয়া !

মাণি। ওরা নাচতে গাইতে জানে।

রাজ। নাচ-গানে মন দিলে রাজপুত কি আর তোমাদের মত

বীরপণা দেখাতে পারবে ? সব ছেড়ে দাও, উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠিয়ে দাও !

মাণি। এ সমুদ্রমধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজে পাব, আমার তো চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হনূমানের মত এ গন্ধমাদন নিয়ে গে মহিষীর কাছে উপস্থিত করি, তিনি বেছে নেবেন ; যাকে রাখ্‌তে হয় রাখ্‌বেন, বাকীগুলো ছেড়ে দেবেন ; তারা উদয়পুরের বাজারে সুরমা মিশি বেচে দিনপাত করবে।

রাজ। স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান করো না, আর একবার সেই মবারককে আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে, আমি তার সমাদর করবো।

মাণি। প্রভু! অনুমতি প্রতিক্ষায় মবারক খাঁ এই নীচেই অপেক্ষা কচ্ছেন। আমি এখনি তাঁরে ডাকছি।

(মাণিকলালের বাহিরে আসিয়া মবারক সঙ্গে
পুনঃ প্রবেশ)

মবা। মহারাণাকে অভিবাদন করি।

রাজ। মবারক খাঁ! মাণিকলালের নিকট আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হলেম, তুমি আজ একটি মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেছ, সেবারেও দেখেছি, এবারেও দেখলাম, তোমার হৃদয় অতি মহৎ গুণসমূহে পরিপূর্ণ, তুমি কোন জাতিবিশেষের নয়, মনুষ্যমধ্যে এক জন অতি হৃদয়বান্ ব্যক্তি। তুমি এই সাহস ও

চাতুর্য্য প্রকাশ ক'রে মোগল সওদাগর সেজে মোগল-সেনা রন্ধ্রপথে না নিয়ে গেলে অনেক প্রাণিহত্যা হতো; তোমাকে কেউ চিন্‌তে পারলে তোমারও মহা বিপদ উপস্থিত হতো।

মবা। মহারাজ, যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরেছে, যাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়েছে, তাকে কেউ চিন্‌তে পারলেও চেনে না, মনে করে ভ্রম হচ্ছে, আমি এই সাহসেই গিয়েছিলম।

রাজ। এখন যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার দোষ; তুমি যে পুরস্কার চা'বে, আমি তাই তোমাকে দিব।

মবা। মহারাজ, বেআদবী মাফ হোক, আমি মোগল হয়ে মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় ক'রে দিয়েছি, আমি মুসলমান হয়ে হিন্দুর রাজ্যস্থাপনের কার্য্য করেছি, আমি সত্যবাদী হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করেছি, আমি বাদশার নেমক খেয়ে নেমকহারামি করেছি, আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাচ্ছি, আমার আর কোন পুরস্কারের সাধ নেই, আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকটে ভিক্ষা করি, আমাকে তোপের মুখে রেখে উড়িয়ে দেবার আদেশ করুন, আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নাই।

রাজ। যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন কর্‌লে? আমাকে জানালে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত কর্‌তেম্, আমি কাউকে এত দুর মনঃপীড়া দিতে চাইনে।

মবা। এই মহাত্মা আমার জীবন দান করেছিলেন, এঁর নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কাজ সিদ্ধ করি, আমি নইলেও এ কাজ সিদ্ধ হতো না। কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করতো না, আমি এ অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞতা-পাপে পড়তেম, তাই এ কাজ করেছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করবো না স্থির করেছি, আমাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে আদেশ করুন, অথবা আমাকে বেঁধে বাদশার নিকটে পাঠিয়ে দিন; অথবা অনুমতি দিন, যে প্রকারে পারি মোগলসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রাণত্যাগ করি।

রাজ। কা'ল তোমাকে আমি মোগলসেনায় প্রবেশের অনুমতি দেব, আর এক দিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, রূপনগরের রাজকুমারীর প্রতি অত্যাচার না করার জন্যেই কি ঔরঙ্গজেব তোমায় বধ করবার হুকুম দিয়েছিলেন?

মবা। না মহারাজ, অন্য কারণ ছিল।

রাজ। কি সে?

মবা। মহারাণার সাক্ষাতে তা বক্তব্য নয়।

রাজ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ?

মবা। বলেছি।

রাজ। আর একদিন অপেক্ষা কর, মাণিকলাল, তুমি এই দিকে থাক। আমি রঙ্গের অন্য মুখে চল্‌লেম।

[রাজসিংহের প্রস্থান।

মাণি। সাহেব যদি আপনার মরবার ইচ্ছা, তবে শাহাজাদীকে ধরতে আমাকে অনুরোধ করেছিলে কেন ?

মবা। ভুল! সিংজী ভুল! আমি আর শাহাজাদী নিয়ে কি করবো! মনে করেছিলাম বটে যে, যে সয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কালসাপের বিষ-দন্তে সমর্পণ ক'রে মেরেছিল তাকে তার কর্ম্মের প্রতিফল দিব ; কিন্তু মানুষ যা আজ চায়, কাল তার তা'তে ইচ্ছা থাকে না ; আমি এখন মরবো নিশ্চয় করেছি, এখন আর শাজাদী প্রতিফল পেলে না পেলে, তাতে আমার কি ? আমি আর কিছুই দেখতে আসবো না।

মাণি। জেব-উন্নিসাকে রাখতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিই।

মবা। আর একবার তাঁকে আমার জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা আছে, এ জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে তাঁর কিছু বিশ্বাস আছে কি না ? একবার শুনবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখে কি বলে ? একবার জানবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমাকে দেখে কি করে ?

মাণি। তবে আপনি এখনও তাঁর প্রতি অনুরক্ত ?

মবা। কিছুমাত্র না, একবার দেখবো মাত্র ; আপনার কাছে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষা।

মাণি। (নেপথ্যে নির্ম্মলকে দেখে) আরে এ কে রে! এ কে ? এঁ্যা! এও এক জন বেগম ব'নে গেছে না কি ? পেসোয়াজ চৈসোয়াজ পরা, আরে বাঃ বাঃ বাঃ। খুব ঢং করেছে ত।

মবা। কি দোস্ত, কার কথা বল্‌ছো, ও সুন্দরী কে ?

মানি। আমার খুড়তোতো ভায়রাভাই।

মবা। কোন হিন্দু বেগম বোধ হচ্ছে, দেখ, সেলাম না ক'রে তোমাকে প্রণাম করছে।

মানি। আরে না না দোস্ত, ও একটি বাঁদী, আমি ওকে জানি, এটা বেগম হলো কেমন ক'রে ? একে গ্রেপ্তার করতে হবে, দোস্ত, তুমি এখান থেকে স'রে যাও।

মবা। কোথায় যাই ?

মানি। নীচেয় গিয়ে কাজ নেই, অনেকে চিন্‌তে পারবে, তুমি এই পাহাড়ের পেছুনে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর, তার পর আমি আসছি।

[মবারকের প্রস্থান।

ও বাবা, আমি বলি বেগম বেগম, না জানি সে একটা কি ! কথারও যেমন মার প্যাঁচ আছে, এও তেমনি পোষাকের মার-প্যাঁচ। আমার নির্মলীকে ভাল ক'রে পেসোয়াজ পরিয়েছে আর নির্মলীরও অমনি দোসরা জলুস খুলে গেছে ; বটে, আজ শিখে গেলুম, কতকগুলো পোষাক তৈয়ারী করতে হবে। নির্মলীকে সময় সময় পরানো যাবে, তা হ'লে ঐ এক নির্মলীতেই বাই তরফা বেগম শাজাদী সব সখ মিটিয়ে নেওয়া যাবে। এঁ্যা ! এই মাগীগুলো সবই এক, খালি পোষাকের হেরফের। ওঃ, নির্ম্মলের চেহারা খুলেছে খুব, বেঁচে থাক

ওস্তাগর সাহেব, তোমরা বাঁদীকে বেগম করতে পার, মেয়ে-মানুষের রূপ তোমাদেরই হাতে।

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্ম। এই এ কাফের জঙ্গলী, তোম হিঁয়া ক্যা বক্ বক্ করতা হ্যায় ?

মাণি। তোম ভয়ঙ্কর চক্ চক্ করতা হ্যায়, আর কেয়া ? কিন্তু এ আবার কি, তুমি বেগম হলে কবে ?

নির্ম্ম। ম্যায়নে হজরৎ ইম্‌লি বেগম ; তস্‌লিম দেও ;

মাণি। তা না হয় দিচ্ছি বেগম। কিন্তু আমি তো জানি, তোমার বাপ-দাদাও কখনও বেগম হয়নি, কিন্তু এ বেশ কেন ?

নির্ম্ম। পহেলা হামারা হুকুম তামিল কর্, বাজে বাত আভি রাখ্।

মাণি। সীতারাম ! বেগম সাহেবার ধমক দেখ।

নির্ম্ম। হামারা হুকুম এহি হ্যায় কি হজরত উদিপুরী বেগমসাহেবা সামনেকা পঞ্চ কলসদার হাওদাওয়ালে হাতীপর তসরিফ রাখ্‌তি হেঁই, উনকো হামারা হুজুরমে হাজীর কর্।

মাণি। আচ্ছা, হজরৎ আবি হুকুম তামিল হোগা ; জী হামলি বেগম-সাহেবা, আর একটা কথা।

নির্ম্ম। চুপ রহো বেতমিজ, মেরে নাম হজরৎ ইম্‌লি বেগম।

মাণি। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন ?

নির্ম্ম। জান্‌তি নেহিন ? উত্ত হামারি বেটী লাগতী হৈ। দেখ, আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদেপর জলুস দেতা হ্যায়, উসপর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণি। ইম্‌লি বেগম, তুমি পাকা মাথায় সিঁদূর পর; দেখ দেখ, ঐ পেছুনে হাতীর হাওদার পরদার ভিতর থেকে মুখ বার ক'রে তোমায় কে ডাক্‌ছে না?

নির্ম্ম। হাঁ বুঝেছি, উনি যোধপুরী বেগম; কিন্তু ওঁকে এখানে আনা হবে না, তা হ'লে আর উনি দিল্লী ফিরে যাবেন না।

মাণি। কেন?

নির্ম্ম। রংমহলে আমি ওঁরই কাছে ছিলুম, উনি আমায় মা'র মতন যত্ন করেছেন; আমায় সর্ব্বদা বল্‌তেন যে, এই ম্লেচ্ছপুরীতে মহাপাপের ভিতর আর থাকতে পারি নে, বোধ হয়, সেই কথার জন্য আমায় আবার ডাক্‌ছেন।

মাণি। তা বেশ তো, উনি রাজপুত-রাজকন্যা, এস না, এঁকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাই?

নির্ম্ম। যা হবার হয়েছে, তার আর উদ্ধার নেই, কিন্তু আজ যদি মোগলসাম্রাজ্য টেঁকে, তা হ'লে ওঁর ছেলেই দিল্লীর বাদশা হবে; তা'র রাজত্বে সকলে সুখে থাকবে। কিন্তু এখন এ কথা প্রকাশ করো না, বাদশা শুনলে এখনি ছেলেকে বিষপ্রয়োগ করবেন। তুমি আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে চল, আমি ওঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বিদায় নিয়ে আসি। তুমি উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে উদয়পুরের ভিতর পাঠিয়ে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গিরি-সঙ্কট

ঔরঙ্গজেব ও বখ্‌ত খাঁ

ঔর। কি, বেগম বন্দী? আমার প্রেয়সী উদিপুরী, আমার কন্যা জেব-উন্নিসা জংলি কাফেরের হাতে কয়েদ! তবে আজ সর্ব্বনাশ হলো! রাজপুতের আজ সর্ব্বনাশ হলো! হিন্দুর আজ সর্ব্বনাশ হলো! দুনিয়া হ'তে আজ হিন্দু নাম লোপ করব। চল—চল, সাগরের প্রলয়-তরঙ্গের মতন গিয়ে উদয়পুরের উপর পড়, উদয়পুর ভাসিয়ে দাও, লক্ষ মশাল জ্বেলে রাজপুতের ঘরে ঘরে আগুন দাও। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী কারোর মুখ পানে চাওয়া নেই, সকলকে নিপাত কর। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে বেইজ্জত ক'রে এক খাঁড়ায় দু'জনকে কাট, মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে আছড়ে মার, মায়ের বুকের উপর হাতি চালিয়ে দাও; আজ রক্ষা নাই, কাফের ঔরঙ্গজেবকে উন্মত্ত করেছে।

বখ্‌ত খাঁ। জাঁহাপনা, এ অপমানের প্রতিশোধ দেবার জন্য, রাজপুতের রক্ত পান করবার জন্য আমাদের শরীরের ভিতর অগ্নি ছুটছে, কিন্তু রাজপুতকে পাই কোথায়, কাকে মারি—কার রক্ত দর্শন করি? এ সঙ্কীর্ণ পথ হ'তে বেরুবার তো কোন উপায় নেই, পাহাড়প্রমাণ বড় বড় গাছ কেটে ফেলে রন্ধ্রের দুই মুখ রাজপুতেরা বন্ধ ক'রে দেছে।

ঔর। পাহাড় ভেঙ্গে ফেল, গাছের কাঁড়ি হটাও, আমার বলের অভাব কি? সমস্ত হাতি লাগিয়ে দেও, গাছ ঠেলে পথ ক'রে দিয়ে তারা মরুক।

বখ্। জাঁহাপনা, সে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু দুষ্মন উপর থেকে পাহাড় ভেঙ্গে ফেলচে, বন্দুক ছুঁড়ছে, আমাদের লোকেরা মারতে না পেরে দাঁড়িয়ে বিস্তর লোক মারা গেল।

ঔর। আরও—আরও যাক, সব মরুক, আমি পথ চাই, পথ চাই, রাজপুতের রক্ত চাই! ভারতসাগর থেকে হিমালয়ের কোল পর্যান্ত রক্তের স্রোত বওয়াতে চাই!

বখ্। জাঁহাপনা, আমাদের সৈন্যদের আর এমন শক্তি নেই যে, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুধায়, পিপাসায় পরিশ্রমে তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

ঔর। কি, অবসন্ন হয়ে পড়েছে? কা'র সাধ্য অবসন্ন হয়, আমার অন্তঃপুরের রমণী রাজপুতের করগত, আর তা'রা অবসন্ন হয়! কেন তা'রা আগে রক্ষা করতে পারেনি? কোথায় আমরা পুরুষানুক্রমে রাজপুতরমণী হরণ কচ্ছি, আর আজ রাজপুত এসে মোগল-রমণী হরণ করলে! বিশ্বাসঘাতক জঘন্য ভীরু সৈন্যদল আগে তাদের রক্ষা করতে পাল্লে না! আর এখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে? ভাল—ভাল—ভাল, আগে তাদের কাটাবো তার পর রাজপুত। দু'হাতে হবে না, দশ হাত পেলে দশ হাতে কাটি। অ্যায় দীন্ অ্যায় খোদা, এক দিনের জন্য আমার দশ বিশ পঁচিশ হাজার হাত দাও, হাজার হাতে

হাজার তলোয়ার ধ'রে এক এক আঘাতে হাজার মুণ্ড কাটবো। বেগম নাই, কন্যা নাই, ওঃ, আমি উন্মত্ত হলেম! দাও—দাও খোদা, আমায় হাজার হাত দাও; দিল্লীর বাদশা তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে, হাজার হাত দাও। খোদা, তবে তুমি কি মেহেরবান? দিল্লীর বাদশা তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে, তুমি এক দিনের জন্য একটা নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পার না? আমি জান্ পেতে ভিক্ষা চাচ্ছি, দাও খোদা হাজার হাত, তার পর তোমার মরজী হয়, কা'ল না হয় আমায় নিপাত করো! কি! এই যে—এই যে, হয়েছে হাজার হাত হয়েছে, আমার আরজী মঞ্জুর হয়েছে, কাট—কাট—কাট—কেটে ফেল,—কেটে ফেল, সব কেটে ফেল! সব কেটে ফেল! হোঃ—হোঃ—হোঃ। কচ্—কচ্—কাটছি, কচ্ কচ্ মারছি আর পড়ছে:—মারছি আর পড়ছে, রক্তের ঢেউ খেলছে, কি ধোঁয়া, কি ধোঁয়া, রক্তের কি ধোঁয়া! খুন—খুন—খুন। ঐ—ঐ—ঐ, পেয়েছি, রাণার কবিলা—রাণার কবিলা,—রাজপুতনী— রূপনগরওয়ালী! রূপনগর-ওয়ালী, ধর ধর চুলের ঝুঁটী ধ'রে কাট;—না, না, না, এরির জন্যে সব, এরির জন্যে আমার উদিপুরী গেছে, আমার জেব-উন্নিসা গেছে! রূপনগরওয়ালী, একবার মুখ তোলো, দেখি দেখি, তুমি কেমন সুন্দরী। রোসো—রোসো—তোমায় অমনি কাটবো—দাঁড়াও, আগে বাঁদীর সাজ পরাই, এই—এই—এই তোমায় উলঙ্গ ক'রে বাঁদীর সাজ পরাই, হাঃ হাঃ হাঃ

হাঃ! রূপনগরওয়ালী বাঁদী হয়েছে, কি চেহারা! কি চেহারা! কই চঞ্চল, বিষ কই? খাবে না? চিতে কই? পুড়ে মর্‌বে না? কেমন হতমান হয়ে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছ! হাঃ হাঃ হাঃ! আমার পানে দেখছো কি? দেখছো কি? দয়া? ঔরঙ্গজেব তা জানে না, জানে না; শেখেনি; দেখ দেখ গোলাম সব, দেখ রূপনগরওয়ালী—ও কি চোখ আবার? কোথা পেলে? কোথা পেলে? চোখে কেন কেউটে সাপ? দুটো দুটো, দুটো চোখে দুটো কেউটে সাপ; মবারককে কাম্‌ড়ে পিঁজরে ভেঙ্গে রূপনগরওয়ালীর চোখে ঢুকেছে! চঞ্চল, চঞ্চল, কেউটেকে ছেড়ো না—ছেড়ো না, কাম্‌ড়াবে! আমায় কাম্‌ড়াবে! বাদশাকে কাম্‌ড়াবে! ম'রে যাব, ম'রে যাব, আমি মলে তোমায় কাট্‌বে কে? ঐ কাট্‌লে কাট্‌লে, কেটেছে, কেটেছে, কেউটে কেটেছে, বিষ বিষ হি হি হি হি, কাট, কাট। (পতন)

বখ্‌। ধর—ধর—ধর, কি হলো! কি হলো!

সরফ। কাফের বেগম লুটেছে, খবর বড়া খারাপ, মগজে গর্‌মী উঠেছে।

বখ্‌। গোলাব—গোলাবজল গোলাব—গোলাব—পাঙ্খা!

সর। খাঁ সাহেব, আপনারও কি মগজ বিগড়ালো না কি? এক বুঁধ পানি মিল্‌ছে না, বিস্তর ফৌজ ছাতি ফেটে মারা গেল, আর আপনি গোলাব তল্লাস কর্‌ছেন?

ঔর। উঃ উঃ উঃ—আঃ আঃ আঃ—

বখ্‌। চুপ চুপ সরফরাজ খাঁ।

সর। জাঁহাপনা, জাঁহাপনা বড় তক্‌লিফ হচ্ছে ?

ঔর। আঃ উঃ হাঃ! শির গেল, ফেটে যায়, ফেটে যায়, মগজ ফেটে যায়! কি হয়েছে, কোথায় যুদ্ধ জয় হয়েছে ? রাজপুত মরেছে ? মাথা গেল, মাথা গেল! ফেটে গেল—মাথার ভিতর কি যেন ধাক্কা দিচ্চে! মাথা ফাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে, জল—জল।

বখ্‌। জাঁহাপনা, একটু স্থির হোন, আপনি বীরপুরুষ, অধৈর্য্য হবেন না, অত্যন্ত ক্রোধ হয়েছিল, তাই মস্তিষ্ক গরম হয়েছে।

ঔর। গরম হয়েছে ? সীসে গলিয়ে মাথার ভিতর ঢেলে দিয়েছে ! গেল গেল, মাথা গেল, জল জল, জল বেগর মারা যাই !

বখ্‌। জাঁহাপনা, আপনাকে বল্‌তে ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে, জল পাবার তো এখানে কোন উপায় নাই !

ঔর। কিছু বলো না, কিছু বলো না: জল দাও, জল দাও, কথা কইতে পাচ্ছিনি, জল জল; পানীয় যা হয় দাও, দুধ, সরবৎ, গোলাব: জল, পাহাড়ে জল নেই, ঝরণা নেই, মুহুরী নেই, নরদামা নেই—জল! জল! জল! কাদা, ময়লা, যা হয় জল! আজ আলমগীরের কিছুতে ঘৃণা নেই, জল হলেই হলো! একটা কিছু তরল।

বখ্‌। আয় খোদা! মালেকে মুল্লুক দিল্লীর বাদ্‌শা আজ পিপাসায় কাতর, তুমি মেহেরবান হও!

ঔর। গেল গেল, মাথা ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! আর থাক্‌তে পারিনি, আপনার হাত আপনি কামড়ে খাই, তেষ্টা যাক্‌।

বখ্‌। করেন কি? করেন কি?

ঔর। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নিজের রক্ত পান ক'রে পিপাসা মেটাই।

বখ্‌। জাঁহাপনা, খোদাকে স্মরণ করুন।

ঔর। অ্যায় দীন্‌—অ্যায় খোদা—অ্যায় মেহেরবান্‌। দিল্লীর বাদশা আলমগীর আজ তোমার চরণে উষ্ণীষ রাখছে, এই কঙ্কর তুলে শিরে দিয়ে জানু পেতে তোমার চরণে একটু জল ভিক্ষা কচ্ছে! আর সহ্য হয় না! গেলুম গেলুম গেলুম! মাথা গেল, বুক গেল! বখৎ খাঁ পাঠাও পাঠাও, আর মানে কায নেই, ঢের মান হয়েছে; ভিক্ষা কোত্তে পাঠাও, রাজসিংহের কাছে জল ভিক্ষা কত্তে পাঠাও, শুনেছি, রাজসিংহের দয়া আছে, রাজপুতের কাছে জল ভিক্ষা করলে জল দেয়।

বখ্‌। কে যাবে জাঁহাপনা, কোথায় পাঠাব? রাজপুত পাহাড়ের উপর—আমরা এই গর্ত্তের মধ্যে।

ঔর। তবে কি হবে, কি হবে,—আর বাঁচি না, ফেটে গেল, ফেটে গেল! একটা হাতীর পেটে ছোরা মার, রক্ত পড়ুক, আমি দু'হাতে ক'রে গিয়ে খাই। না না, হয়েছে হয়েছে, স্মরণ হয়েছে, স্মরণ হয়েছে; আমার আপনার লোক আছে, ইম্‌লি বেগম আছে, আমি বুঝতে পেরেছিলুম—সে একেবারে আমায় ঘৃণা করেনি, সে দয়া করবে, প্রাণ বাঁচাবে, জল দেবে! তার পায়রা—পায়রা—পায়রা ছাড়বো, খবর পেলেই আমায় বাঁচাবে। ইম্‌লি আমায় ভালবাসে, একটু—একটু—একটু

ভালবাসে, জল বিনে মরি, সে দেখবে না। নে চল, নে চল, যোধপুরীর কাছে নিয়ে চল, তার কাছে নিয়ে চল, পায়রা উড়িয়ে দেব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজসিংহের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

চঞ্চলকুমারী

চঞ্চ। কেন আমি রাজসিংহকে ভালবাসলুম? যার যৌবনের ছটা নেই, রূপের দীপ্তি নেই, নয়নে লালসা নেই, কণ্ঠে প্রেমের কুহর নেই, তা হোতে কি যুবতীর প্রাণের প্রথম পিপাসার পরিতৃপ্তি হয়? নির্ম্মল এ কথা নিয়ে কতবার তামাসা করেছে, সখীরা আশ্চর্য্য হয়েছে, আমিও কতবার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছি। কত রতিপতির ছবি এঁকে হৃদয়-আসনে বসাতে গিয়েছি, কিন্তু প্রাণ সবই তুচ্ছ করেছে; চাঁদের কিরণে জাতী ফোটে, যূথি ফোটে, কুমুদী হেসে ওঠে, কিন্তু রবিকরই কমলিনীকে প্রফুল্ল করে, সেই তপ্ত দীপ্তিই সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের তৃপ্তি। তেজস্বিনী মাধবীলতা কুসুমভারাবনত করবী তরুর আশ্রয় চায় না, মাটীতে বুক পেতে দিয়ে পায়ে ধ'রে উচ্চতর সহকারবৃক্ষকে অবলম্বন কর্ত্তে চায়; তার কাঁধে মাথা রেখে মুখ পানে চেয়ে থাকতে ভালবাসে, তার নব পল্লববিরহিত দীর্ঘকাণ্ডকে ছায়া দান ক'রে

সুখী হ'তে বাসনা করে; ঘোর ঝটিকায়, ভীষণ বজ্রপাতে মহীরুহ যখন অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লতা তখন মৃত কম্পনে তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করতে চায়। পুরুষের দাসী হওয়াই যদি রমণীর অদৃষ্টলিপি, তাই যদি তার দেহধারণের সুখ, জীবনের ব্রত, তবে সে পুরুষ-হৃদয় পুরুষেরই দাসী হয়! রূপ যৌবন কটাক্ষ প্রেমের কুহক আমার আপন ভাণ্ডারে অপরিমেয় আছে, পুরুষের কাছে তবে আমি কি জন্য তা ভিক্ষা করতে যাব? অবলা বল-বীর্য্যেরই কাঙ্গাল; যে পুরুষের সে ঐশ্বর্য্য আছে, আমার প্রাণ তারই দাসী হ'তে চায়। ক্ষুদ্রমতি রতি ফুলধনুর অনুবর্ত্তিনী হয়েছিল, কিন্তু শক্তিস্বরূপিণী হিমালয়-নন্দিনী ভস্মভূষণ মৃত্যুঞ্জয়কেই বরণ করেছিলেন।

(নির্ম্মলকুমারী ও উদিপুরীর প্রবেশ)

এ কি! নির্ম্মল যে—তুমি কোথেকে? কখন্ এলে? এই যুদ্ধের সময় কেমন ক'রে এখানে প্রবেশ করলে? তোমার এ কি বেশ?

নির্ম্ম। সে সব পরিচয় পরে হবে, এখন আমার সঙ্গে কে দেখেছেন?

চঞ্চ। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

নির্ম্ম। বুঝতে পারছেন না? ইনি বাদশা আলম্মগীরের উদিপুরী বেগম

চঞ্চ। অ্যাঁ! আসুন, আসুন এই আসনে উপবেশন করুন।

উদি। আপনি বসবেন না?

চঞ্চ। থাক, আমি বেশ আছি।

উদি। (স্বগত) দেখছ, আমার সামনে বসতে সাহস করছে না।

নির্ম্ম। আপনারা আলাপ-পরিচয় করুন, আমি একবার ইমলি বেগমকে সিন্দুকে পূরে, নির্ম্মলকে সাজিয়ে গুজিয়ে আনি।

[প্রস্থান।

চঞ্চ। বেগম সাহেবা, আপনার যদি কোন কষ্ট হয়ে থাকে, জানবেন, আমি তার জন্যে নিতান্ত দুঃখিতা। দিল্লীর ঐশ্বর্য্য আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু এ পুরীর ভিতর যা আছে, সকলই আপনার অধিকার মনে করবেন। কোন প্রয়োজন হ'লে অনুমতি করবেন, সাধ্যমতে প্রতিপালন করবো।

উদি। (স্বগত) খুব ভয় পেয়েছে, তাই এত সৌজন্য করছে; (প্রকাশ্যে) তোমরা মোগলের নিকট মৃত্যুকামনা করছো কেন?

চঞ্চ। আমরা তাঁর নিকট মৃত্যু-কামনা করিনে, তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, সেই আশায় এসেছেন; তিনি ভুলে গেছেন যে, আমরা হিন্দু, যবনের দান গ্রহণ করিনে।

উদি। উদয়পুরের ভূঞারা পুরুষানুক্রমে মুসলমানের কাছে এ দান স্বীকার করেছে। সুলতান আলাউদ্দীনের কথা ছেড়ে দিই; মোগল বাদশা আকবরশা এবং তাঁর পৌত্রের কাছেও রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা এ দান স্বীকার করেছে।

চঞ্চ। বেগম সাহেবা, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সে আমরা দান বলে স্বীকার করিনে, ঋণ ব'লে গ্রহণ করেছিলুম। আকবর বাদশার ঋণ প্রতাপসিংহ নিজেই পরিশোধ ক'রে গেছেন, আপনার

শ্বশুরের ঋণ এখন আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হয়েছি, তার প্রথম কিস্তি নেবার জন্য আপনাকে ডাকা হয়েছে। আমার তামাক নিভে গেছে, অনুগ্রহ পূর্বক আমার তামাকটা সেজে দিন।

উদি। বাদশার বেগমে তামাকু সাজে না।

চঞ্চ। যখন তুমি বাদশার বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাজতে না, এখন তুমি আমার বাঁদী, তামাকু সাজবে, আমার হুকুম।

উদি। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলমগীর বাদশার বেগমকে তামাকু সাজতে বল?

চঞ্চ। আমার ভরসা আছে, কা'ল আলমগীর বাদশা স্বয়ং এখানে এসে মহারাণার তামাক সাজবেন। তাঁর যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি কা'ল তাঁকে শিখিয়ে দেবে। আজ আপনি শিখে রাখ। কে আছ এখানে?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

এর দ্বারা তামাকু সাজিয়ে নাও।

পরি। ওঠো ছিলিম ওঠাও।

চঞ্চ। হাত ধ'রে তোলো।

উদি। না—না, কি করতে হবে, আমি যাচ্ছি। মেরি! মেরি! আমার নসীবে এই ছিল! শাহানসা আলমগীরের পিয়ারের বেগম তামাকু সাজবে! ভূঞার মেয়ের তামাকু সাজবে! ও হো-হো-হো!

চঞ্চ। ধর ধর, প'ড়ে যায়, প'ড়ে যায় (ধৃতকরণ)। দেখ, অতিথি-জ্ঞানে আমি প্রথম তোমার সঙ্গে অতি মিষ্ট ব্যবহার করবার

চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তোমার আচার ও প্রবৃত্তি অন্যরূপ, তুমি তা বুঝলে না, বিনয়কে ভয় মনে করলে, রাজমহিষীর গরিমা তোমাতে নেই, হীন চিত্তের অহঙ্কার আছে; সে অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া চাই। আচ্ছা যাও, এখন এঁকে নিয়ে যাও, স্বতন্ত্র কক্ষে এঁর শয্যাদি সব প্রস্তুত আছে।

উদি। কত আশরফী পেলে তুমি আমাদের ছেড়ে দিতে পার?

চঞ্চ। আবার! ভাল, যদি বাদশা ভারতবর্ষের সমস্ত নষ্ট মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ ক'রে দিতে পারেন, ময়ূরতক্ত এখানে বয়ে দিয়ে যেতে পারেন, আর বৎসর বৎসর আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হন, তবে তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।

উদি। গাঁওয়ার ভূঞার ঘরে এত বড় স্পর্দ্ধা আশ্চর্য্য বটে।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

চঞ্চ। বিনা হুকুমে যাও কোথায়? তুমি গাঁওয়ার ভূঞানীর বাঁদী, তা মনে নেই? আমার এই নতুন বাঁদাকে আর আর মহিষী-দের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এস। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী।

[পরিচারিকার সঙ্গে উদিপুরীর প্রস্থান।

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্ম। মহারাণি, আসল কথা ভুলে গেলে; কি জন্য উদিপুরীকে ধ'রে এনেছি? জ্যোতিষীর গণনা মনে নেই? পৃথিবীশ্বরী পরি-চর্য্যা না করলে তোমার বিবাহ হবে কেমন ক'রে?

চঞ্চ। ভুলিনে, তবে ছিলিম নিতে গিয়ে প'ড়ে গেল, তাই আজ পীড়ন করলুম না; কিন্তু বেগম আপনা হ'তেই আমার দয়াটুকু শুকিয়ে তুলছে। যা হোক, ওর আহারাদি শয়ন-পরিচর্য্যার সম্বন্ধে যেমন আমার নিজের বন্দোবস্ত আছে, কি তার চেয়ে ভাল ক'রে বন্দোবস্ত করিয়ে দাও। যেন কিছুতে ত্রুটি না হয়, আর সকলকে ব'লে দেবে যে, কেউ যেন কোনরূপে ওঁর অসম্মান না করে।

নির্ম্ম। তা সবই হবে, কিন্তু তাতে তো ওঁর পরিতৃপ্তি হবে না?

চঞ্চ। কেন, আর কি চাই?

নির্ম্ম। তা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চ। ওহো সরাব! যখন তা চা'বে, একটু গোময় দিও।

নির্ম্ম। তার কায নয়, কবিরাজ ডাকৃতে হবে। এখন সে কথা থাক, আর একটা যে বড় বিশেষ সংবাদ আছে।

চঞ্চ। কি, যুদ্ধের সংবাদ না কি?

নির্ম্ম। আজ্ঞা হাঁ।

চঞ্চ। তা তো লোক-পরম্পরায় শুনেছি, ইঁদুর গর্ত্তের ভেতর প্রবেশ করেছে; মহারাণা গর্ত্তের মুখ বুজিয়ে দেছেন; শুনেছি, ইঁদুর না কি গর্ত্তের ভিতর ম'রে পচে থাকবার মত হয়েছে।

নির্ম্ম। তার পর আর একটা কথা আছে, ইঁদুর বড় ক্ষুধার্ত্ত. আমার সেই পায়রাটি আজ ফিরে এসেছে; বাদশা ছেড়ে দিয়েছেন, তার পায় একখানি রোক্কা বেঁধে দিয়েছেন।

চঞ্চ। রোক্কা দেখেছ?

নির্ম্ম। দেখেছি।

চঞ্চ। কার বরাবর ?

নির্ম্ম। ইম্‌লি বেগম।

চঞ্চ। কি লিখেছে ?

নির্ম্ম। পত্র শুনুন। (পত্র পাঠ) "আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মানুষকে কখনও এরূপ করি নাই।"

চঞ্চ। সত্য না কি ?

নির্ম্ম। বলিনি যে, আমি বাঘ বশ করতে পারি। তার পর শোন। (পত্র পাঠ) "তুমিও আমার অনুগত হইয়া ছিলে।"

চঞ্চ। সে কি !

নির্ম্ম। অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ! এখন চুপ ক'রে শোন—(পুনঃ পত্র পাঠ) "আজ পৃথিবীশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন, লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে, অনাহারে মরিতেছি, দিল্লীর বাদশাহ আজ এক টুকরা রুটির ভিখারী, কোন উপকার করিতে পার না কি ? সাধ্য থাকে করিও, এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না।"

চঞ্চ। কি উপকার করবে ?

নির্ম্ম। তা বল্‌তে পারিনে, আর কিছু না পারি, বাদশার জন্য আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দেব।

চঞ্চ। কি রকমে ?

নির্ম্ম। তা এখন বলতে পারি নে। আমায় একবার শিবিরে যেতে অনুমতি দিন, কি করতে পারি, দেখে আসি। আমি হচ্ছি বাদশার ইম্‌লি বেগম, তাঁর উদ্ধারের জন্য আমার চেষ্টা

করতেই হবে ; আমার খিজ্‌মৎ করবার জন্যে যে আমায় রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল, তাকে দিয়ে না হয় একবার সন্ধির কথাটা পাড়াই।

চঞ্চ। সন্ধি!

নির্ম্ম। যুদ্ধ না চুকলে তোমার বে হবে কেমন ক'রে? এই বেলা বাদশা বিলক্ষণ কারে পড়েছেন, এই সময় মহারাণা যা' যা' দাবী ক'রে সন্ধি কর্‌বার প্রস্তাব করবেন, তাতেই সে সম্মত হবে।

চঞ্চ। তা হ'তে পারে ; কিন্তু মোগল একবার ছাড়ান পেলেই আবার উৎপাত করবে।

নির্ম্ম। করে, মহারাণাও নয় ফুলশয্যর পর আবার যুদ্ধ করবেন, তখন অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়ে তুমিও শক্তি সঞ্চার করতে পারবে। এর মধ্যে উদিপুরীকে দিয়ে তামাকটা সাজিয়ে নিয়ে তুমি গ্রহ-ফাঁড়া কাটিয়ে রাখ। ভাল কথা, বাদশাজাদীর সঙ্গে দেখা করলে? জেব-উন্নিসা—

চঞ্চ। তিনি কোথায়?

নির্ম্ম। তাঁ'র থাকবার উত্তম স্থান ক'রে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো?

চঞ্চ। না—না থাক, আমি নিজে গিয়েই দেখা ক'রে আসছি।

নির্ম্ম। ইম্‌লি বেগমের মেয়ে একটু দরদও হ'তে পারে ; এখন যাও ; আমি দেখি আমার সাত রাজার ধন কোথায়?

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজান্তঃপুরে অপর কক্ষ

জেব-উন্নিসা

জেব। কোথায় দিল্লীর বাদশাজাদী আর কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী! কোথায় মোগল-বাদশাহী-রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল-বাদশাহী আকাশের পূর্ণচন্দ্র, তক্তৃতাউসের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন; কাবুল হ'তে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাঁর বাহুবলে শাসিত, তাঁর দক্ষিণ বাহু, আর কোথায় আজ গিরিগুহা-নিহিত উদয়পুরের কোটরে মূষিকবৎ পিঞ্জরাবদ্ধ! রূপনগরের ভূঞার মেয়ের বন্দিনী! হিন্দুর ঘরে অস্পর্শীয়া শূকরী, হিন্দু পরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্ককারী কীট! মরণ কি এর অপেক্ষা ভাল নয়! ভাল বৈকি! যে মরণ প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে দিয়েছি—সে ভাল না ত কি! যা' মবারককে দিয়েছি' তা' অমূল্য, আমি কি সেই মরণের যোগ্য! হায়! মবারক—মবারক—মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গম-গরলকে জয় করতে পারে না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তি কি সাপের বিষে নীল হয়ে গেল! এখন উদয়পুরে এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে? মানুষী কালভুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে

মরে না? হায়! মবারক—মবারক—মবারক। তুমি একবার সশরীরে দেখা দিয়ে কালভুজঙ্গী দিয়ে আমায় দংশন করাও; আমি মরি কি না দেখি! মনে করেছিলুম, তুমুল সমরে সৈন্যলহরমধ্যে অসাবধানে থাকবো, ভাগ্যে কোন বন্দুকের গুলী বিপথে এসে পাপীয়সীর পাপ যাতনা নিঃশেষ করবে; তা যুদ্ধ তো হলো না, বন্দী হলুম। যার বন্দী হলুম, যারা বন্দী করলে, তারা শরীরকে শাস্তি দিতে জানে না, রাজভোগ্য আতিথ্যে আমার হৃদয়কে বিদ্রূপ কচ্ছে। এখানে শরীরের যন্ত্রণা পেলেও তা নিয়ে কতক অন্যমনা থাকতে পারতাম। প্রাণের ভিতরে বিষের বোঝা আর কতকাল বইব? মরতেই হবে, এ বোঝা নামাতেই হবে, কিন্তু এখানে নয়, দিল্লীর রংমহলেও নয়, যেখানে আমার প্রাণাধিক চির-নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে আছে, যেখানে মৃত্তিকাগর্ভে শেষ শয্যা রচিত হয়েছে, সেখানে মবারকের সেই কবরপার্শ্বে গিয়ে একবার লজ্জা, মান, অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর পদে ক্ষমাভিক্ষা করবো; লোক লজ্জায় যে চোখের জল এত দিন লুকিয়ে রেখেছি, অবাধে তাই ঢেলে একবার সেই প্রিয় মৃত্তিকা সিক্ত করবো;—তার পর দেখবো, সেখানে শুয়ে শেষ ঘুম ঘুমুলে এ জ্বালা জুড়োয় কি না? এখন এরা একবার মুক্তি দিলে হয়। কেনই বা আমি বন্দিনী হলুম, আমাকে এখানে এনে আটকে রাখবার এদের উদ্দেশ্যই বা কি?

(চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ

চঞ্চ। বাদশাজাদি! আপনার স্বচ্ছন্দের জন্য আর কি কি করতে পারি, আমায় বল্‌বেন।

জেব। আপনি—

চঞ্চ। আমিই রূপনগরের রাজকন্যা, আমার নাম চঞ্চলকুমারী।

জেব। ওঃ! আপনার রূপ দেখেই আমার তা বোঝা উচিত ছিল। মহারাণি! আমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে, আমি কিছু শুনতে পাই কি?

চঞ্চ। সে কথা আপনাকে বলা হয়নি। কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হয়েছে; আপনি আজ একা শয়ন করবেন, দোর খুলে রাখবেন; প্রতিহারিগণ অলক্ষ্যে পাহারা দেবে; আপনার কোন অনিষ্ট ঘটবে না। দৈবজ্ঞ বলেছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখবেন; যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে আমাকে কা'ল তা বলবেন, আপনার নিকট প্রার্থনা।

জেব। মহারাণি, এর অর্থ কি?

চঞ্চ। ক্রমে বুঝতে পারবেন।

[প্রস্থান।

জেব। কি জন্যে? যা হবার হবে, যা হয় হোক! যেখানে যাব, সেইখানেই জ্বালা, মানুষের কাছে এ জ্বালা আমার জুড়োবার নয়, আর কেউ কি আছে! জ্বালা জুড়োয় যার কাছে, এমন আর কেউ কি আছে!

(গীত)

আছ কেউ গো রাজার রাজা রাণীর রাণী।
থাক যদি শুন কাঁদে রাজবালা কাঙ্গালিনী॥
ভারত-মুকুটধারী পিতৃস্নেহে অধিকারী;
তবু মরি দুঃখে মরি, ঘোর আঁধারে বিষাদিনী॥
অবশ্য কেউ আছ আছ, জীবে জীবন যে দিয়াছ,
সে জীবন হয়েছে ভার, কে তারিবে নাহি জানি॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসিংহের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা

উদি। আমি বাঁদী ছিলুম, বাঁদীর দরে বিক্রিত হয়েছিলুম; কেন বাঁদীই রইলুম না, কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য্য ঘটেছিল! তোমার অবস্থা এমন কেন? কা'ল তোমার কি হয়েছিল? কাফের তোমার উপরও কি অত্যাচার করেছিল?

জেব। কাফেরের সাধ্য কি,—আল্লা করেছেন।

উদি। সকলই তিনি করেন, কিন্তু কি ঘটেছে শুন্‌তে পাই নে?

জেব। এখন সে কথা মুখে আন্‌তে পারব না, মৃত্যুকালে ব'লে যাব।

উদি। যাই হোক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ স্পর্দ্ধার দণ্ড করেন।

জেব। রাজপুতের এতে কোন দোষ নেই। আমি যাই, একবার চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে হবে।

উদি। কেন, তোমাকে কি ডেকেছে?

জেব। না।

উদি। তবে উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো না, তুমি বাদশার কন্যা।

জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উদি। সাক্ষাৎ কর তো জিজ্ঞাসা কোরো যে, এদের অভিপ্রায় কি? কত দিন আর আমাদের এইভাবে রাখবেন?

জেব। করবো।

উদি। আচ্ছা, আমি এখন একটু শয়ন করি গে। [প্রস্থান।

জেব। তোমার ভাল নিদ্রা হয়?

উদি। প্রথম দিন হয়নি, বড়ই যন্ত্রণা হয়েছিল; কিন্তু ইম্‌লি বেগম হিন্দু হকিমের কাছ থেকে কি একটা দাওয়াই এনে দেয়, তাতে সরাবের মতন নেশা হয়, একটু খেলেই মনে স্ফূর্তিও হয়, নিদ্রাও হয়।

[প্রস্থান।

জেব। পৃথিবীতে এমন সরাব নাই যে, আমার মনে স্ফূর্তি জন্মায়, আমার চক্ষে নিদ্রা আনে।

(চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

চঞ্চ। কি বাদ্‌শাজাদি! নিদ্রার কথা কি বল্‌ছেন, তা আপনার কি ভালরূপ নিদ্রা হয় না?

জেব। না, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেছিলেন, তা পালন কোত্তে গিয়ে ভয়ে ঘুমুইনি।

চঞ্চ। তবে কিছু স্বপ্ন দেখেননি?

জেব। স্বপ্ন দেখিনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখেছি।

চঞ্চ। ভাল না মন্দ ?

জেব। ভাল কি মন্দ, তা বল্‌তে পারিনে ; কিন্তু সে বিষয়ে আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে।

চঞ্চ। বলুন।

জেব। আর তা দেখ্‌তে পাই কি ?

চঞ্চ। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞেস না কল্লে বল্‌তে পারিনে ; আমি পাঁচ সাত দিন পরে দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠাব।

জেব। আজ পাঠান যায় না ?

চঞ্চ। এত কি ত্বরা বাদ্‌শাজাদি ?

জেব। এত ত্বরা! যদি আপনি এই মুহূর্ত্তে তা আবার দেখাতে পারেন, তবে আমি আপনার বাঁদী হয়ে থাকতে চা'ব।

চঞ্চ। বিস্ময়কর কথা শাজাদি! এমন কি সামগ্রী ?

জেব। কি সামগ্রী! কি! সে কি, কেমন ক'রে বল্‌বো. বল্‌তে কণ্ঠরোধ হচ্ছে, আমি কথা কইতে পাচ্ছিনে।

চঞ্চ। কাঁদবেন না, আপনি পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা কর্‌বো।

জেব। না—না, আজই, এখনই দেখাও—দেখাও—এখনই দেখাও! দিল্লীশ্বরের কন্যা হয়ে তোমার চরণে মাথা রেখে ভিক্ষা চাচ্ছি, তোমার ক্ষমতা থাকে, আমার সেই অমূল্যনিধি আবার দেখাও ; এখনই দেখাও, আমার প্রাণ রক্ষা কর, নইলে আজ মর্‌বো—তোমার সামনে মর্‌বো!

চঞ্চ। ছি—ছি—ছি—শাজাদি, আপনি ও করেন কি? ওঠো, এই-খানে বোসো; আজ থেকে আমায় ভগিনী ব'লে মনে কোরো। আমরা হিন্দুর মেয়ে, অন্যের চক্ষে জল দেখ্‌লে আমাদের প্রাণ গ'লে যায়। এই দেখ, আমি স্বচ্ছন্দে তোমায় স্পর্শ ক'রে আছি, আমার মনে আর কোন ঘৃণা নেই। প্রেম তোমার হৃদয়ের অহঙ্কারকে পরাজিত কর্ত্তে পেরেছে কি না, আমি তাই এতক্ষণ পরীক্ষা কচ্ছিলুম; আর আমার অবিশ্বাস নেই, আপনি যেমন কা'ল রাত্রিতে দোর খুলে শুয়েছিলেন, আজও তাই করবেন, নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

জেব। আপনি কোথায় যান?

চঞ্চ। আমি এখন এখানে থাক্‌বো না, আপনি নিদ্রা যান।

[প্রস্থান।

জেব। নিদ্রা যাব? কোথায় নিদ্রা! কবরে না শয্যা পাতলে আর আমার চোখে নিদ্রা আস্‌বে না। ঘুমুতে ভয় করে, চোখ বুজলে ভয় করে। ভয়! কি এ ভয়; কিসের ভয়! যে রাত-দিন মরণ-কামনা কচ্ছে, তার আবার ভয় কিসের? সেই ভয়—সেই—সেই—সেই—কা'ল যা দেখেছি, সেই ভয়! কা'ল মরা মানুষ দেখেছি, আজও বেঁচে আছি, বুঝি যেখানে মরা মানুষ থাকে, সেখানে যাব। তবে ভয় কিসের? বেহেস্ত আমার কপালে নেই; বুঝি জাহান্নায় যেতে হবে, তাই এত ভয়। এত দিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করিনে, জাহান্নাও

মানিনে, বেহস্তও মানিনে; খোদাও মানিনে, দীনও জানতেম না; কেবল ভোগ-বিলাসই জান্‌তুম।—ঈশ্বর, তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়েছিলে? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হলো, তাই তোমায় চিনলুম্ না, ঐশ্বর্য্যে সুখ নেই, তা আমি জানতুম না, কিন্তু তুমি তো জান, জেনে শুনে নির্দ্দয় হয়ে কেন এ দুঃখ দিলে! আমার মত ঐশ্বর্য্য কার কপালে ঘটেছে, আমার মতন দুঃখী কে? বড় সাধ হয়েছে, আর একবার এ জীবনে সেই মূর্ত্তি দেখব, গত রাত্রের সেই ছায়া আর একটিবার দেখব; তারপর এ প্রাণের বোঝা নামিয়ে তার কাছে যাব! আহা হা হা—সে কোথায়—কোথায়, আমি তাঁরে কোথায় পাঠালুম —দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে কেন বিদায় দিলুম! আমি একটি সামান্য কণ্টকের আঘাত সহ্য কর্‌তে পারিনে, একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা-দংশনে কাতর হই, আর অবলীলাক্রমে যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, যার কমনীয় কায় প্রেমভরে শতবার ভুজযুগে বেষ্টন করেছি, তাকে ভুজঙ্গম দংশনে প্রেরণ কল্লেন! এমন কেউ নেই কি যে আমায় তেমনি বিষধর সাপ এনে দেয়, তেমনি জ্বালা সইতে সইতে, তেমনি বিষে জর্জ্জরিত হয়ে কাঞ্চন কায়ে গরলের কালিমা মেখে এ জীবন পরিত্যাগ করি! কে আমায় তা দেবে, কে আমায় দেবে, হয় সাপ নয় মবারক— ওহো, আর সহ্য হয় না, হয় সাপ, নয় মবারক—হয় সাপ, নয় মবারক—হয় সাপ, নয় মবারক!

মবা। (অন্তরাল হইতে) মবারককে পেলে কি তুমি মরবে না?

জেব। এ কি এ! কি শুন্‌লুম—কার আওয়াজ?

মবা। কার!

জেব। কার—যে বেহেস্তে গিয়েছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে? সে কি ছায়ামাত্র নয়, তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হ'তে আসছ যাচ্ছ মবারক? তুমি কাল দেখা দিয়েছিলে—আজ তোমার কথা শুন্‌লুম, তুমি মৃত না জীবিত? কবরে কি তবে চিকিৎসক নিয়ে যায়নি? আমিরদ্দীন কি আমার কাছে মিছে কথা বলেছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত্তের জন্য বস্‌তে পার না? তুমি যদি ছায়ামাত্রই হও, তবু আমার ভয় নেই, একবার বসো।

মবা। কেন?

জেব। আমি কিছু বল্‌বো—আমি যা কখনও বলিনে, তাই বল্‌বো। তুমি ছায়া নও প্রাণনাথ, আমায় তুমি যা ব'লে ভুলোও, আমি ভুলবো না, আমি তোমার, আর তোমায় ছাড়বো না। আমায় ক্ষমা কর, আমি ঐশ্বর্য্যের গৌরবে পাগল হয়েছিলুম, আমি আজ শপথ ক'রে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কল্লুম, তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি দিল্লী ফিরে যাব না;—বলো তুমি জীবিত?

মবা। আমি জীবিত, একজন রাজপুত আমাকে কবর হ'তে তুলে চিকিৎসা ক'রে প্রাণ দান দিয়েছিল, তারই সঙ্গে আমি এখানে এসেছি। কেঁদ না, কেঁদ না, চোখের জল ফেল না, ওঠো—উঠে বোসো!

জেব। আমায় দয়া কর—আমায় ক্ষমা কর!

মবা। তোমায় ক্ষমা করেছি, না কল্লে তোমার কাছে আসতুম না।

জেব। যদি এসেছ, ক্ষমা করেছ, তবে আমায় গ্রহণ কর, গ্রহণ ক'রে ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর—না ইচ্ছা হয়—যা বল, তাই করবো। আমায় আর ত্যাগ কোরো না, আমি তোমার নিকট শপথ কচ্চি যে, আর দিল্লী যেতে চাব না। আলমগীর বাদশার রংমহলে আর প্রবেশ করবো না, আমি শাজাদা বিবাহ কত্তে চাইনে, তোমার সঙ্গে যাব।

মবা। তুমি কি এখন এই গরীবকে স্বামী ব'লে গ্রহণ কোত্তে সম্মত?

জেব। এত ভাগ্য কি আমার হবে?

মবা। তবে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে এস।

জেব। কোথায় যাব?

মবা। এখনই বিবাহ হবে।

জেব। এখনি—কেমন ক'রে?

মবা। হিন্দুরা যাই হোক না কেন, এদের একটি গুণ আছে যে, কারুর ধর্ম্মকে এরা ঘৃণা করে না। উদয়পুরবাসী কয়েকজন মুসলমান সওদাগরের প্রার্থনায় রাণা নগরপ্রান্তে একটি মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন, আমি কা'ল রাত্রে তোমার অবস্থা দেখে আশান্বিত হয়ে সেই মসজিদে সমস্ত উদযোগ করে রেখেছি; মোল্লা উকীল সাক্ষী উপস্থিত আছে, সিংহ-দ্বারের বাহিরেই আমার ঘোড়া, তোমার জন্যে দোলা প্রস্তুত আছে, চল, আজ রাত্রেই বিবাহ সম্পন্ন হোক।

জেব। তুমি এই অন্তঃপুরের মধ্যে কেমন ক'রে এলে ?

মবা। মহারাণী চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনুগ্রহে আসতে পেরেছি, তিনি তোমাকে যথার্থই ভালবেসেছেন।

জেব। আহা, এঁকে দিয়ে আমি উদিপুরীর তামাকু সাজাতে চেয়েছিলুম ! তার পর বিবাহের পর কোথায় যাব ?

মবা। তুমি এখনও মহারাণার বন্দী : আমি বিশ্বাসঘাতকতা করবো না, রাত্রেই আবার তোমাকে এখানে আসতে হবে, আমি সঙ্গে করে রেখে যাব, কিন্তু ভরসা করি তুমি শীঘ্র মুক্তি পাবে ; মহারাণা বাদশার নিকট যে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন, তার ভিতর একটি নিয়ম করেছেন যে, তোমার সহিত আমার বিবাহ মঞ্জুর কত্তে হবে, আর আমার পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা কত্তে হবে। মহারাণা স্বহস্তে বাদশাকে এ জন্যে এক পৃথক্ পত্র লিখেছেন। তোমার সহায় রূপনগরের রাজকন্যা আমার সহায় জীবনদাতা মাণিকলাল আর তার চতুরা স্ত্রী ইম্‌লি বেগম। এখন এসো, রাত্রি আর অধিক নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

চঞ্চলকুমারী

চঞ্চ। কত দিন—কত দিন আর! আশায় আশায় আর কত দিন যাবে? যে আনন্দের স্বপ্নে দিন-যামিনী যাপন কচ্ছি, কবে তা সফল হবে? এখন লোকে আমায় রাণার মহিষী মনে করে, রাজরাণী ব'লে অভিবাদন করে, এতেই আমার কত আনন্দ, না জানি, যখন ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে আমার হৃদয়ে বন্ধন করবো, আশ্রিতা ভেবে তিনি আজ আমার জন্য অসি ধারণ করেছেন, পরিণীতা হয়ে যখন তাঁকে স্বহস্তে রণবেশে সাজাব, তখন আমার মতন মহিমা আর কার হবে? পিতার ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত আমার কাল হলো।

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্ম। কি সখি, চক্ষু দুটি ছল ছল, মুখখানি ভার ভার, কিসের এত দুঃখ? কিসের এত ভাবনা পড়েছে?

চঞ্চ। না, কিছু নয়, আমার আবার ভাবনা কিসের!

নির্ম্ম। তা সত্য! আমার জিজ্ঞেস করাই অন্যায় হয়েছে, ভাবনা আছে বৈ কি, এখন অনেক ভাবতে হবে তোমায়।

চঞ্চ। তবে সব জেনে বুঝে আমার ন্যাকাপনা কর কেন?

নির্ম্ম। তা দোজবরে স্বোয়ামীর স্ত্রীতে অমন ক'রে থাকে ; তার সঙ্গে যেমন আধ আধ ক'রে কথা কই, জলকে দল, কাপড়কে কাপল, অসুখকে অছুক বলি, তোমার সঙ্গে যে তাই করিনি এই ঢের! সে থাক, এখন ভেবে চিন্তে কি ঠিক করলে বল দেখি ?

চঞ্চ। কি আর ঠিক করবো, কপালে যা আছে, তাই হবে

নির্ম্ম। তা ত হবেই, কপালে না থাকলে কি কারুর কিছু হয় ? এখন কপালের ফল তো ফলেছে, রাজরাণী হওয়ার চেয়ে স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে আর কি দুঃখ থাকতে পারে বল ? পূর্ব্ব জন্মে এমন কর্ম্ম ক'রে এসেছিলে যে, রাজার ঘরে জন্মালে! জন্মালে, সেই তো এক কষ্ট ; আবার কষ্টের উপর কষ্ট কি না একবারে মহারাণার মহিষী!

চঞ্চ। তুই আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিসনে।

নির্ম্ম। তোমার এই ভয়ঙ্কর দুঃখ দেখে আমারও দুঃখ হচ্ছে কি না, তাই বলি : কাহারের ঘরে জন্মাতে, গাঁওরের সঙ্গে বে হ'তো, তা হ'লে কত সুখে ইঁদেরা থেকে জল তুলতে, একেবারে চার পাঁচটা গাগরা মাথায় ক'রে কাজারি গাইতে গাইতে মাঠ ভাঙতে, দিন আধ মোণ পঁচিশ সের গম ভাঙতে : স্বহস্তে গোবর মেখে বড় বড় কাণ্ডা দিতে, সন্ধ্যার পর চেরাক জ্বেলে স্ত্রীপুরুষে মুখোমুখি হয়ে ব'সে খাটিয়ায় ছারপোকা মারতে ; সে-ও বা তোমায় মুষলের বাড়ি এক ঘা দিত, তুমি-ও বা লোটাটা ছুড়ে তার কপালে ঠাই ক'রে মারতে ; তা

পোড়ারমুখো বিধাতা তো এত সুখের একটাও তোমার কপালে দিলেন না! রাজার মেয়ে করেছিলি—করেছিলি, তা কোন রকমে সহ্য হচ্ছিল, তার উপর কি না একেবারে মহারাণার মহিষী ক'রে দিলি?

চঞ্চ। মরছি আপনার ভাবনায়, কেন ভাই আবার জ্বালাস্?

নির্ম্ম। বলি, সেই ভাবনার কথাই তো জিজ্ঞেস করছি, যে অকূল সাগরে পড়লে, এ পার হওয়া বড় সোজা মেয়ের কাজ নয়: এখন থেকে সমস্ত হিন্দুজাতির চোখ তোমার উপর পড়বে: মহারাণা রাজসিংহের মহিষী, সমস্ত রাজপুতের আশা-ভরসার স্থল! অন্তঃপুরে থেকেও লক্ষ লক্ষ প্রজার মনের সন্তোষ-সাধন কত্তে হবে। মহারাণার অংশীস্বরূপা হয়ে তাদের ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম রক্ষার ভার তোমায় নিতে হবে: তার পর ঘরে ক'টি সপত্নী আছে, সকলের সঙ্গে মানিয়ে জুনিয়ে চল্‌তে হবে; অসংখ্য দাসদাসীকে সন্তুষ্ট রেখে তাদের উপর প্রভুত্ব করতে হবে! তার উপর সকলের চেয়ে শক্ত কাজ ভূপতি প্রাণপতির শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য, মনের সুখের দিকে সতত দৃষ্টি রেখে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে মন্ত্রণাদায়িনী, বীরব্রতে শক্তিসঞ্চারিণী দেবী হয়ে এ পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করতে হবে!

চঞ্চ। তা তুমি না হয় সেনাপতির প্রেয়সী হয়েছ, আমার না হয় মহিষী হওয়া অদৃষ্টে নেই; তা ব'লে অত ঠাট্টা কেন? সুখ হলেই কি দুঃখীকে বিদ্রূপ করতে হয়?

নির্ম্ম। ও মা, আমি কোথায় যাব, সত্যি কথা বল্‌লে বুঝি ঠাট্টা হয়?

চঞ্চ। প্রথম যখন এ পুরীতে এসেছিলুম, তখন আমায় সকলে মহারাণী বল্‌তো, আমার মনে মনে আহ্লাদ হ'তো বটে! কিন্তু এখন বল্‌লে আমার বিদ্রূপ বই আর কিছুই মনে হয় না। আমি কিসের মহারাণী! দুটি অন্নের ভিখারিণী হয়ে রাজদ্বারে প'ড়ে আছি বই তো নয়।

নির্ম্ম। আর দিল্লীর বাদশার বেগম এসে তামাকু সাজছে, মেয়ে এসে পায় লুটুচ্ছে; আহা হা, দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়! ওরে তোরা কেউ জলের ঘটী-টটী এনে ঠিক ক'রে রাখ, আমি মূর্চ্ছা যাই। বাদশার সঙ্গে যে মহারাণার সন্ধি হয়ে গেল, তার খবর পাও নি?

চঞ্চ। সে কি?

নির্ম্ম। সবই ইম্‌লি বেগমের কারচুপি: আমার সেই ঘোড়-সওয়ারটাকে বল্‌লুম্ যে, মহারাণাকে বল, এই বেলা সন্ধির প্রস্তাব করতে; ঔরঙ্গজেব কায়ে পড়েছে, এখন যা বলবে, তাতেই রাজী হবে; ফলে তাই হলো, তোমায় নিয়ে একটু গোলমাল করেছিল।

চঞ্চ। আমায় নিয়ে কি রকম?

নির্ম্ম। সন্ধির সব প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বাদশা মহারাণাকে ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে, রূপনগরের রাজকন্যাকে তাঁকে দিতে হবে।

চঞ্চ। তা তা—তাতে—ম—ম—

নির্ম্ম। ম—ম—ম—মহারাণা এই সোজা কথাটা আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না ?

চঞ্চ। যাও,—তা তিনি কি উত্তর দিলেন ?

নির্ম্ম। মহারাণা উত্তর দিলেন যে, তার চেয়ে বাদশাকে সসৈন্যে পাহাড়ের ভিতর কবর দেওয়াই তাঁর অভিপ্রেত। ও কি ও ! দু গালে দুটো পাকা নিচু ফল্‌লো যে ? মহারাণা ঔরঙ্গজেবকে তোমায় দিতে চাননি, এতে আর এত লজ্জার কথা কি ?

চঞ্চ। তোর পায়ে পড়ি নির্ম্মল, আর জ্বালাস্‌নে, তোর ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, আরও কিছু কথা আছে, যা থাকে, ব'লে ফেল। আর আমি এমন ক'রে থাক্‌তে পারি নে, আমার মাথার দিব্য বল্‌, কি বল্‌তে এসেছিস্‌ ?

নির্ম্ম। বল্‌তে এসেছি, মালা গেঁথেচ কি ? সন্ধি হয়ে গেছে, মহারাণা আজই নগরপ্রবেশ কর্‌বেন, তুমি গলায় মালা দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করবে।

চঞ্চ। পিতার অভিসম্পাত ?

নির্ম্ম। সে অভিসম্পাতে বজ্রপাত হয়েছে, তিনি মহারাণাকে তোমায় সমর্পণ ক'রে পত্র লিখেছেন, আর স্বয়ং পশ্চাৎ আস্‌ছেন। ঐ দেখ, জেব-উন্নিসা আর উদিপুরী তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌ছে, তুমি বিদায় দিলে ওরা ছুটী পায়, সন্ধিপত্রে মহারাণা মবারকের অপরাধ মার্জ্জনা আর তার সঙ্গে জেব-উন্নিসার পরিণয়ের স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছেন।

(উদিপুরী ও জেব-উন্নিসার প্রবেশ)

জেব। মহারাণি, আপনি আমায় বন্দী কোরে অনন্ত সুখে ভাসিয়েছেন, আমি নিজ দোষে অমূল্য রত্ন হারিয়েছিলুম, আপনার অনুগ্রহে তা আবার পেয়েছি, পেয়ে সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করেছি, মহারাণার অনুগ্রহ ব'লে আমি পিতার নিকটও মার্জ্জনা লাভ করেছি। আর ইম্‌লি বেগম, শুভক্ষণে তুমি রংমহলে গিয়েছিলে, আমি বুঝেছি, আমার সকল সুখের মূল তুমি। শুধু তাই নয়, তুমি অসময়ে দিল্লীর বাদশার প্রাণ রক্ষা করেছ।

নির্ম্ম। বাদশাজাদি, স্মরণ রাখবেন, আমি রংমহলের যে রুটী খেয়েছিলুম, তা হিন্দুর হাতে তৈয়ারী বটে, কিন্তু তার মালিক বাদশা আলমগীর! যে যথার্থ হিন্দু, সে এক দিনের উপকার ভোলে না।

জেব। জেব-উন্নিসাও জীবিত থাক্‌তে তোমাদের ভুলবে না; মহারাণি, এক্ষণে বিদায় দিন, বাদশা আমাদের আহ্বান করেছেন।

চঞ্চ। আপনি পতিপ্রেম-সুখের অধিকারিণী হোন, কখনও কখনও এই রাজপুত-কন্যাকে মনে কর্‌বেন!

(জেব-উন্নিসা ও উদিপুরী গমনোদ্যতা)

নির্ম্ম। (চঞ্চলের কাণে কাণে) উদিপুরীও যায় যে? বেগমকে চাই, দাসীপনা করলে কই? (প্রকাশ্যে) হজরত উদিপুরী, আমি নিমন্ত্রণ করতে দিল্লী গিয়েছিলুম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন না?

উদি। তোমার জিভ আমি টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কাটবো, তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়ে তামাক সাজাও? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশার বেগম আটক রাখে? কেমন, এখন ছাড়তে হলো তো? কিন্তু যে অপমান করেছ, তার প্রতিফলে উদয়পুরের চিহ্নমাত্র রাখবো না।

চঞ্চ। শুনেছি, মহারাণা বাদশাকে দয়া ক'রে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি সে জন্য একটি মিষ্ট কথাও বল্‌তে জানেন না? আপনাকে তামাকু না সাজিয়ে ছাড়া কোনমতেই উচিত নয়, আমি এখনি মনে কর্‌লে আপনাকে দিয়ে তামাকু প্রস্তুত করিয়ে আনাতে পারি; কিন্তু অসহায়ের প্রতি বলপ্রয়োগ করা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ; ইতরের সঙ্গে ইতর হওয়াও রুচিসঙ্গত নয়। আপনি দিল্লীতে নে গিয়ে তামাকু সাজাতে চেয়েছিলেন, তাতে রাগে প্রতিজ্ঞা ক'রে আমার পরিচর্য্যা করবার জন্য আপনাকে এখানে আনিয়েছিলুম। আর আপনাকে এখানে তামাকু সাজতে হবে না, আপনি স্বচ্ছন্দে দিল্লীতে যেতে পারেন।

নির্ম্ম। গণকের কথা।

চঞ্চ। গ্রহফলের তাৎপর্য্য হচ্ছে দাম্ভিকার মস্তক নত করা, যথার্থ ই যে হাতে ক'রে তামাকু সাজতে হয়, এমন কিছু কথা নয়; যে অপমান মনে করলেই করতে পারি, তা না-ই করলুম।

নির্ম্ম। বুঝেছি, ঐটুকুই মহিষীগিরি, মুকুটের মর্য্যাদা! আচ্ছা, তবে আসুন বেগম সাহেবা।

জেব। তবে আসি আমরা!

[জেব-উন্নিসা ও উদিপুরীর প্রস্থান।

চঞ্চ। এখন?

নির্ম্ম। বরণডালার মালা সাজান। এস, বিজয়ী মহারাণা পুরীপ্রবেশ করবেন, নূতন মহিষী তাঁর প্রথম অভ্যর্থনা করবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ধ্বজপতাকা-পত্র-পুষ্পাদিশোভিত তোরণদ্বার।

সুসজ্জিত সেনা ও সেনানায়কগণ উপস্থিত।

১ম সেনা। অনেক দিন পরে চারণেরা আজ রাজপুত-কীর্ত্তিকীর্ত্তনে জগদ্বিস্ময়কারী নূতন বিষয় লাভ করেছে। বাদশা আলমগীরের এমন পরাজয় আর কখন হয়নি।

২য়। আর সেই পরাজয়ে আমাদের অর্থব্যয় ও রক্তক্ষয় অকিঞ্চিৎকর বললেও চলে। দুই হাজার মাত্র সৈন্য নিয়ে এলেও রূপ-নগরের রাজা বিক্রম সোলাঙ্কির এখানে আগমন আমাদের একটা শুভ সুযোগের সময়ই হয়েছিল।

১ম। শুভ সুযোগই বটে, কেন না, সেই সোলাঙ্কি-কন্যাই আজ আমাদিগের মহারাণার অঙ্কলক্ষ্মী হচ্ছেন, আমরা আজ এখানে

উপস্থিত কেবলমাত্র বিজয়ী মহারাণাকে পুরাপ্রবেশে অভ্যর্থনা করবার জন্য নয়, অন্তঃপুর-শোভাশালিনী নববধূর সঙ্গে বরেণ্য বরপুরুষকে প্রথম শুভ সম্ভাষণ করবার গৌরব আজ আমাদিগেরই।

২য়। মাণিকলালটি একটি আশ্চর্য্য ব্যক্তি, যেমন কৌশলী কর্ম্মী—তেমনী সাহসী যোদ্ধা; তস্করের এরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন অদ্ভুত ব'লে মনে হয়।

১ম। অবস্থা—ভাই—অবস্থা, অবস্থার সংযোগেই মানুষকে তস্করও করে—রাজাও করে। শুনেছি, মাণিকলালের সহধর্ম্মিণীও সামান্যা রমণী নন, তিনি যথার্থ বীরভোগ্যা, তাঁর সাহস ও বুদ্ধি দেখে আলমগীরও মুগ্ধ হয়েছে।

২য়। চুপ, শোন।

(নেপথ্যে মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি)

১ম। স্থির—প্রস্তুত!

(সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। অগ্রে মহারাণা ও চঞ্চল-কুমারী, পশ্চাতে মাণিকলাল, সৈন্য ও চারণগণ, তৎপশ্চাতে মঙ্গলদ্রব্য মাথায় লইয়া নির্ম্মলকুমারী ও সখীগণ)

(গীত)

সমরবিজয়ী বীর প্রবেশে নগরে।
নাগর নাগরী ভাসে হরষ-সাগরে॥
ধর মালা বীরবালা বর বীরবরে॥

দীপ হারে ফুল-ভারে দশ দিশি সাজে,
দাদামা দগড়া কাড়া বেণু বীণা বাজে,
মোহন সাজে রাজন রাজে গজবরপরে।
ধর মালা বীরবালা বর বীরবরে ॥
জটাধর জটা-ঘটা জাহ্নবী শোভা,
বীর বামে বীরবালা জগমন-লোভা,
যুগল মিলন ভুবন ভোলে মন প্রাণ হরে
জয় জয় বীরবালা বরে বীরবরে ॥

যবনিকা-পতন